বর্ষ ১ সংখ্যা ২৪

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার

১৬-৩০ জুন, ২০২১

বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

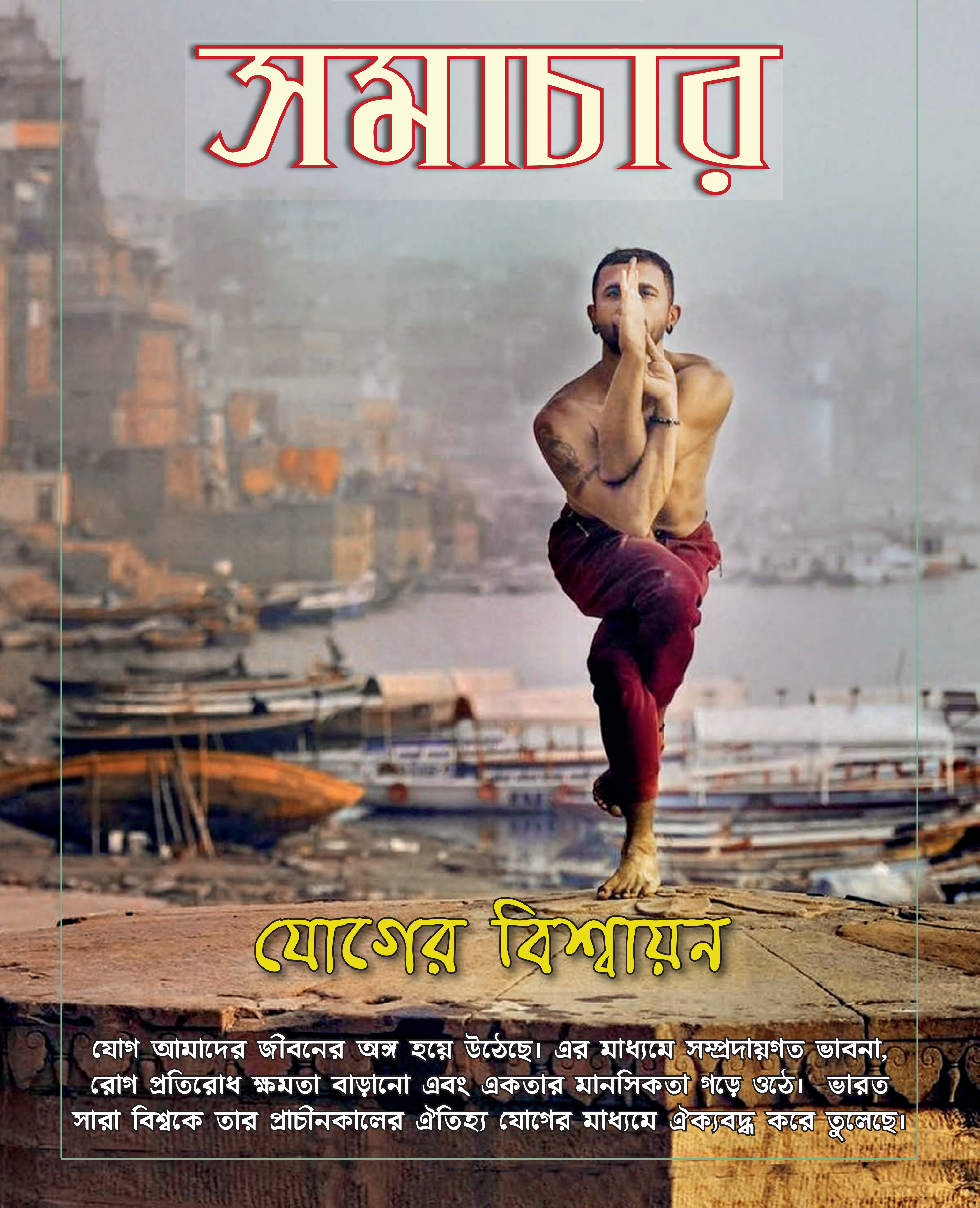

যোগের বিশ্বায়ন

যোগ আমাদের জীবনের অঙ্গ হয়ে উঠেছে। এর মাধ্যমে সম্প্রদায়গত ভাবনা, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো এবং একতার মানসিকতা গড়ে ওঠে। ভারত সারা বিশ্বকে তার প্রাচীনকালের ঐতিহ্য যোগের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ করে তুলেছে।

‘আমরা গত ৭ বছর ধরে টিম ইন্ডিয়া হিসেবে কাজ করেছি’

কোভিডের বিরুদ্ধে লড়াই হোক কিংবা জনগণের উন্নয়নের জন্য যে কোনও প্রকল্প, জনগণের সঙ্গে নিরন্তর বার্তালাপের মাধ্যমে ‘সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস’ কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যেক নীতির গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। বিগত ৭ বছরে সরকারের এই প্রচেষ্টাগুলি জনমনে ভরসা সৃষ্টি করেছে আর প্রত্যেক বিপর্যয় মোকাবিলায় সাহস যুগিয়েছে। এই বার্তালাপের অংশ হিসেবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ‘মন কি বাত’ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কোভিড ত্রাণের সঙ্গে জড়িত অক্সিজেন ট্যাঙ্কার চালক দীনেশ বাবুলনাথের সঙ্গে কথা বলেছেন আর অক্সিজেন এক্সপ্রেসের লোকো-পাইলট শিরিষাকে নারী শক্তির প্রতীক বলেছেন। বিমানবাহিনীর গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে পট্টনায়েক আর তাঁর কন্যা অদিতি প্রধানমন্ত্রীকে বলেছেন যে করোনার বিরুদ্ধে লড়াই অবশ্যই জিতব। তখন প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের দেশে কথিত আছে যে কন্যা যখন কিছু বলে তখন তাঁর শব্দে সরস্বতী বিরাজমান থাকেন। এবারের ‘মন কি বাত’-এর কিছু অংশ নিম্নরূপ :

সাম্প্রতিক ঘূর্ণিঝড়ের বিরুদ্ধে দেশের অনমনীয় লড়াই : সম্প্রতি দুটি অতি প্রবল ঘূর্ণিঝড় তাউতে আর ঘূর্ণিঝড় ইয়াস-এর সম্মুখীন হয়েছে দেশ। এই দুটি ঘূর্ণিঝড়ই বেশ কয়েটি রাজ্যকে বিধ্বস্ত করেছে। আমরা পূর্ণ শক্তি দিয়ে এবং ন্যূনতম প্রাণহানি সুনিশ্চিত করে এর বিরুদ্ধে লড়াই করেছি।

নতুন বিশ্বাস : এই ৭ বছরে দেশের অনেক পুরনো সমস্যাও সমাধান করা হয়েছে। উত্তর-পূর্ব ভারত থেকে শুরু করে কাশ্মীর পর্যন্ত একটি শান্তি ও উন্নয়নের নতুন আস্থা তৈরি হয়েছে।

আমরা কোভিড-১৯-এর বিরুদ্ধে জিতব : এই অতিমারীর মধ্যেই ভারত পরিষেবা ও সহযোগিতার শপথ নিয়ে এগিয়ে চলেছে। প্রথম ঢেউয়ের বিরুদ্ধে আমরা সাহসের সঙ্গে লড়াই করেছি। এবারও করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভারত জিতবে।

- দেশের সমস্ত প্রান্তে পর্যাপ্ত পরিমাণে অক্সিজেন পৌঁছে দিয়েছে অক্সিজেন এক্সপ্রেসগুলি
- নৌ-বাহিনী, বিমানবাহিনী এবং সেনাবাহিনী যুদ্ধকালীন তৎপরতায় বিদেশ থেকে অক্সিজেন কনসেনট্রেটর এবং ক্রায়োজেনিক ট্যাঙ্কার আনার কাজ করছে। দেশবাসী আমাদের সেনা, বিজ্ঞানী এবং প্রযুক্তিবিদদের এই লড়াইকে স্যালুট জানায়, তাঁরা দিন-রাত এক করে কাজ করছেন

সকলের জন্য পরিশ্রুত পানীয় জল : স্বাধীনতার পর ৭ দশকে আমাদের দেশের মাত্র ৩.৫ কোটি গ্রামীণ বাড়িতে নলের মাধ্যমে পানীয় জলের সংযোগসাধন হয়েছিল। যাই হোক, বিগত ২১ মাসে ৪.৫ কোটি বাড়িতে পরিশ্রুত পানীয় জলের সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে।

ডিজিটাল লেনদেনের ব্যাপক বৃদ্ধি : বিগত ৭ বছরে ভারত বিশ্বকে ডিজিটাল লেনদেনের ক্ষেত্রে নতুন পথ দেখিয়েছে। আজ যে কেউ দেশের যে কোনও প্রান্তে বসে অতি সহজে ডিজিটাল লেনদেন করতে পারেন। করোনার সঙ্কটকালে এই ডিজিটাল লেনদেন অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছে।

কৃষির উন্নয়নে নানা পদক্ষেপ : কৃষকরা রেকর্ড পরিমাণ ফসল উৎপাদন করেছেন আর দেশ অতিমারীর মধ্যেও কৃষকদের থেকে রেকর্ড পরিমাণ খাদ্যশস্য ক্রয় করেছে।

- সঙ্কটের সময়ে দেশের ৮০ কোটিরও বেশি দরিদ্র জনগণকে বিনামূল্যে রেশন দেওয়া হয়েছে।
- ইতিমধ্যে কিষাণ রেল প্রায় ২ লক্ষ টন ফসল দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে দিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে দক্ষিণ ভারত থেকে উত্তর ভারতে কয়েকশ’ টন বিজয়ানগরম আম।
- আগরতলার কৃষকরা খুব ভালো কাঁঠাল ফলান। এই কাঁঠাল এখন গুয়াহাটি হয়ে লন্ডনে পাঠানো হচ্ছে। এবার বিহারের শাহী লিচুও বিমানপথে লন্ডনে পাঠানো হয়েছে।

মন কি বাত শোনার জন্য এই কিউআর কোড স্ক্যান করুন

নিউ ইন্ডিয়া

সমাচার

বর্ষ ১, সংখ্যা ২৪ ১৬-৩০ জুন, ২০২১

সূচিপত্র

»১	সম্পাদকীয়	» পৃষ্ঠা ০২
»২	ডাকবাক্স	» পৃষ্ঠা ০৩
»৩	সংবাদ সংক্ষেপ	» পৃষ্ঠা ০৪-০৫
»৪	গোয়া বিপ্লব দিবস	» পৃষ্ঠা ০৬
»৫	মেজর রাম রাঘবা রাণে	» পৃষ্ঠা ০৭
»৬	করোনার বিরুদ্ধে লড়াই	» পৃষ্ঠা ০৮-১৩
»৭	প্রচ্ছদ নিবন্ধ : আন্তর্জাতিক যোগ দিবস	» পৃষ্ঠা ১৪-২৫
»৮	কলাম : ডঃ এইচ আর নগেন্দ্র	» পৃষ্ঠা ২৬-২৭
»৯	স্মার্ট সিটি মিশন	» পৃষ্ঠা ২৮-২৯
»১০	জরুরি অবস্থা	» পৃষ্ঠা ৩০-৩২
»১১	কলাম : এ সূর্যপ্রকাশ	» পৃষ্ঠা ৩৩-৩৪
»১২	পি ভি নরসিংহ রাও	» পৃষ্ঠা ৩৫
»১৩	দেশের সেবায় ৭ বছর	» পৃষ্ঠা ৩৬-৩৮
»১৪	উন্নয়নের তথ্য	» পৃষ্ঠা ৩৯-৪১
»১৫	স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব	» পৃষ্ঠা ৪২-৪৩
»১৬	ইতিবাচক ভাবনা	» পৃষ্ঠা ৪৪

সম্পাদক
জয়দীপ ভাটনাগর,
মুখ্য মহানির্দেশক, পিআইবি, নতুন দিল্লি

উপদেষ্টা সম্পাদক
সন্তোষ কুমার

প্রচ্ছদ
রবীন্দ্র কুমার শর্মা

প্রকাশনা ও মুদ্রণ
সত্যেন্দ্র প্রকাশ,
মুখ্য-মহানির্দেশক, বিওসি
ব্যুরো অফ আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন

মুদ্রণ
ভিবা প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
সি - ৬৬/৩ , ওখলা পিএইচ -২,
নতুন দিল্লি - ১১০০২০

ডিজাইন
শ্যাম শঙ্কর তিওয়ারি

প্রচ্ছদের ফটো উৎস
@yogaVaranasi, India

যোগাযোগের ঠিকানা ও ই-মেল :

রুম নম্বর – ২৭৮, ব্যুরো অফ আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন, দ্বিতীয় তল, সূচনা ভবন, নতুন দিল্লি – ১১০০০৩

response-nis@pib.gov.in

RNI No. : DELBEN/2020/78825

সম্পাদকের কলমে

সাদর নমস্কার!

কোভিড মহামারীর বিরুদ্ধে দেশ পূর্ণ শক্তি দিয়ে লড়ছে। বিগত ১০০ বছরে এটি সবচাইতে বড় অতিমারী। আর এর মধ্যেই দেশ বুক চিতিয়ে অনেক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মোকাবিলাও করেছে। সমস্যা যত বড়ই হোক না কেন, ভারতের জয়ের সঙ্কল্পও সর্বদা ততটাই বড় থাকে। দেশের সামগ্রিক শক্তি এবং সেবাভাব দেশকে প্রত্যেক সঙ্কট থেকে বের করে এনেছে। ডাক্তার, নার্স, অগ্রভাগে থাকা যোদ্ধারা দিন-রাত কোভিডের এই দ্বিতীয় ঢেউয়ের মধ্যেও জনগণের জীবনরক্ষায় বড় ভূমিকা পালন করছেন। কিন্তু আমাদের নিজেদের সতর্কতা বজায় রাখতে হবে আর এই মহামারীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য টিকা নেওয়ার পাশাপাশি নিজেদের শরীরে প্রতিরোধক ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রত্যেক সম্ভাব্য উপায়কে জীবনশৈলীর অঙ্গ করে তুলতে হবে।

আপনারা সবাই অবগত আছেন যে আজ এই মহামারীতে যোগ আমাদের রক্ষার গুরুত্বপূর্ণ উপায় হয়ে উঠেছে। যোগ ভারতের প্রাচীন সমৃদ্ধ পরম্পরার অক্ষয় পরিচিতিস্বরূপ, যাকে এখন সমগ্র বিশ্ব অনেক কাছ থেকে অনুভব করেছে। ভারতের যোগ এখন বিশ্বের পরিচিতি হয়ে উঠেছে। আর প্রত্যেক ২১ জুন তারিখে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালন করা হয়। বিশ্বে প্রত্যেক ভারতবাসীর জন্য মাথা উঁচু করে গর্ব অনুভব করার মতো বিষয় হল, রাষ্ট্রসঙ্ঘ আন্তর্জাতিক যোগ দিবস ঘোষণা করার সময় তার প্রস্তাবনায় বলেছিল, "যোগ স্বাস্থ্য এবং কল্যাণের জন্য একটি সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ প্রদান করে। এটা জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য স্থাপন করে। সেজন্য বিশ্বের জনগণ সুস্বাস্থ্যের খাতিরে যোগাভ্যাসের উপকার সম্পর্কে জানতে পারলে এর ব্যাপক প্রসার অনেক লাভজনক হবে।" প্রকৃত অর্থে যোগ বিশ্ব বন্ধুত্বের বার্তা প্রদান করে যা কমিউনিটি, ইমিউনিটি এবং ইউনিটির ভিত্তি।

আজ যেহেতু সারা বিশ্বে যোগের গুরুত্ব এত বেড়েছে, এর পেছনে ভারত এবং প্রধানমন্ত্রী মোদীর ২০১৪ সালে করা আন্তরিক প্রচেষ্টাগুলি এবং ভূমিকা সর্বোপরি। যোগের সমৃদ্ধ পরম্পরা এবং তাকে আন্তর্জাতিক করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ভারতের প্রচেষ্টাই এবারের প্রচ্ছদ নিবন্ধ। পাশাপাশি, দেশের তৃতীয় পরমবীর চক্র মেজর রাম রাঘবা রাণে-র পাকিস্তানকে পরাস্ত করার অদ্ভূত বীরত্বের কাহিনী, জরুরি অবস্থার ৪৬ বছর পর পরিসংখ্যানে সাধারণ জনজীবনের গুরুত্ব, মোদী সরকারের পরিষেবার ৭ বছর পূর্তি আর অমৃত মহোৎসবে সাঁওতাল বিদ্রোহের নেতা মুর্মূ বন্ধুদের প্রেরক কাহিনী এই সংখ্যায় সামিল করা হয়েছে।

আপনারা সবাই সুস্থ থাকুন, নিরাপদ থাকুন আর সব সময়ের মতো নিজেদের পরামর্শ পাঠাতে থাকুন।

ঠিকানা : ব্যুরো অফ আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন, দ্বিতীয় তল, সূচনা ভবন, নতুন দিল্লি – ১১০০০৩

ই-মেল – response-nis@pib.gov.in

(জয়দীপ ভাটনাগর)

ডাকবাক্স

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার পড়ার পর আমি দেখেছি এই পত্রিকা প্রকৃত ভারতের সঠিক চিত্র তুলে ধরছে। এটি নতুন নতুন ইতিবাচক ভাবনা তুলে ধরে। এর ইতিবাচক ভাবনা সমৃদ্ধ লেখাগুলি পড়ে আমরা নিজেদের মনে দেশভক্তি অনুভব করি। এটা আমাদের বলে কিভাবে ভারত প্রতিটি ক্ষেত্রে উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলেছে। আমাদের নেতৃত্ব অসাধারণ এবং প্রতিটি সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে দক্ষ। আমি ভারতের এই প্রকৃত চিত্র তুলে ধরার জন্য এডিটোরিয়াল টিমকে ধন্যবাদ জানাই।

কুমুদ কুমার
kumudkumar234@gmail.com

আমি তামিলনাড়ুর পেরামবালুরের অরুণ রাজ। সবার আগে আমি নিউ ইন্ডিয়া সমাচারের পিডিএফ ভার্শানকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। এটি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার্থীদের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এটি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় মেন্টর হিসেবে কাজ করে। আমি পরীক্ষার্থীদের এই পত্রিকা পড়ার অনুরোধ জানাই। এর প্রতিটি পৃষ্ঠা অত্যন্ত তথ্যবহুল। বিশেষ করে, ব্যক্তিত্ব বিভাগ, বিভিন্ন বিষয়-নির্ভর প্রবন্ধ এবং সরকারের সাম্প্রতিক উদ্যোগসমূহ।

অরুণ রাজ
pon.arun@yahoo.com

আমি একজন নিউ ইন্ডিয়া সমাচারের ঐকান্তিক পাঠক আর পরবর্তী সংখ্যা পাওয়ার অপেক্ষায় থাকি। এই পত্রিকা যে শুধু আমাদের সাফল্য দেয় তা নয়, নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকার এটাও দেখায় যে কিভাবে ভারত সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে আর জীবনের যা কিছু বাজে সেগুলিকে ছেড়ে প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য নেতৃত্বে এগিয়ে চলেছে।

এস দাস
das.conch@gmail.com

আপনার মতামত জানান

যোগাযোগের ঠিকানা ও ই-মেল :

রুম নম্বর – ২৭৮, ব্যুরো অফ আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন, দ্বিতীয় তল, সূচনা ভবন, নতুন দিল্লি – ১১০০০৩

response-nis@pib.gov.in

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার আমাদের নতুন ভারতের উন্নয়ন সম্পর্কে সচেতন করে, ঐক্যবদ্ধ করে এবং মানবসম্পদের শ্রেষ্ঠ সম্ভাবনায় শক্তিশালী করে তোলে। আমি এই মূল্যবান জ্ঞানবর্ধক পত্রিকাটি অনলাইনে পড়ি আর খুব মজা পাই। এরকম একটি দক্ষ তথ্যনিষ্ঠ পরিষেবায় দেশবাসীকে নিয়মিত সমৃদ্ধ করার জন্য নিউ ইন্ডিয়া সমাচার টিমকে ধন্যবাদ জানাই।

জয়ন্ত তপাদার
topadarj023@gmail.com

তাউকতে ও ইয়াস : দক্ষ এবং সময়োপযোগী ব্যবস্থাপনা জীবন বাঁচিয়েছে

ভূ-জলবায়ুগত অবস্থানের ফলে ভারত পারস্পরিকভাবেই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের প্রতি সংবেদনশীল। দেশের বিভিন্ন অংশ প্রতি বছরই বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প এবং ধ্বসের মতো অনেক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়। ৭,৫০০ কিলোমিটারের বেশি দীর্ঘ তটরেখার মধ্যে ৫,৭০০ কিলোমিটার এলাকায় ঘূর্ণিঝড় প্রায় প্রতি বছরই আছড়ে পড়ে। সম্প্রতি মহারাষ্ট্র ও গুজরাটে তাউকতে, ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গে ইয়াস ঘূর্ণিঝড় আছড়ে পড়েছে। কিন্তু আগে থেকেই বিপর্যয় ব্যবস্থাপনার দক্ষতায় ভারত অনেক জীবন রক্ষায় সফল হয়েছে। সেনা ও ভারতীয় তটরক্ষক বাহিনী যথাসময়ে নিরাপত্তামূলক অনেক ব্যবস্থা নেওয়ায় মানুষের জীবন রক্ষা হয়েছে। প্রবল ঘূর্ণিখড় তাউকতে যখন আসে ভারতীয় নৌ-বাহিনী এবং ভারতীয় তটরক্ষক বাহিনী কয়েকদিনের মধ্যেই মুম্বাই তটের নিকটবর্তী চারটি নিমজ্জমান নৌকা থেকে ৬০০-রও বেশি মানুষের জীবন বাঁচানোর কাজ করেছে। পাশাপাশি, ভারতীয় নৌ-বাহিনীর জাহাজ এবং বিমান, অ্যাকোমোডেশন বার্জ টি-৩০৫-এর নিরুদ্দেশ চালক দলের সদস্যদের খুঁজে বের করার জন্য 'সার্চ অ্যান্ড রেসকিউ' অভিযান চালানো হয়। তেমনই প্রবল ঘূর্ণিঝড় ইয়াস-এর সময় ভারতীয় তটরক্ষক বাহিনীর এয়ার কুশন পশ্চিমবঙ্গের নয়াচরে আটকে পড়া প্রায় ১০০ জন মানুষের জীবন বাঁচিয়েছে। পাশাপাশি ভারতীয় তটরক্ষক বাহিনী সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়া ২৬৫টি নৌকার নিরাপদ প্রত্যাবর্তন সুনিশ্চিত করেছে।

ভারতে ২০২১-এর অর্থনৈতিক উন্নয়ন ৭.৫% হতে পারে বলে রাষ্ট্রসঙ্ঘের পূর্বাভাস

কোভিড অতিমারীর মধ্যেও ভারতের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুসংবাদ হল একদিকে যেখানে ২০২০-২১ অর্থবর্ষের অন্তিম তিন মাসে জিডিপি-র হার ১.৬ শতাংশে পৌঁছে গেছে, অন্যদিকে রাষ্ট্রসঙ্ঘ ২০২১ ক্যালেন্ডার বর্ষে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বাভাসকে বাড়িয়ে দিয়েছে। তাঁদের অনুমান অনুসারে, ভারতের জিডিপি ৭.৫% হারে এগিয়ে যাবে। এই আন্তর্জাতিক সংস্থা তাঁদের জানুয়ারি মাসে করা অনুমান থেকে ০.৩% পূর্বাভাস বাড়িয়েছে। বিশ্বের আর্থিক স্থিতি এবং সম্ভাবনা (ডব্লিউ.ই.এস.পি.) – এর ভিত্তিতে জারি রিপোর্টে ২০২২-এর জন্য ভারতের জিডিপি বৃদ্ধির পূর্বাভাস ১০.১% বলা হয়েছে। এই প্রতিবেদনে বর্তমান অর্থবর্ষের জন্য অনুমান ০.৩% আর আগামী বছরের জন্য ৪.২% বাড়ানো হয়েছে। এই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে ভারত কোভিডের দ্বিতীয় ঢেউয়ে বিপর্যস্ত হয়েছে আর এক্ষেত্রে টিকাকরণের পরিধি বাড়িয়ে ক্ষতিপূরণের সমস্ত সম্ভাব্য প্রচেষ্টা করা হচ্ছে।

সরকার সারে ভর্তুকির পরিমাণ ১৪০% বাড়িয়েছে

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সারের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু ভারতের কৃষকদের জন্য এর দাম বাড়বে না। কেন্দ্রীয় সরকার কৃষকদের স্বার্থে অক্ষয় তৃতীয়া উপলক্ষে কৃষক সম্মান নিধির অষ্টম কিস্তি দিয়েছিল আর এখন বিশ্বে ক্রমবর্ধমান সারের দাম যাতে দেশের কৃষকদের ওপর না পড়ে তা সুনিশ্চিত করতে সারের ওপর ভর্তুকি বাড়িয়ে দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর স্পষ্ট নির্দেশে আন্তর্জাতিক মূল্যবৃদ্ধি সত্ত্বেও কৃষকরা যাতে পুরনো দামেই সার কিনতে পারেন, সেদিকে লক্ষ্য রেখে সারে ভর্তুকি ১৪০% পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। অর্থাৎ এখন কৃষকরা প্রতি বস্তা সারে ৫০০ টাকার জায়গায় ১,২০০ টাকা করে ভর্তুকি পাবেন। এর জন্য এখন ২,৪০০ টাকার সারের বস্তা মাত্র ১,২০০ টাকায় কিনতে পারবেন। সেজন্য কেন্দ্রীয় সরকার প্রায় ১৫,০০০ কোটি টাকা অতিরিক্ত খরচ বহন করবে।

এখন ভারতীয় রেলের ৬,০০০টি স্টেশনে বিনামূল্যে ওয়াই-ফাই

ইন্টারনেট আজ শুধু সুবিধা নয়, একটি প্রয়োজনে পর্যবসিত হয়েছে। এক্ষেত্রে রেলপথে সফরকারী যাত্রীদের ওয়াই-ফাই পরিষেবা ২০১৬ সালের জানুয়ারি মাসে চালু করা হয়েছিল। বিভিন্ন শহর এবং গ্রামের মানুষদের মধ্যে ডিজিটাল দূরত্ব সমাপ্ত করার এই অভিযানে সাফল্য অর্জন করে রেলওয়ে সুদূর অঞ্চলের ৬,০০০ রেল স্টেশনে ওয়াই-ফাই পরিষেবা চালু করেছে। এর ফলে শুধু যাত্রীরা লাভবান হবেন তাই নয়, প্রতিবেশী গ্রামাঞ্চলের যেখানে ইন্টারনেটের স্পিড কম, সেসব এলাকার ছাত্রছাত্রীরা এবং তথ্যপ্রযুক্তির সঙ্গে যুক্ত নবীনরাও লাভবান হচ্ছেন। কোভিডের সঙ্কটকালে এরকম অনেক উদাহরণ সামনে এসেছে। ছাত্রছাত্রীরা রেলের ওয়াই-ফাই পরিষেবা ব্যবহার করে অনেক বই ডাউনলোড করে তাঁদের পড়াশোনায় গতি এনেছে। ডিজিটাল ইন্ডিয়া উদ্যোগের ক্ষেত্রে রেলওয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে ১৫ মে তারিখে হাজারিবাগ এবং ওড়িশার জারাপাড়া রেলওয়ে স্টেশনে ওয়াই-ফাই পরিষেবা চালু করে এর সংখ্যা ৬,০০০-এ পৌঁছে দিয়েছে।

ছাত্রদের বৃহত্তর স্বার্থে সিবিএসই-র দ্বাদশ শ্রেণীর বোর্ডের পরীক্ষা বাতিল

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সভাপতিত্বে আয়োজিত বৈঠকে ছাত্রছাত্রীদের হিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়ে এ বছর দ্বাদশ শ্রেণীর বোর্ড পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে। করোনার সঙ্কটকালে ছাত্রছাত্রীদের দুশ্চিন্তা দূর করতে প্রধানমন্ত্রী নিজে এই বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। এই বৈঠকে সিবিএসই-র চেয়ারম্যানের পাশাপাশি প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং আর তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকরও উপস্থিত ছিলেন। করোনাকালের কথা মাথায় রেখে এই সিদ্ধান্তকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হচ্ছে। পরীক্ষা বাতিল করা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, "ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তাই আমাদের অগ্রাধিকার। করোনার মধ্যে ছেলে-মেয়েদের চাপে রাখা ঠিক নয়।" তেমনই পরীক্ষা বাতিল করা নিয়ে সিবিএসই থেকে বলা হয়েছে করোনা অতিমারীর ফলে পরিব্যপ্ত অনিশ্চয়তা দেখে সংশ্লিষ্ট সমস্ত পক্ষের ফিডব্যাক নেওয়ার পর এ বছর দ্বাদশ শ্রেণীর বোর্ডের পরীক্ষা আয়োজন না করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আসলে, করোনার দ্বিতীয় ঢেউ আসার পর সারা দেশের ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকদের মধ্যে দ্বাদশ শ্রেণীর বোর্ডের পরীক্ষায় বসা নিয়ে ভয় ছিল। এরপর আইসিএসই বোর্ডও দ্বাদশ শ্রেণীর বোর্ডের পরীক্ষা বাতিল করে দিয়েছে।

এক জাতি এক রেশন কার্ড উদ্যোগে লাভবান হবেন ১.৫ কোটি মানুষ

'এক দেশ এক রেশন কার্ড' চালু হওয়ায় অতিমারীর সময় পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়মিত খাদ্যশস্য পাওয়া সুনিশ্চিত করেছে আর দেশের যে কোনও জায়গায় রেশন তোলার সুবিধা তাঁদের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ হয়ে উঠেছে। এই প্রকল্প শুরু হওয়ার পর থেকে প্রতি মাসে গড়ে ১.৫ কোটিরও বেশি মানুষ নিজের রেশন দোকানের বাইরে অন্যান্য রাজ্যের রেশন দোকান থেকে সুলভে রেশন তুলতে পারছেন। আগে এই পরিষেবা শুধু নিজের রাজ্যে, নিজস্ব এলাকার গণবন্টন ব্যবস্থায় পাওয়া যেত। এখন দেশের ৩২টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে চালু হওয়া 'এক দেশ এক রেশন কার্ড' ব্যবস্থার মাধ্যমে ৬৯ কোটি মানুষ লাভবান হচ্ছেন। ২০১৯-এর আগস্ট মাসে এই প্রকল্প শুরু হওয়ার পর থেকে এই রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে এখনও পর্যন্ত ২৬ কোটি লেনদেন হয়েছে। অর্থাৎ সুবিধাভোগীরা তাঁদের মূল রাজ্যের রেশন কার্ড দিয়ে দেশের অন্য রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে সরকারি গণবন্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে রেশন সংগ্রহ করেছেন। যদি কোভিড সংক্রমণকালের পরিসংখ্যান দেখি তাহলে এপ্রিল, ২০২০ থেকে এপ্রিল, ২০২১ পর্যন্ত প্রায় ১৮.৩ কোটি পোর্টেবিলিটি ট্র্যানজ্যাকশন হয়েছে। শুধু তাই নয়, কেন্দ্রীয় সরকার সকল রাজ্যগুলিকে এখন রেশনের দোকানগুলিকে আগের থেকে বেশি সময় পর্যন্ত আর গোটা সপ্তাহ ধরে খোলা রাখার নির্দেশ দিয়ে গরীব পরিবারগুলিকে আশ্বস্ত করেছে। ■

গোয়ার প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম

ভারত ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা অর্জন করে। কিন্তু দেশের একটা অংশ তারপরও অনেক বছর ধরে বিদেশি শাসনাধীন ছিল। এই অঞ্চলকে স্বাধীন করতে লেগেছে আরও ১৪ বছর। পর্তুগিজ শাসনাধীন দেশের তটবর্তী রাজ্য গোয়াকে স্বাধীন করার আন্দোলন শুরু হয়েছিল ১৯৪৬ সালের ১৮ জুন। সেই দিনটি গোয়া বিপ্লব দিবসও বলা হয়

ভাস্কো দা গামা ১৪৯৮ সালে ভারতে এসেছিলেন আর তার ১২ বছরের মধ্যে ১৫১০ সালে পর্তুগিজরা গোয়ায় তাঁদের উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। তখন থেকে শুরু করে ১৯৬১ পর্যন্ত গোয়া পর্তুগিজ শাসনাধীন ছিল। ১৯৪৭-এ দেশ ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন হয়েছে। ১৯৫৪ সালে ফরাসীরা পণ্ডিচেরী ছেড়ে চলে যান। কিন্তু গোয়া স্বাধীন হয়নি। ১৯৪৬ সালে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে আর বেশিদিন ইংরেজরা ভারতে রাজত্ব করতে পারবে না। কিন্তু পর্তুগিজরা কোনও মূল্যেই গোয়াকে মুক্ত করতে চায়নি। সেই সময় গোয়াকে মুক্ত করানোর জন্য দেশের প্রধান নেতাদের মধ্যে কারোর তেমন গভীর আগ্রহ ছিল না। কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং সমাজবাদী মনোভাবাপন্ন রাম মনোহর লোহিয়া গোয়াকে স্বাধীন করার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছিলেন। লোহিয়া তাঁর বন্ধু ডঃ জুলিয়াও ম্যানেজেস-এর নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গোয়ায় গিয়েছিলেন। তিনি যখন দেখেন পর্তুগিজরা এমনকি ইংরেজদের থেকে বেশি দমন-পীড়ন করে, তখন তিনি গোয়ায় নাগরিক অধিকারের জন্য আন্দোলন শুরু করার সিদ্ধান্ত নেন। ১৯৪৬-এর ১৮ জুন তিনি গোয়ায় পর্তুগিজদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন আর সেই দিনটিকে গোয়া বিপ্লব দিবস ঘোষণা করে দেন। ফলে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। এটাই গোয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম সত্যাগ্রহ আন্দোলন। মহাত্মা গান্ধী গোয়ার স্বাধীনতা আন্দোলনে লোহিয়ার ভূমিকাকে সমর্থন করেন এবং তিনি 'হরিজন' পত্রিকায় পর্তুগিজ সরকারের দমন-পীড়নের সমালোচনা করে নিবন্ধ লেখেন। তারপর কিছু শর্তের বিনিময়ে লোহিয়াকে মুক্ত করে দেওয়া হয়। কিন্তু লোহিয়া গোয়ায় বিপ্লবের যে জ্যোতি জ্বালিয়েছিলেন, তা গোয়াবাসীর মনে স্বাধীনতার স্পৃহা প্রজ্জ্বলিত করে আর তাঁরা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে প্রেরণা নিয়ে নিজেদের সংগঠিত করতে শুরু করেন। গোয়ার বিপ্লবে বিপ্লবীদের আত্মবলিদান অভূতপূর্ব ছিল। গোয়াকে পর্তুগিজদের কবল থেকে মুক্ত করানোর জন্য 'আজাদ গোমান্তক দল' নামক একটি বিপ্লবী দলও সক্রিয় ছিল। এই দল স্থাপন করেছিলেন বিশ্বনাথ লম্বার্ডে, নারায়ণ হরি নাইক, দত্তাত্রেয় দেশপান্ডে এবং প্রভাকর সিনারীর মতো নেতারা। পর্তুগিজ সরকার এই আন্দোলন কুচলে দেওয়ার জন্য অনেক আন্দোলনকারীদের এবং বিপ্লবীদের গ্রেপ্তার করে আর দীর্ঘকালীন কারাবাসের সাজা দেয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও গোয়ায় স্বাধীনতা আন্দোলনের গতি শ্লথ হয় না আর সেখানকার কারাগারগুলি সত্যাগ্রহীদের ভিড়ে ভরে যায়। এমনকি গোয়াকে স্বাধীন করতে মধু লিমায়ের মতো নেতাও দু'বছর পর্যন্ত পর্তুগিজদের কারাগারে বন্দী ছিলেন। কিন্তু পর্তুগিজরা এত সহজে মানার পাত্র ছিল না। তাদের সঙ্গে সমস্ত আলাপ-আলোচনা এবং ভারতের কূটনৈতিক প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়। তখন সৈন্য হস্তক্ষেপই হয়ে ওঠে একমাত্র বিকল্প। ১৯৬১ সালের ১৮ ডিসেম্বর শুরু হওয়া ৩৬ ঘন্টার সেনা অভিযানের নাম দেওয়া হয় 'অপারেশন বিজয়'। এতে ভারতীয় নৌ-বাহিনী, বিমানবাহিনী এবং সেনাবাহিনী একসঙ্গে আক্রমণ করে। সামান্য প্রতিরোধের পর বিজয়ী হয়ে ভারতীয় সেনা গোয়াকে সাফল্যের সঙ্গে মুক্ত ঘোষণা করে। পর্তুগালের পক্ষ থেকে জেনারেল ম্যানুয়েল অ্যান্টোনিও ভাসালো ই সিলভা আত্মসমর্পণের প্রমাণপত্রে স্বাক্ষর করেন। এভাবে অনেক বছরের সংগ্রামের পর ১৯৬১ সালের ১৯ ডিসেম্বর গোয়া স্বাধীন হয়। ২০২১ সালের ১৮ জুন দেশ গোয়া বিপ্লব দিবসের ৭৫তম বর্ষপূর্তি পালন করবে। ■

৭২ ঘন্টা অবিরাম বীরত্ব প্রদর্শনকারী এক পরমবীর

১৯৪৮-এ ভারতীয় সেনা কাশ্মীরে পাকিস্তানি হানাদারদের যথোচিত জবাব দিচ্ছিল। নৌসেরা জয়ের পর রাজৌরি পুনরুদ্ধার। কিন্তু সরু বিপজ্জনক উঁচু-নিচু পাহাড়ি পথে সবচাইতে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল বিভিন্ন জায়গায় শত্রুর বিছিয়ে রাখা বারুদি সুড়ঙ্গ আর সামনে থেকে শত্রুদের জোরদার গুলিবর্ষণ। সেই সময়ে একজন ভারতীয় সৈনিক ৭২ ঘন্টা ধরে খাওয়া-ঘুম ত্যাগ করে, দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করে গেছেন আর শত্রুর গুলিতে আহত হওয়া সত্ত্বেও এ কাজ করে যেতে থাকেন। তাঁর প্রস্তুত করা নিরাপদ পথে ভারতীয় সৈন্যরা আক্রমণ করে রাজৌরি পুনরুদ্ধার করে।

জন্ম - ২৬ জুন, ১৯১৮ **মৃত্যু** - ১১ জুলাই, ১৯৯৪

কোনও যুদ্ধ বিষয়ক সিনেমার অ্যাকশন হিরোর মতো বাস্তব জীবনে এই কাজ করে দেখিয়েছেন মেজর রাম রাঘবা রাণে। ১৯৪৮-এ যখন স্বাধীনতার কিছুদিন পরই পাকিস্তানের কাবাইলী পাঠান হানাদাররা কাশ্মীর আক্রমণ করে। আসলে কাবাইলীদের পোশাকে তারা ছিল পাকিস্তানি সৈনিক, যারা ভূস্বর্গ কাশ্মীরকে পাকিস্তানে সামিল করতে চেয়েছিল। ভারতীয় সেনা তাদের বিরুদ্ধে প্রত্যাঘাত হানে। ধীরে ধীরে শত্রুদের দখল করা সমস্ত এলাকা ভারতীয় সৈন্যরা পুনর্দখল করে। নৌসেরা জয়ের পর শত্রুরা পিছিয়ে গেলে হতাশাগ্রস্থ হয়ে নৌসেরা রাজৌরী হাইওয়েটিকে ভেঙে ধ্বংস করে দিয়ে যায়। ভারতীয় ট্যাঙ্ক রেজিমেন্ট দ্রুত রাজৌরি পৌঁছতে চাইছিল কিন্তু যে পথ ভারতীয় সৈন্যরা বেছে নেয়, সেই পথে ছিল অনেক বারুদি সুড়ঙ্গ। অগত্যা উঁচু-নিচু সেই পথে এই বারুদি সুড়ঙ্গগুলিকে নিষ্ক্রিয় করার দায়িত্ব নিলেন তৎকালীন সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট রাঘবা রাণে আর তাঁর নেতৃত্বাধীন ৩৭ অ্যাসল্ট ফিল্ড কোম্পানির সঙ্গে চতুর্থ ডোগরা রেজিমেন্টের একটি ব্যাটালিয়নকেও জুড়ে দেওয়া হয়। শত্রুর গোলাগুলি বর্ষণে অনেক ভারতীয় জওয়ান শহীদ হন। অনেকেই আহত হন। আহতদের মধ্যে সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট রাণেও ছিলেন। কিন্তু তবুও তিনি এগিয়ে যেতে থাকেন। তিনি নিজের কমান্ডারকে তাঁর লিডিং ট্যাঙ্ক থেকে কাভার ফায়ার চালিয়ে যেতে বলেন আর নিজে ট্যাঙ্কের নিচে শুয়ে শুয়ে মাইন পরিষ্কার করতে থাকেন। একসাথে দুটি দড়ির সাহায্যে ট্যাঙ্কের ড্রাইভারকে নিরাপদ পথ নির্দেশ করতে থাকেন। এভাবে তিনি কেবল বারুদি সুড়ঙ্গ পরিষ্কার করেননি, শত্রুদের অনেক ব্যাটেলিয়নকেও হাতবোমা ছুঁড়ে উড়িয়ে দেন। ৭২ ঘন্টা খাওয়া-ঘুম ত্যাগ করে সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট রাণে ভারতীয় সেনার জন্য এগিয়ে যাওয়ার পথ প্রস্তুত করেন। এই অসীম বীরত্বের জন্য তাঁকে ১৯৪৮ সালের ৮ এপ্রিল ভারতের তৃতীয় পরমবীর চক্র সম্মান দেওয়া হয়। ভারতীয় সেনায় বাহাদুরীর উদাহরণ সৃষ্টিকারী সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট রাণের জন্ম কর্ণাটকের ছোট্ট গ্রাম হাভেরিতে ১৯১৮ সালের ২৬ জুনে হয়েছিল। তাঁর পিতা ছিলেন রাজ্য পুলিশের কর্মচারী। সেজন্য এক শহর থেকে অন্য শহরে বদলি হওয়া পরিবারে তাঁর শৈশব কেটেছে। রাম রাঘবা রাণের যখন বয়স ১২ বছর, তখন মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেন। রাম রাঘবা রাণে সেই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর বাবা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে ছেলেকে নিয়ে পৈত্রিক গ্রামে ফিরে আসেন। রাম রাঘবা রাণে গ্রামে ফিরলেও তাঁর হৃদয় সাহস এবং শৌর্যের অধিকারী ছিল। তিনি ব্রিটিশ ভারতের ইঞ্জিনিয়ার্স রেজিমেন্টে সিপাহী হিসেবে যোগদান করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রহ্মদেশে জাপানি সৈন্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য তাঁদের কোম্পানিকে পাঠানো হয়েছিল। তাঁদের ওপর দায়িত্ব ছিল শত্রুর ঘাঁটি উড়িয়ে একটি ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজে চড়ে দেশে ফিরে আসা। কিন্তু ওই জাপানি ঘাঁটি ধ্বংস করে ফেরার সময় ব্রিটিশের জাহাজ পৌঁছয়নি। তখন রাম রাঘবা রাণে সঙ্গী সৈন্যদের নেতৃত্ব দিয়ে পায়ে হেঁটে শত্রু এলাকা অতিক্রম করে ফিরে আসেন। তাঁর এই বীরত্ব দেখে তাঁকে জুনিয়র কমিশনড অফিসার পদে উন্নীত করা হয়।

১৯৬৭ সালে রাম রাঘবা রাণে ভারতীয় সেনার মেজর পদ থেকে অবসর নেন। ১৯৯৪ সালের ১১ জুলাই পুণেতে তিনি পরলোক গমন করেন। স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত ভারতের ইতিহাসে এমন অনেক বীরগাথা লেখা রয়েছে যাঁরা তাঁদের পরাক্রম, শৌর্য এবং আত্মাভিমানের মাধ্যমে এই দেশের মান-সম্মান রক্ষা করে গেছেন। মেজর রাম রাঘবা রাণের নাম আজ সেই বীরেদের মধ্যে সগর্বে উচ্চারিত হয়। ■

করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের বিরুদ্ধে সফল লড়াইয়ের পর ভারত তৃতীয় ঢেউয়ের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে

এক শতাব্দীর সবচাইতে ভয়ঙ্কর বিশ্বব্যাপী মহামারী রূপে সামনে এসেছে করোনা ভাইরাস। ভারত বুক চিতিয়ে এর মোকাবিলা করছে। পরিণামস্বরূপ, এপ্রিলে দ্বিতীয় ঢেউয়ের আক্রমণে সংক্রামিত মানুষের সংখ্যা যেভাবে দ্রুতগতিতে বেড়েছিল তা এখন ক্রমহ্রাসমান। অক্সিজেন সরবরাহ থেকে শুরু করে ওষুধ কিংবা হাসপাতালে শয্যার ব্যবস্থা - সব ক্ষেত্রেই এখন পরিস্থিতি উন্নত হচ্ছে।

ঝাড়খণ্ডের দেওঘর জেলায় মধুবনের একটি ছোট গ্রামের বাসিন্দা সাত বছর বয়সী ছোটু রাণা একটি ভিডিও বার্তার মাধ্যমে জনগণকে সংক্রমণের শৃঙ্খল ভাঙার জন্য প্রেরণা যোগাচ্ছে। একের পেছনে এক ক্রমান্বয়ে দাঁড় করানো সারিবদ্ধ ইঁটের মাঝখান থেকে একটি ইঁট তুলে নিয়ে ছোটু বলে, "আমাদের শুধু এইটুকুই করতে হবে!" একটি ছোট্ট শিশুর এই বার্তা আমাদের শেখায় যে করোনা ভাইরাস থেকে সুরক্ষিত থাকতে হলে সংক্রমণের শৃঙ্খল ভেঙে দেওয়া জরুরি। ঠিক তেমনভাবেই যেভাবে একের পেছনে আরেকটি ইঁটকে কেউ ধাক্কা দিলে সমস্ত ইঁট একে একে শুয়ে পড়ে। কিন্তু এগুলির মধ্যে থেকে যে কোনও একটাকে তুলে নিলে ইঁটগুলির পড়া থেমে যায়। করোনা ভাইরাসের সংক্রমণও এমনই। আমরা যদি এই সংক্রমণের শৃঙ্খল ভাঙতে সফল হই, তাহলে এর বিরুদ্ধে জয় সুনিশ্চিত।

মহারাষ্ট্রের আহমেদনগরের প্রায় ১,৫০০ জনসংখ্যাসম্পন্ন গ্রাম ভয়ারে খুর্দ সম্পূর্ণরূপে করোনা মুক্ত হয়েছে। খরাগ্রস্ত এই গ্রামের অধিকাংশ মানুষ কর্মসংস্থানের খোঁজে অন্যান্য শহরে চলে গিয়েছিল। মহারাষ্ট্র সরকার লকডাউন শুরু করায় এই মানুষেরা গ্রামে ফিরে এলে গ্রাম পঞ্চায়েত এবং স্বাস্থ্য বিভাগ এঁদের প্রত্যেকের অ্যান্টিজেন টেস্ট গ্রামের মধ্যেই

সুস্থতার হার বৃদ্ধি

- করোনা ভাইরাসের এই অতিমারীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কেন্দ্রীয় সরকার টেস্টিং, ট্রেসিং এবং ট্রিটমেন্টের পাশাপাশি টিকাকরণে ক্রমাগত জোর দিয়েছে।
- ফলস্বরূপ, কোভিডের দ্বিতীয় ঢেউয়ে যেমন সংক্রমণ দ্রুতগতিতে বাড়ছিল, এখন ততটাই দ্রুতগতিতে হ্রাস পাচ্ছে।
- ২৪ মে দেশে নতুন সংক্রামিত রোগীর সংখ্যা ১ লক্ষ ৯৪ হাজার ছিল। কিন্তু ১৫ এপ্রিলে এই সংখ্যা ছিল ২ লক্ষ থেকে সামান্য কম।
- এর মোকাবিলায় প্রায় ৩ লক্ষ রোগী রোজ সুস্থ হচ্ছেন। বিশ্বের ৯৯টি দেশের জনসংখ্যাও এত নয়।
- তেমনই ১৫ মে-র পর ক্রমাগত রোজ পাওয়া সংক্রামিত রোগীর তুলনায় সুস্থ হওয়া রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- মে মাসের শেষ সপ্তাহে দেশে সাপ্তাহিক করোনা পজিটিভ হওয়ার হার কমে প্রায় ১১ শতাংশে পৌঁছেছে আর দৈনিক পজিটিভিটি রেট নেমে হয়েছে ৯.৪২%।
- এই নিয়ে লাগাতার দু'দিন ধরে পজিটিভিটি রেট ১০ শতাংশের নিচে আর সুস্থতার হার বৃদ্ধিতে ৮৯.৬৬% হয়ে গেছে।

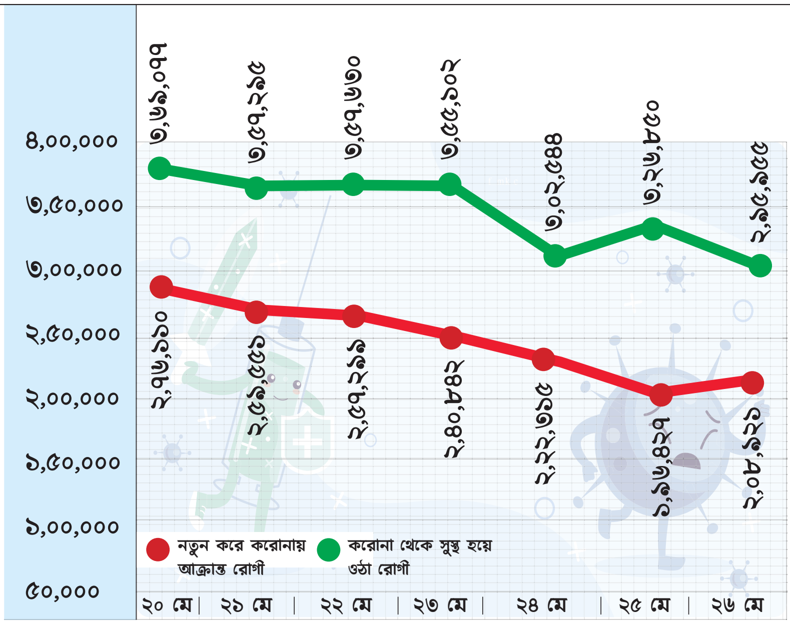

"আপনাদের তপস্যা আর আমাদের সকলের মিলিত প্রচেষ্টায় মহামারীর এই আক্রমণকে আপনারা অনেকটাই প্রতিরোধ করেছেন কিন্তু এখন আত্মতুষ্টির সময় নয়, আমাদের এখন একটি দীর্ঘ লড়াই লড়তে হবে। নতুন মন্ত্র এটাই হোক – 'যেখানে অসুস্থ সেখানেই চিকিৎসা', এটা যেন আমরা না ভুলি। আমরা চিকিৎসাকে যত বেশি রোগীর কাছে নিয়ে যাব, আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ওপর চাপ ততটাই হ্রাস পাবে।"

-প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

করে। যাঁদেরকে সংক্রামিত পাওয়া গেছে, তাঁদেরকে আলাদা করে রেখে চিকিৎসা শুরু করা হয়েছে। সময়ে সময়ে পরীক্ষা আর চিকিৎসার ফল হল ভয়ারে খুর্দ গ্রাম সম্পূর্ণরূপে করোনা ভাইরাসমুক্ত ঘোষণা করা সম্ভব হয়েছে।

এই দুটি উদাহরণ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে শতাব্দীর সবচাইতে বড় অতিমারীর সময়েও পরিস্থিতি যতই মুশকিল হোক না কেন, সবাই মিলেমিশে চেষ্টা করলে এই ভাইরাস প্রতিরোধে জয় পাওয়া সম্ভব। লড়াই অনেক দীর্ঘ। সেজন্য আমাদের এ ধরনের প্রচেষ্টাকে উৎসাহ যোগাতে হবে।

রাজ্য ও জেলাস্তরীয় আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনায় বসে বিগত ২০ মে তারিখে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, "বিগত দেড় বছরে আমরা এটা অনুভব করেছি যে এই সংক্রমণ যতদিন ন্যূনতম রূপেও তার উপস্থিতি জাহির করবে, ততদিন পর্যন্ত আমাদের সামনে এর চ্যালেঞ্জ থেকে যাবে। কখনও আক্রান্তের সংখ্যা হ্রাস পেতে শুরু করলে মানুষের মনে হয় যে এখন আর চিন্তার কোনও কারণ নেই। কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা অন্যরকম। সেজন্যই টেস্টিং এবং শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখার নিয়মাবলী আমাদের পালন করে যেতে হবে। সংক্রমণের শৃঙ্খল ভাঙলেই এর থেকে বাঁচার পথ বেরিয়ে আসে।"

ভারতে বিশ্বের ১৯০টি দেশের জনসংখ্যা থেকে বেশি মানুষের করোনা টেস্ট সম্পন্ন হয়েছে

করোনা ভাইরাসের প্রথম ঢেউয়ের সময় থেকেই কেন্দ্রীয় সরকার লাগাতার টেস্টের সংখ্যা বৃদ্ধির উদ্যোগ নিয়েছিল যাতে সংক্রামিত ব্যক্তিদের সম্পর্কে দ্রুত জানা যায়। এর ফল হল ২০২০-র ফেব্রুয়ারিতে মাত্র একটি টেস্টিং ল্যাব দিয়ে শুরু করে এখন সারা দেশে ২,৫৮৬টি ল্যাবে পরীক্ষা করা হচ্ছে। স্যাম্পেলের হোম কালেকশন থেকে শুরু করে আইসিএমআর দ্বারা স্বীকৃত গবেষণাগারে পরীক্ষার পরিষেবা গড়ে উঠেছে

২২.১৭

লক্ষ কোভিড টেস্ট হয়েছে ২৫ মে তারিখে। এটি একদিনে করা টেস্টের সর্বাধিক রেকর্ড

২৫ মে পর্যন্ত ভারতে রেকর্ড

৩৩.৪৮

কোটি কোভিড-১৯ টেস্ট করা হয়েছে। এটি আমেরিকা সহ বিশ্বের ১৯০টি দেশের মোট জনসংখ্যা থেকে বেশি

এখন বাড়িতেই কোভিড পরীক্ষার সুবিধা

- এর সঙ্গে এখন কোভিসেলফ কিটকেও মঞ্জুর করা হয়েছে। এই কিটের মাধ্যমে এখন যে কেউই বাড়িতে নিজে করোনা টেস্ট করতে পারেন। এর আগে টেস্টের দুটি সবচাইতে সহজ পদ্ধতি রূপে র‍্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট আর আরটি-পিসিআর টেস্টই চালু ছিল।
- এই টেস্ট কিট প্রেগন্যান্সি টেস্ট কিটের মতো যা অনলাইন মাধ্যম থেকে কিংবা মেডিকেল স্টোর থেকে কেনা যেতে পারে। এটি কেনার পর আপনাকে নিজের মোবাইলে কিট সম্পর্কিত অ্যাপ ডাউনলোড করতে হবে। আপনি যে কোম্পানির কিট কিনেছেন তাদের অ্যাপ আপনি গুগল প্লে স্টোর কিংবা অ্যাপেল স্টোর থেকে ডাউনলোড করতে পারেন।
- এই অ্যাপ করোনা টেস্টিং-এর সেন্ট্রাল পোর্টালের সঙ্গে যুক্ত হবে। আপনার টেস্টের যে ফলই হোক না কেন তা সরাসরি পোর্টালে আপডেট হয়ে যাবে। এই গোটা প্রক্রিয়ার সময় আপনার ব্যক্তিগত গোপনীয়তা সম্পূর্ণরূপে বজায় রাখা হবে।

কোভিসেলফ কিভাবে কাজ করে?

এই টেস্ট কিট ল্যাটারাল ফ্লো টেস্টের ওপর কাজ করে। আপনি নিজের নাক থেকে নেওয়া স্যাম্পেল টিউবে ফেলবেন। এই টিউবে আগে থেকে একটি তরল পদার্থ ভরা থাকবে। এই টিউবটিকে ফ্রিজের ভেতরে রাখা হয়, যেখানে তরলকে শোষণ করার একটি প্যাড লাগানো থাকে।

এই প্যাড হয়ে এই তরল একটি পট্টিতে যায় যেখানে আগে থেকেই করোনা ভাইরাসের স্পাইক প্রোটিনকে চিনতে পারবে তেমন অ্যান্টিবডি মজুত থাকে। আপনি যদি সংক্রামিত হন তাহলে এই অ্যান্টিবডি সক্রিয় হয়ে ওঠে আর কিট আপনার টেস্ট পজিটিভ দেখায়।

যদি আপনার পরীক্ষার ফল পজিটিভ আসে তাহলে আপনাকে কোভিড নিয়মাবলী পালন করতে হবে, আর যদি নেগেটিভ আসে তাহলে আপনাকে আরটি-পিসিআর টেস্ট করাতে হবে

দ্রুততম টিকাকরণ

- টিকাকরণের তৃতীয় পর্যায়ে ১৮-৪৪ বছর বয়সী ১ কোটিরও বেশি মানুষকে টিকাকরণ করা হয়েছে। তেমনই মোট টিকাকরণের ক্ষেত্রে ভারত ২৫ মে তারিখে ২০ কোটি মানুষের টিকাকরণের গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় অতিক্রম করেছে। ভারতই এতজনকে টিকা দেওয়া তৃতীয় দেশ।
- টিকাকরণের তৃতীয় পর্যায়ে ১৮-৪৪ বছর বয়সী ১ কোটিরও বেশি মানুষকে টিকাকরণ করা হয়েছে। তেমনই মোট টিকাকরণের ক্ষেত্রে ভারত ২৫ মে তারিখে ২০ কোটি মানুষের টিকাকরণের গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় অতিক্রম করেছে। ভারতই এতজনকে টিকা দেওয়া তৃতীয় দেশ।

মে মাসের ২৫ তারিখের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ২২ কোটিরও বেশি টিকার ডোজ রাজ্য সরকারগুলিকে পাঠিয়েছে। টিকা উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যও ক্রমাগত প্রচেষ্টা করা হচ্ছে

মোট টিকাকরণ	স্বাস্থ্যকর্মী
২০,০৪,৯৪,৯৯১	৯৭,৯৪,৮৩৫

- টিকাকরণের সংখ্যার হিসাবে চিন এবং আমেরিকার পরই ভারত তৃতীয় দেশ যেখানে ২০ কোটিরও বেশি মানুষকে টিকাকরণ করা হয়েছে।
- টিকাকরণের সংখ্যার হিসাবে চিন এবং আমেরিকার পরই ভারত তৃতীয় দেশ যেখানে ২০ কোটিরও বেশি মানুষকে টিকাকরণ করা হয়েছে।
- এখন থেকে মহারাষ্ট্রের হফকিন ইনস্টিটিউট, হায়দ্রাবাদের ইন্ডিয়ান ইমিউনোলজিক্যাল লিমিটেড (আইআইএল) এবং উত্তর প্রদেশের বুলন্দশহরের ইমিউনোলজিক্যালস অ্যান্ড বায়োলজিক্যালস কর্পোরেশন লিমিটেডও কোভ্যাক্সিন উৎপাদন করবে। ■

অক্সিজেন এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরতা

কোভিড-১৯-এর দ্বিতীয় ঢেউয়ের সময় যখন অক্সিজেন এবং ওষুধের প্রয়োজন বৃদ্ধি পেয়েছে, ভারত তখন এই লক্ষ্যে দ্রুত পদক্ষেপ নিয়েছে। মেডিকেল অক্সিজেন সরবরাহের জন্য ১৪টি শিল্পোদ্যোগের নাইট্রোজেন প্ল্যান্টগুলিকে অক্সিজেন উৎপাদন প্ল্যান্টে রূপান্তরিত করা হয়েছে। আরও ৩৭টি এ ধরনের কোম্পানিকে চিহ্নিত করা হয়েছে

১৭,৭৭৫টি অক্সিজেন কনসেনট্রেটর ও ১৬,৩৩১টি অক্সিজেন সিলিন্ডার ২৪ মে-র মধ্যে আপৎকালীন সরবরাহ করা হয়েছে	রাজ্যগুলি ১৩,৪৪৯টি ভেন্টিলেটর / বাইপ্যাপ সহ **১৯টি** অক্সিজেন উৎপাদন প্ল্যান্ট পেয়েছে	**১২** লক্ষ ফ্যাভিপিরাভির এবং ৬.৯ লক্ষ রেমডেসিভির ইঞ্জেকশন ২৪ মে-র মধ্যে আপৎকালীন সরবরাহ করা হয়েছে

- ভারতীয় রেলওয়ে ২৪৭টি অক্সিজেন এক্সপ্রেস ট্রেনের মাধ্যমে ২৪ মে-র আগে ৩০ দিনের মধ্যে ১৬,০০০ মেট্রিক টনেরও বেশি তরল মেডিকেল অক্সিজেন ১৪টি রাজ্যে সরবরাহ করেছে।
- ২০ মে পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুসারে দেশে প্রতিদিন ৯,২৫০ মেট্রিক টন অক্সিজেন উৎপাদিত হচ্ছে। গত বছর এই সময়ে দেশে দৈনিক প্রায় ৯০০ মেট্রিক টন উৎপাদিত হত।
- সিঙ্গাপুর এবং ব্রুনেই সহ বিভিন্ন দেশ থেকে আমাদের বিমানবাহিনী এবং নৌ-বাহিনী অনেক স্বাস্থ্য সরঞ্জাম নিয়ে আসছে। ভারতের প্রতিরক্ষা গবেষণা কেন্দ্র (ডিআরডিও) দিল্লিতে চারটি পিএসএ অক্সিজেন প্ল্যান্ট এবং হরিয়ানায় একটি পিএসএ প্ল্যান্ট চালু করেছে।
- আরও ১৫০-১৭৫টি প্ল্যান্ট নিকট ভবিষ্যতে চালু হতে চলেছে। ভারতীয় বিমানবাহিনী অপারেশন কোভিড রিলিফ-এর জন্য ৯৯০টি উড়ানের মাধ্যমে বিদেশ থেকে ওষুধ ও অক্সিজেন সিলিন্ডার এনেছে।
- তিনটি সশস্ত্র সেনা থেকে মোট ৮০০ জন ডাক্তার বিভিন্ন করোনা সেন্টারে জনগণকে পরিষেবা দিচ্ছেন।
- তিনটি সশস্ত্র সেনা থেকে মোট ৮০০ জন ডাক্তার বিভিন্ন করোনা সেন্টারে জনগণকে পরিষেবা দিচ্ছেন।

আয়ুষ মন্ত্রকের নতুন উদ্যোগ

- আয়ুষ মন্ত্রক একটি ডেডিকেটেড কমিউনিটি সাপোর্ট হেল্পলাইন চালু করেছে। এটি কোভিড-১৯ সংক্রান্ত যে কোনও সমস্যার মোকাবিলায় আয়ুষ-ভিত্তিক পদ্ধতি সম্পর্কে তথ্য প্রদান করবে।
- এর টোল-ফ্রি নম্বর হল – ১৪৪৪৩। এই হেল্পলাইন সারা দেশে সকাল ৬টা থেকে মাঝরাত পর্যন্ত সারা সপ্তাহ খোলা থাকবে।
- ১৪৪৪৩ হেল্পলাইনের মাধ্যমে আয়ুষের বিভিন্ন ক্ষেত্র যেমন আয়ুর্বেদ, হোমিওপ্যাথি, যোগ, ন্যাচারোপ্যাথি, ইউনানি এবং সিদ্ধা বিশেষজ্ঞরা জনগণের সমস্যা শুনে তাঁদের সমাধানের পরামর্শ দিচ্ছেন।
- এই বিশেষজ্ঞরা শুধুই রোগীদের কাউন্সেলিং এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পরামর্শ দিচ্ছেন না, তাঁরা নিকটবর্তী আয়ুষ কেন্দ্র সম্পর্কেও তথ্য প্রদান করছেন।

শিশু প্রকল্পের জন্য পিএম কেয়ার্স

করোনার-প্রভাবিত শিশুদের ক্ষমতায়ন

যেসব শিশুরা করোনা অতিমারীর ফলে মা-বাবাকে হারিয়ে অনাথ হয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকার তাদের জন্য একটি নতুন উদ্যোগ চালু করেছে। পিএম কেয়ার্স-এর অধীনে সেইসব ছেলেমেয়েরা, ছোট শিশুরা, যারা বাবা-মা কিংবা অভিভাবকদের হারিয়েছে তাদেরকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে

করোনা অতিমারীর ফলে একটি অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। এটি মানব ইতিহাসের একটি বড় সঙ্কটরূপে উপস্থিত হয়েছে। এর ফলে, অনেক মানুষের জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। অসময়ে অনেকে প্রাণ হারিয়েছেন। আর মা-বাবাকে হারিয়ে অনেক শিশু অনাথ হয়ে গেছে। এই শিশুদের দেখাশোনা এবং সাহায্যের প্রয়োজন রয়েছে। তাদের কখনই একা এবং অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া যায় না। তাদের যথাযথ দেখাশোনা সুনিশ্চিত করতে হবে। না হলে, এই বাচ্চাদের বুনিয়াদি প্রয়োজন মেটাতে দেরি হয়ে যাবে। এই কঠিন সময়ে একটি সমাজ রূপে আমাদের এটা কর্তব্য যে আমরা আমাদের শিশুদের দেখাশোনা করি, আর তাদের মনে একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশা জাগিয়ে তুলি। এক্ষেত্রে মোদী সরকার করোনার ফলে মা-বাবাকে হারানো শিশুদের কথা মাথায় রেখে অত্যন্ত সংবেদনশীল ও কল্যাণকারী সিদ্ধান্ত নিয়েছে। করোনার ফলে মা-বাবাকে হারানো এই ধরনের শিশুদের পড়াশোনা, স্বাস্থ্য ও উচ্চশিক্ষার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকার পিএম কেয়ার্স তহবিলের মাধ্যমে সম্পাদন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

> *শিশুরা দেশের ভবিষ্যতের প্রতিনিধিত্ব করে, আর দেশ শিশুদের সাহায্য এবং সুরক্ষার জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করবে, যাতে তারা দায়িত্বশীল ও শক্তিশালী নাগরিকরূপে গড়ে ওঠে, আর তাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হয়!*
>
> **প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী**

- এই ধরনের শিশুদের ১৮ বছর বয়সে মাসিক সহায়তা ভাতা দেওয়া হবে। তাদের ২৩ বছর বয়সে পিএম কেয়ার্স থেকে ১০ লক্ষ টাকার তহবিল বরাদ্দ করা হয়েছে।
- চালু শিক্ষা ব্যবস্থার মানদণ্ড অনুসারে ভারতে ব্যবসায়িক পাঠ্যক্রম / উচ্চশিক্ষার জন্য শিক্ষাঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে এই শিশুদের সাহায্য করা হবে। এই ঋণের সুদ পিএম কেয়ার্স তহবিল থেকে মেটানো হবে।
- ১০ বছরের বয়সী এ ধরনের শিশুদের নিকটবর্তী কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় কিংবা প্রাইভেট স্কুলে ডে-স্কলার রূপে ভর্তি করা হবে। যদি শিশুর ভর্তি কোনও প্রাইভেট স্কুলে হয়, তাহলে পিএম কেয়ার্স তহবিল থেকে আরটিই নিয়ম অনুসারে ফি দেওয়া হবে। পিএম কেয়ার্স ইউনিফর্ম, পাঠ্যপুস্তক এবং নোটবুকের খরচও বহন করবে।
- এ ধরনের শিশুদের সৈনিক স্কুল বা নবোদয় বিদ্যালয়ের মতো আবাসিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করানো হবে। যদি শিশুটিকে অভিভাবক / ঠাকুর্দা-ঠাকুরমা / পরিবারের অন্য কোনও দূরসম্পর্কের কেউ দেখাশোনা করেন, তাহলে নিকটতম কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় অথবা প্রাইভেট স্কুলে ডে-স্কলার রূপে ভর্তি করানো হবে। যদি শিশুর ভর্তি কোনও প্রাইভেট স্কুলে হয়, তাহলে পিএম কেয়ার্স তহবিল থেকে আরটিই নিয়ম অনুসারে ফি দেওয়া হবে। পিএম কেয়ার্স ইউনিফর্ম, পাঠ্যপুস্তক এবং নোটবুকের খরচও বহন করবে।
- এক্ষেত্রে সমস্ত শিশুদের আয়ুষ্মান ভারত যোজনার (পিএমজেএওয়াই) মাধ্যমে সুবিধাভোগী হিসেবে নথিভুক্ত করা হবে। তাদের ৫ লক্ষ টাকা স্বাস্থ্যবিমা কভারেজ থাকবে। ১৮ বছর বয়স হওয়া পর্যন্ত এই শিশুদের প্রিমিয়ামের কিস্তি পিএম কেয়ার্স তহবিল থেকে মেটানো হবে। ■

সামগ্রিক উন্নয়ন ও কল্যাণের জন্য যোগ

স্বাস্থ্য পরিষেবা সহ আয়ুর্বেদ, যোগ এবং অন্যান্য ঐতিহ্যগত চিকিৎসা সুবিধাগুলিকে একত্রিত করার লক্ষ্যে ২০১৪ সালে আয়ুষ মন্ত্রক গঠন করা হয়। যোগকে আন্তর্জাতিক স্তরে জনপ্রিয় করে তুলতে ভারত প্রয়াস চালিয়েছে। এরই অঙ্গ হিসেবে ২০১৫ সাল থেকে ২১শে জুন তারিখটিকে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়। করোনা অতিমারীর মধ্যে রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে আয়ুর্বেদের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে, যা বিশ্বের লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণ বাঁচাতে কার্যকরী প্রতিরোধ হিসেবে উঠে এসেছে

জীবের প্রতিটি পদক্ষেপে মানুষ এখন যোগাভ্যাসকে গ্রহণ করেছে, যা সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার অঙ্গ হিসেবে উঠে এসেছে। যোগচর্চা আঞ্চলিক সীমানার গণ্ডি অতিক্রম করে বিদেশেও এখন জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। শতবর্ষ আগে অন্যতম জনপ্রিয় সংস্কৃত কবি ভর্তৃহরি যোগ ব্যায়াম সম্পর্কে যে বিশেষত্ব তুলে ধরে বলে ছিলেন :

धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी शान्तिश्चिरं गेहिनी
सत्यं सूनुरयं दया च भगिनी भ्राता मनः संयमः।
शय्या भूमितलं दिशोऽपि वसनं ज्ञानामृतं भोजनं
एते यस्य कुटिम्बिनः वद सखे कस्माद् भयं योगिनः।।

শতবর্ষ আগে এই অসাধারণ উপমায় তুলে ধরা হয় নিয়মিত যোগ অনুশীলন করলে খুব ভালো হজম শক্তি গড়ে ওঠে। নিয়মিত যোগাভ্যাস থেকে মনোবল চাঙ্গা হয়, যা আমাদের পিতার মতো রক্ষা করে। একই সঙ্গে যোগ একজন মমতাময়ী মায়ের মতো ক্ষমাশীল গুণাবলীর ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলতে সাহায্য করে। এটি মানসিক বিকাশেও সহায়তা করে। যা আমাদের স্থায়ী বন্ধু হয়ে ওঠে। ভারতরতরি বলেছেন, নিয়মিত অনুশীলনের মাধ্যমে যোগ সত্যিই আমাদের সন্তান হয়ে ওঠে, আমাদের বোনদের প্রতি অনুকম্পা, আমাদের ভাইদের আত্মনিয়ন্ত্রণ গড়ে ওঠে, পৃথিবী নিজেই আমাদের কাছে শয্যা হয়ে ওঠে এবং জ্ঞান আমাদের ক্ষুধা নিবারণ করে। যখন বহু গুণাবলী যোগাভ্যাসকারীর বন্ধু হয়ে ওঠে, তখন তার ভয় পালিয়ে যায়। উপরের সমস্ত যোগ চর্চার জন্য কোনো আর্থিক বিনিয়োগের প্রয়োজন নেই। করোনা অতিমারীর মধ্যে যোগের গুরুত্বের কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, "এই শতাব্দীতে আমরা উপলব্ধি করেছি যে যোগ বিশ্বকে একত্রিত করেছে। যোগ যেমন শরীর, মন, আত্মাকে যুক্ত করে ঠিক তেমনই আজ যোগ বিশ্বকে যুক্ত করেছে। মানসিক চাপ ও রোগ মুক্ত হয়ে বাঁচা এবং সুখী জীবন গড়ে উঠতে পারে কেবলমাত্র যোগ ব্যায়ামের মধ্যমে।" এটি শুধুমাত্র শরীরে সুস্বাস্থ্য সুনিশ্চিত করার মাধ্যমে জীবনে ভারসাম্য বজায় রাখে না, একই সঙ্গে মন ও চিন্তা ভাবনায় আন্তরিকতা বজায় রাখে। যোগ গুরু কে পট্টাভাই জোইস-এর মতে যোগ প্রকৃত পক্ষেই জ্ঞান এবং অন্তরের স্বচ্ছতা নিয়ে আসে। এর স্বাস্থ্য উপকারিতা ছাড়াও এই প্রাচীন রীতি সমাজ ও বিজ্ঞানকে একসঙ্গে বেঁধে রাখে।

যোগাভ্যাস আমাদের জীবন যাত্রার পরিবর্তন নিয়ে আসে,

"

যোগাভ্যাস আজকের বিশ্বে এক নতুন সমন্বয়কারী শক্তি হিসেবে উঠে এসেছে। আমি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলতে পারি যে, যদি আজ বিশ্বের সব যোগ অনুশীলনকারীর পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা হয় তাহলে এক চমৎকৃত তথ্য উন্মোচিত হবে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

যা শরীরের উপযোগী করে তুলে স্বাভাবিক পরিবর্তন নিয়ে আসতে সাহায্য করে। নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার মাত্র চার মাস পরেই যোগ চর্চাকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দানের প্রয়াস চালান। রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ সভায় তাঁর ভাষণে তিনি আন্তর্জাতিক যোগ ব্যায়াম দিবস পালনের প্রস্তাব দেন। করোনা অতিমারীর মধ্যে অনেক দেশের প্রধানরা করোনার খারাপ প্রভাব রোধে যোগ চর্চার ভূমিকা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে আলোচনা করেছেন। গত বছর আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের অনুষ্ঠানে ভার্চুয়াল ভাষণে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, "যোগাভ্যাস প্রায় সব কিছুর সঙ্গেই সংযুক্ত এবং আমাদের একত্রিত করে তোলে।" তাঁর মতে, যোগাভ্যাস আন্তর্জাতিক সৌভ্রাতৃত্বের বার্তা দেয় এবং পার্থক্যের মধ্যে সেতু বন্ধন করে। যদি আজ যোগ চর্চার শক্তি সমগ্র বিশ্বে স্বীকৃতি পায় তবে তা সম্ভব হয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নিরলস প্রয়াসের ফলে।

নরেন্দ্র মোদী সরকারের নিরন্তর প্রয়াসের কারণে, যখন বিশ্ব যোগ চর্চার গুরুত্ব সম্পর্কে বুঝতে পেরেছে,

তখন রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ সভায় ২১ জুন তারিখটিকে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। ২০১৪ সালের ১১ ডিসেম্বর সর্বোচ্চ ১৭৭টি দেশের সমর্থন সহ ১৯৩টি সদস্য দেশ রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধা-রণ সভায় ঐকমত্যের ভিত্তিতে ২১ জুন তারিখটিকে 'আন্তর্জাতিক যোগ দিবস' হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য প্রস্তাব পাশ করে। এই প্রস্তাবে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ সভা সমর্থন জানায় যে 'জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা ছাড়াও যোগাভ্যাস স্বাস্থ্য এবং সুস্থতার ক্ষেত্রে সামগ্রিক পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। যোগ অনুশীলনের সুফল সম্পর্কে ব্যাপকভাবে তথ্য ছড়িয়ে পড়লে বিশ্বের মানুষের স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সুবিধা হবে।' এটি সামগ্রিকভাবে দেশে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে এক বিপ্লব এনে দিয়েছে, যেখানে রোগ নিরাময়ের চেয়ে প্রতিরোধের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

২০১৫ সালের ২১শে জুন জাতীয় রাজধানীর রাজপথে আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের প্রথম মূল অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠান দুটি গিনেস বিশ্ব রেকর্ড সৃষ্টি করে। প্রথমত, বিশ্বে এযাবৎকালে সর্ববৃহৎ যোগ চর্চার অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য, সেখানে ৩৫,৯৮৫ জন উৎসাহী ব্যক্তি অংশ নেন। দ্বিতীয়ত, এই ধরণের যোগ চর্চায় ৮৪টি দেশ থেকে প্রতিযোগী অংশ নেন। এবছর ২১ জুন সপ্তম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদযাপন করা হবে। কোভিড-১৯

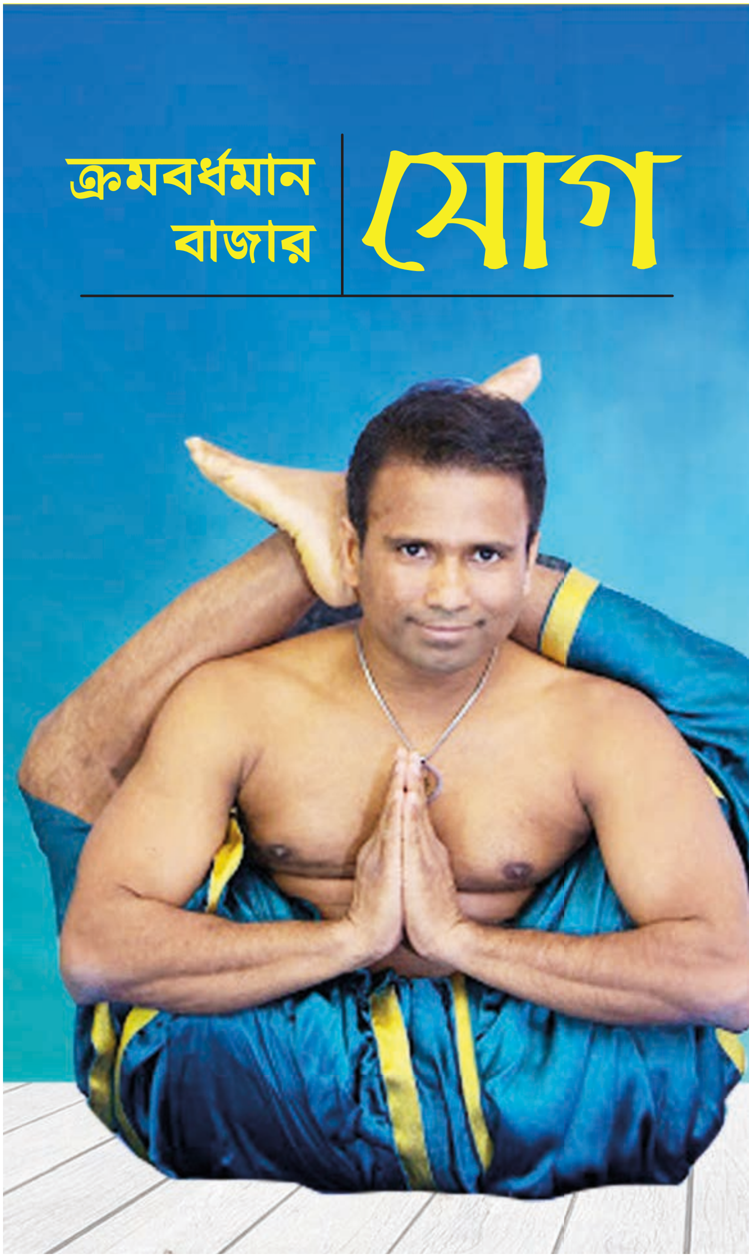

ভারতে যোগ চর্চার ইতিহাস প্রায় ৫,০০০ বছরের পুরনো

গুগুলস'এর তথ্য যদি কেউ দেখে তাহলে জানতে পারবে যে, যোগ চর্চা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পাওয়ার পর যোগ সম্পর্কে অনুসন্ধানের সংখ্যা ২০১৪ থেকে ২০২০-এর মধ্যে ৬ বছরে প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে

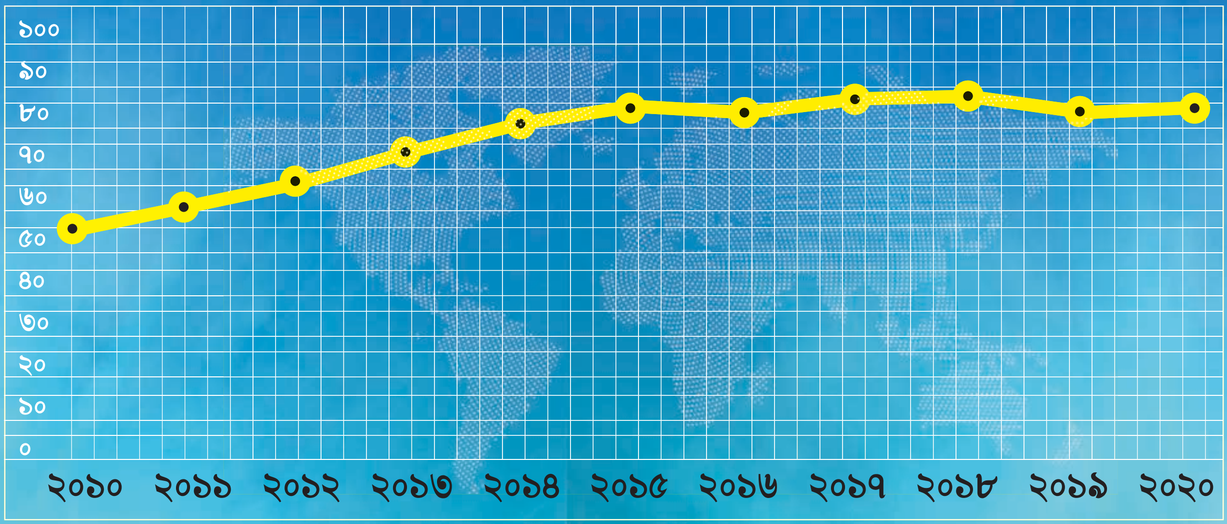

$৬৬.৪

বিলিয়ন ডলার যোগ চর্চার বাজার বিশ্বে ২০২৭-এর মধ্যে তৈরি হবে। সংশ্লিষ্ট বাজার, গবেষণার প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০১৯ সালে এর বাজার ৩৭.৫ বিলিয়ন ডলার ছিল

কেবলমাত্র ভারতেই Rs ৪ বিলিয়ন ডলারের বেশি যোগ চর্চার বাজার রয়েছে

- প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যোগ চর্চার শক্তি সম্পর্কে বিশ্বকে উপলব্ধিই করাননি, একই সঙ্গে যোগ চর্চার দ্রুত বৃদ্ধি, কর্ম সংস্থান ক্ষেত্রেও গতি নিয়ে এসেছেন। কোভিড-১৯ সময়কালে বাড়িতে থাকালীন মানুষের যোগাভ্যাসের জন্য অনলাইন যোগ ক্লাস বিশেষভাবে সাহায্য করেছে
- শুধুমাত্র যোগ প্রশিক্ষকই নয়, কর্ম সংস্থানের নতুন কেন্দ্র হিসেবে যোগ চর্চা সম্পর্কিত পণ্য উৎপাদন শিল্প, যোগ ব্যায়াম প্রতিষ্ঠান ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উত্থান ঘটেছে
- স্ট্যাটিস্টা ওয়েবসাইট অনুসারে গত এক বছরে ১১.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের যোগ চর্চার জন্য ব্যবহৃত মাদুর বিক্রি হয়েছে

অতিমারীর সময়ে যোগ চর্চা শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এবছর আমরা যেভাবে করোনার নতুন ভেরিয়েন্টস-এর সমস্যার মুখোমুখি হয়েছি, তাই ধরে নেওয়া যায়, আগামী যোগ দিবসে রোগ প্রতিরোধের জন্য যোগ চর্চার বার্তার বিশেষ তাৎপর্য থাকবে।

স্বাধীনতার দুই দশকের পরেও ১৯৭০ সালে আয়ুর্বেদ, ইউনানি, সিদ্ধার অনুশীলনকারীরা বিধির মাধ্যমে আইনী সুরক্ষা লাভ করেন। এই প্রথমবার ১৯৯৫ সালে এটির পৃথক দপ্তর গঠন করা হয়। ২০০৩ সালে অটল বিহারী বাজপেয়ী সরকারের আওতায় এর নাম পরিবর্তন করে আয়ুষ রাখা হয়। আয়ুর্বেদ এবং যোগ চর্চার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দানের লক্ষ্যে ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদী সরকার একটি পৃথক আয়ুষ মন্ত্রক গঠন করে। ২০১৪ সালের ২৭ সেপ্টেম্বরে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ সভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যোগ চর্চাকে জনপ্রিয় করে তোলার উদ্যোগ নিয়ে তাঁর ভাষণে এর গুরুত্ব সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরেন। এর পর পরই রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ সভা ২১শে জুন তারিখটিকে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস হিসেবে পালনের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

যোগ বিষয়ক ছবি ও অন্যান্য তথ্য প্রমাণ এবং সিন্ধু সভ্যতার সময়কালীন শিলমোহর থেকে ভারতে যোগ চর্চার প্রমাণ পাওয়া যায়।

যোগ ব্যায়াম ভারতের প্রাচীন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য

বাস্তব অর্থে যোগ ব্যায়াম হল একটি বিজ্ঞান, যেটি আধ্যাত্মিক অধ্যায়নের ওপর নির্ভরশীল। এর মধ্যে মন এবং শীরের সমন্বয় স্থাপন করে। যোগ চর্চা শিল্প এবং বিজ্ঞানের মিলন ক্ষেত্র, যা আমাদের একটি স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের দিকে পরিচালিত করে। সংস্কৃতে ইউজির মূল অর্থ অনুযায়ী যোগ ব্যায়াম শব্দের অর্থ যুক্ত হওয়া অথবা ঐক্যবদ্ধ হওয়া। এটি বলা হয় যে যোগ অনুশীলন আমাদের ব্যক্তিগত চেতনাকে সর্বজনীন চেতনার সঙ্গে যুক্ত করে। যোগের উৎস প্রায় খ্রীষ্টপূর্ব ২৭০০ বছর আগে সিন্ধু-সরস্বতী সভ্যতার সময়কাল হিসেবে ধরা হয়। এমনকি প্রাক বৈদিক যুগেও যোগ অনুশীলন চালু ছিল। মহর্ষি পতঞ্জলি প্রথম উদ্যোগ নিয়ে প্রাচীন অভ্যাসগুলিকে তাঁর যোগ সূত্র গ্রন্থে বিধিবদ্ধ করেন। তাঁকে ঐতিহ্যগত যোগভ্যাসের গুরুও বলা হয়। কারণ এই ক্ষেত্রে তিনি অসামান্য অবদান রেখে গেছেন। তার পরবর্তী সময়ে পণ্ডিতগণ যোগাভ্যাসের তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্বব্যাপী তাঁর পরিচিতি ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে যোগ চর্চার উন্নতি ও সংরক্ষণের লক্ষ্যে আসাধারণ অবদান রেখেছেন। বর্তমান সময়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ যোগ ব্যায়াম থেকে উপকার পাচ্ছেন। সাম্প্রতিক অতীতে বিভিন্ন চিকিৎসা গবেষণায় শরীর ও মনের ওপর যোগ অনুশীলনের

এক নজরে বিগত ছ' বছরের আন্তর্জাতিক যোগ দিবস

২০১৫

২০১৫ সালের ২১শে জুন দিল্লির রাজ পথে এই অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। এই অনুষ্ঠান দুটি গিনেস বিশ্ব রেকর্ডে অন্তর্ভুক্ত হয় - প্রথমত, এক স্থানে একটি যোগ অনুষ্ঠান পর্বে ৩৫,৯৮৫ জন মানুষ অংশ নেন এবং দ্বিতীয়ত, যোগ অনুষ্ঠান পর্বে বেশিরভাগ দেশ (৮৪)-এর জনগণ অংশ নেন

বিষয় ভাবনা - সম্প্রীতি ও শান্তির জন্য যোগ ব্যায়াম

২০১৬

২০১৬ সালের ২১শে জুন চণ্ডীগড়ে এই অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ৩০,০০০ মানুষ এবং ১৫০ দিব্যাঙ্গজন অংশ নেন

বিষয় ভাবনা - যুবদের সংযুক্ত করা

২০১৭

২০১৭ সালের ২১শে জুন লক্ষ্ণৌতে ৫১,০০০ অংশগ্রহণকারীর সঙ্গে এই অনুষ্ঠান উদযাপন করা হয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, জীবন ধারায় এর গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন

বিষয় ভাবনা- স্বাস্থ্যের জন্য যোগ ব্যায়াম

২০১৮

২০১৮ সালের ২১শে জুন, দেরাদুনে ৫০,০০০ অংশগ্রহণকারীকে সঙ্গে নিয়ে এই অনুষ্ঠান উদযাপন করা হয়

বিষয় ভাবনা - শান্তির জন্য যোগ ব্যায়াম

২০১৯

২০১৯ সালের ২১শে জুন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রাঁচিতে অন্যান্য অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে নিয়ে যোগ দিবস উদযাপন করেন

বিষয় ভাবনা- জলবায়ু ক্ষেত্রে কর্মকাণ্ড

২০২০

বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ অতিমারীর কারণে ২০২০ সালের ২১শে জুন, ভার্চুয়াল মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়

বিষয় ভাবনা - স্বাস্থ্যের জন্য যোগ ব্যায়াম - বাড়িতে যোগ চর্চা

উপকারিতার বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে।

যোগ চর্চা বৃদ্ধির প্রভাব সমূহ

স্বাধীনতার পর, জনস্বাস্থ্য পরিষেবার কর্মসূচি সহ যোগ চর্চা ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ রূপে প্রয়াস নেওয়া হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে তার গতি খুব ধীর থাকায় এটি যথাযথ স্থান অর্জন করতে পারেনি। ১৯৭৬ সালে দেশের প্রথম কেন্দ্রীয় যোগ গবেষণা প্রতিষ্ঠান (মোরারজি দেশায় জাতীয় যোগ প্রতিষ্ঠান নামে পরিচিত) প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭৮ সালে যোগ ও ন্যাচারোপ্যাথি ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় গবেষণা পর্ষদ প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০০৩ সালে ভারতীয় ওষুধ ও হোমিওপ্যাথি ব্যবস্থাপনাকে আয়ুষ দপ্তর হিসেবে নতুন নামকরণ করা হয়। কিন্তু প্রকৃত অর্থেই যোগ চর্চার পরিবর্তন যাত্রা শুরু হয় ২০১৪ সালের ৯ নভেম্বর, যখন একটি পৃথক আয়ুষ মন্ত্রক গঠিত হয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০১৪ সালে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ সভায় তাঁর ভাষণে আন্তর্জাতিক মহলে ব্যাপক ভাবে যোগের গুরুত্ব গ্রহণের বিষয়টি উল্লেখ করেন, যা এটিকে বিশ্বব্যাপী প্রসারে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে। ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে যোগ ও ন্যাচারোপ্যাথি উন্নয়ন ও প্রচারের জন্য জাতীয় পর্ষদ (এনবিপিডিওয়াইএন) গঠিত হয়। নাগরিকদের গুণগতমানের যোগ প্রশিক্ষণের সুবিধার জন্য এটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই উদ্দেশে এআইআইএমস এবং আইআইটি থেকে পেশাদারদের যুক্ত করা হয়। আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের জন্য বিশ্বস্তরে ভারত একাধিক গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। যুব ও প্রবীণ নাগরিকেরা যাতে ৪৫ মিনিটের কর্মসূচিতে কোনোরকম সমস্যা ছাড়াই অংশ নিতে পারেন তার জন্য নোডাল মন্ত্রক হিসেবে আয়ুষ যোগ চর্চার একটি সাধারণ নির্দেশিকা জারি করেছে।

পরীক্ষামূলক প্রকল্পের আওতায় পুণেতে আশা কর্মীদের যোগ চর্চার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে, যাতে তারা গ্রামীণ এলাকায় এবিষয়ে প্রচার চালাতে পারেন। যোগাসন দেশে প্রতিযোগীমূলক খেলাধুলা হয়ে উঠেছে, আয়ুষ ও ক্রীড়া মন্ত্রক এখন যোগাসনকে বিশ্বমানের প্রতিযোগীমূলক খেলা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যোগ চর্চা এখন 'ফিট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট'এর

যোগ দিবসের লোগোর তাৎপর্য

- লোগোতে উভয় হাত ভাঁজ করা প্রতীকী যোগ চর্চা দেখানো হয়েছে, যা সর্বজনীন চেতনার সঙ্গে প্রত্যেক ব্যক্তির একক চেতনা প্রতিফলিত হয়েছে
- এমনকি এটি শরীর ও মন, মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে নিখুঁত সম্প্রীতির প্রতীক তুলে ধরেছে; স্বাস্থ্য এবং সুস্বাস্থ্যের সামগ্রিক পদক্ষেপও রয়েছে
- বাদামী পাতা পৃথিবীর অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে দেখানো হয়েছে। সবুজ পাতাকে প্রকৃতিক প্রতীক, নীল আগুনের শিখাকে সূর্যের প্রতীক হিসেবে দেখানো হয়েছে যা শক্তি ও অনুপ্রেরণার উৎস
- লোগোটিতে মানবতার জন্য সম্প্রীতি ও শান্তি প্রতিফলিত হয়েছে, যা যোগ চর্চারই সারমর্ম

ভবিষ্যতে যোগ চর্চা আরও বেশি জনপ্রিয় হবে

যোগ প্রশিক্ষকদের বিশ্ব শান্তির দূত হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। আয়ুষ মন্ত্রক সময়ে সময়ে এই বিষয়ে আন্তর্জাতিক সম্মেলন ও প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে। বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিদেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠাগুলির সঙ্গে সমঝোতা পত্রও স্বাক্ষরিত করা হয়েছে

যোগ প্রশিক্ষণ

দৈনিক ৩০ থেকে ৪৫ মিনিট যোগাভ্যাসের প্রস্তুতি অনুশীলন করলে একজন ব্যক্তি তাঁর যে কোনো জীবনযাত্রা সম্পর্কিত সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে পারেন। এখন যোগাভ্যাসকে গ্রামীণ স্তরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, যেখানে কমপক্ষে অন্তত একজন ব্যক্তি আগামী তিন বছরের জন্য একটি করে পরিবারকে যোগ অনুশীলনে উদ্বুদ্ধ করবেন। সেই মত যোগাভ্যাস প্রতিটি বাড়ি ও গ্রামে পৌঁছে যাবে এবং পরিবারের কার্যকলাপের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠবে

যোগ শিক্ষা

যোগ শিক্ষার অনেক ব্যাপ্তি রয়েছে। যোগ প্রশিক্ষণদাতা বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, ক্রীড়া উৎসব, কর্মক্ষেত্র, কর্পোরেট ক্ষেত্র, সশস্ত্র বাহিনী, পুলিশ কর্মী, চিকিৎসা পেশাদার, নার্সিং কর্মী, আমলা এবং সরকারি কর্মীর মত বিভিন্ন স্তরে সব জায়গায় সুস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে উন্নতিসাধণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো রোগের চিকিৎসায় যোগাভ্যাস সহায়তা করতে পারে। এর বিশ্বব্যাপী গ্রহণযোগ্যতা, জীবনযাত্রার সমস্যা নিয়ে জর্জরিত রোগীদের পুনর্বাসন, অ-সংক্রামক রোগের সমস্যা এবং ক্যান্সার, হৃদ রোগ, স্ট্রোক ইত্যাদির মত নতুন ধরণের রোগের চিকিৎসা ক্ষেত্রে নিজে থেকেই যোগ চর্চার কার্যকরিতা প্রতিফলিত হয়েছে। তাই বৃহৎ সংখ্যায় যোগ প্রশিক্ষক, চিকিৎসক এবং পরামর্শদাতা প্রয়োজন

যোগ ব্যবস্থাপনা

কারণ যোগাভ্যাসের এই নীতি এবং অনুশীলন, একজন ব্যক্তির জীবন পরিচালনায় সাহায্য করে থাকে। তাই সাধারণ মানুষের জীবনে আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসে।

অংশ হয়ে উঠেছে। ২০২১-এ যোগাভ্যাস ৩০টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে স্বীকৃত খেলার মর্যাদা পেয়েছে এবং লক্ষ লক্ষ মানুষের জন্য এটি একটি বিশেষ সুযোগ। যোগ শিক্ষা বর্তমান সময়ে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। দেশের শিক্ষার্থীদের মধ্যে যোগাভ্যাসের উৎসাহ দানের লক্ষ্যে এনসিইআরটি আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের আওতায় যোগ চর্চায় ১ থেকে ১০ গ্রেডের পাঠ্যসূচী যুক্ত করেছে, ১২,৫০০ আয়ুষ স্বাস্থ্য ও কল্যাণ কেন্দ্রে। যোগ প্রশিক্ষণে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

চিত্র পরিবর্তনের জন্য ৮টি পদক্ষেপ

২০১৪ সালে যোগাভ্যাস স্বীকৃতি লাভ করেছে। তাই সামনের দিকে এগিয়ে যেতে ৮টি পদক্ষেপের রূপ রেখা তৈরি করা হয়েছে। এই পরিকাঠামো সহ সারা বিশ্বে যোগাভ্যাসের প্রচারের বিষয়ে পরিকল্পনা করা হয়েছে। আয়ুষ মন্ত্রক এই লক্ষ্যে প্রতি নিয়ত কাজ করে চলেছে

যোগ গবেষণা

মৌলিক, আক্ষরিক, দার্শনিক, চিকিৎসা এবং বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে একাধিক সুযোগ সুবিধা রয়েছে। গত দশকে ১০,০০০-এরও বেশি গবেষণা পত্র খ্যাতমানা জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে, যা যোগাভ্যাস ক্ষেত্রে গবেষণার সুযোগের দিকটি প্রতিফলিত করে

যোগ বিপণন

গবেষণা থেকে জানা গেছে যে যোগাভ্যাস খেলাধুলা, কথাবলা, কাজকরা, সাধনা, সুস্থতা, সৌন্দর্যতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। যোগের মাধ্যমে একজন আরও দক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারে

শিল্প হিসেবে যোগ

যোগ ব্যায়ামের ক্রমবর্ধমান চাহিদার কারণে যোগের জন্য ব্যবহৃত পোশাক, মাদুর, যোগ সরঞ্জাম ইত্যাদির চাহিদাও বেড়েছে। গত ৫-৬ বছরে একটি বড় শিল্প হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে

মহিলাদের জন্য যোগাভ্যাস

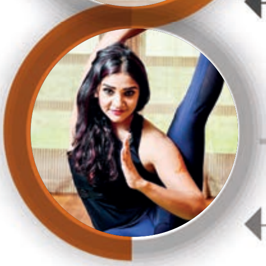

মহিলারা ঋতুচক্র, গর্ভাবস্থা, মেনোপজ ইত্যাদির মতো অনেক ধাপ অতিক্রম করেন। যোগাভ্যাস চাপ হতাশা, উদ্বেগ এবং হরমোনের ভারসাম্যহীনতার মত সমস্যার সমাধান হিসেবে উঠে এসেছে। এই ক্ষেত্রে প্রশিক্ষকের জন্য বিশাল চাহিদা হয়েছে

যোগাভ্যাসের মাধ্যমে শরীরে অক্সিজেনের মাত্রা বৃদ্ধি

ছবির মাধ্যমে এই সহজ কৌশলটি শিখুন, এতে শরীরে অক্সিজেনের মাত্রা বৃদ্ধি পেতে পারে। উদ্বেগ এবং চাপ নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে প্রভাব ফেলে। চাপ বোধ করার সময় শান্তভাবে 'জ্ঞান ভঙ্গি'-তে বসে হাত তুলে দীর্ঘ নিঃশ্বাস নিন এবং ধীরে ধীরে 'ওম' জপ করুন। এতে ফুসফুস ও মন দক্ষতার সঙ্গে কাজ করতে সায় দেবে। অন্য আরেকটি উপায় হল ভূমিতে শোয়ার ভঙ্গিতে হাত ও পা ৯০ ডিগ্রি অবস্থায়

যোগাভ্যাসের মাধ্যমে সুস্থ শরীর

তিনটি যোগ সূত্র একাধিক যোগাসনকে উল্লেখ করেছে। মৌলিকভাবে হঠ যোগ হল একটি প্রস্তুতি প্রক্রিয়া, এতে শরীরে কর্মদ্যোমের শক্তি বৃদ্ধি পায়। এই প্রক্রিয়াটি শরীর দিয়ে শুরু হয় এবং তারপর তার কর্মকাণ্ড শ্বাসপ্রশ্বাস, মন ও অন্তরের পরিবর্তন নিয়ে আসে

বলাসন (শিশু ভঙ্গি)

সতর্কতা

কোমরে যন্ত্রনা অথবা হাঁটুর অস্ত্রপচার হয়েছে এমন ব্যক্তি কখনই এই অনুশীলন করবেন না। গর্ভবতী মহিলাদের এই অনুশীলন করা উচিত নয়। ডায়েরিয়ায় ভুগছেন অথবা সম্প্রতি এর থেকে সুস্থ হয়েছেন তাদেরও এই আসন অনুশীলন করা উচিত নয়

উপকার

- কোমরে খুব আরাম দেয়
- কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে মুক্তি দেয়
- স্নায়ুতন্ত্রকে শান্ত করে

কিভাবে করবেন

- হাঁটু ভাঁজ করে মাটিতে রেখে পায়ের পাতা একসঙ্গে জড়ো করুন
- পায়ের তালুর ওপর আপনার উরু রাখুন
- নিঃশ্বাস ছাড়ুন এবং আপনার হাঁটুর মাঝখানে নীচু করে মাথা রাখুন
- কাঁধ শিথিল করুন এবং বাহু প্রসারিত করে মাথানত অবস্থায় পায়ের পাতায় হাত রাখুন। যতক্ষণ সম্ভব ততক্ষণ বিশ্রাম ভঙ্গিতে এই অবস্থায় থাকুন

বজ্রাসন

উপকার

- এই ভঙ্গিতে কাঁধ, ঘাড় ও মাথার যন্ত্রণা থেকে আরাম হয়।
- হজমে সাহায্য করে
- শরীরে রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি করে এবং মনে শান্তি নিয়ে আসে

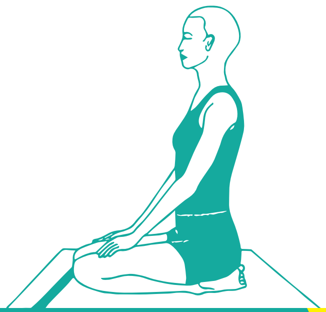

কিভাবে করবেন

- পা দুটি ভাঁজ ও জড়ো করে বসুন, শরীরের পাশে হাত দুটি রাখুন, পায়ের পাতা মাটিতে ঠেকিয়ে রাখুন, আঙুলগুলি সামনের দিকে প্রসারিত করুন
- ডান পা হাঁটু পর্যন্ত মুড়িয়ে ডান নিতম্বের নীচে পা রাখুন
- একইভাবে বাঁ পাও হাঁটু পর্যন্ত মুড়িয়ে বাম নিতম্বের নীচে পা রাখুন
- উভয় গোড়ালি এমনভাবে রাখুন যাতে পায়ের বুড়ো আঙুল একে অপরের সঙ্গে ঠেকে থাকে। গোড়ালির মাঝখানের জায়গায় নিতম্ব রাখুন।

পদ্মাসন

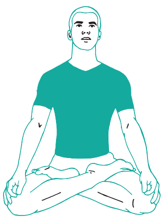

মানসিক চাপ কমাতে এই যোগাসন করা হয়। প্রথমত এই আসন করতে গেলে একজনের মনঃসংযোগের প্রয়োজন। এই আসন শরীর এবং মনে শান্তির অনুভূতি নিয়ে আসে

কিভাবে করবেন

- প্রথমে বাঁ পা রাখুন ডান উরুর ওপর, তার পর ডান পা রাখুন বাম উরুর ওপর
- সোজা হয়ে বসুন
- চোখ দুটি বন্ধ করুন এবং শ্বাস প্রশ্বাসের ওপর জোর দিন

কপালভাতি

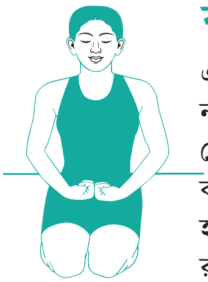

এই আসন সামনের শ্বাস প্রশ্বাস নালী পরিশুদ্ধ করে কাশির মতো রোগ সারিয়ে তুলতে সাহায্য করে। একই সঙ্গে স্নায়ুতন্ত্র এবং হজম শক্তি বৃদ্ধি ও ভারসাম্য রক্ষায় সাহায্য করে

কিভাবে করবেন

- যে কোনোরকম ধ্যানমগ্ন ভঙ্গিতে বসুন। চোখ বন্ধ করুন এবং শরীরটিকে শিথিল করুন। নাক দিয়ে জোড়ে নিশ্বাস টেনে বুক পর্যন্ত প্রসারিত করুন। এর পর জোরে নিঃশ্বাস ছাড়ুন এবং শরীর আলগা করুন। করোনা রোগীদের শ্বাসকষ্ট থাকলে কখনই নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের ওপর চাপ দওয়া উচিত নয়

করোনার সময় যোগাভ্যাস অত্যন্ত সহায়ক

কোভিড-১৯ অতিমারীর সময় যোগের গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। সংক্রমণ রোধের জন্য শক্তিশালী রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে একাধিক যোগাসন রয়েছে। সেগুলি সুস্থ শরীর গঠনে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে প্রমাণিত হতে পারে

নৌকাসন (নৌকার ভঙ্গি)

কিভাবে করবেন

- দু পা সামনের দিকে প্রসারিত করে পেছনের দিকে শুয়ে শরীরের দুপাশে বাহু প্রসারিত করতে হবে
- দীর্ঘ শ্বাস নিন, শ্বাস ছাড়ার সময় বুক ওপরের দিকে তুলতে হবে ও মাটি থেকে পা তুলে হাত পায়ের দিকে প্রসারিত করতে হবে
- এই ভঙ্গিমা বজায় রাখার সময় শ্বাস ধরে রাখতে হবে ও ধীরে ধীরে শ্বাস ছাড়তে হবে, তার পর আস্তে আস্তে মাটিতে পা নামিয়ে রেখে শরীর শিথিল করতে হবে

সমকোণাসন

উপকার

- সমকোণাসন বহু ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যের উপকার করে। এতে শরীরে শক্তি বৃদ্ধি করে
- এই আসন করার সময় যখন শরীর প্রসারিত হয় তখন পেশির যন্ত্রণা ধীরে ধীরে হ্রাস পায় এবং শরীরে রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি করে ও শরীরকে নমনীয় করে তোলে
- পশ্চাৎ অংশ ও কুঁচকির নরম জায়গায় খুব উপকার হয়

মার্জারিসন (বিড়াল ভঙ্গি)

উপকার

- শিড়দাঁড়ায় আরাম দেয়
- হজম শক্তি বাড়ায়
- পেটে চর্বি কমাতে সাহায্য করে
- রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি ঘটায়

- এই আসন করার সময় বিড়ালের ভঙ্গিতে বসতে হবে। মেঝেতে সামনের দিকে হাত দুটো বাড়িয়ে রাখতে হবে
- হাতের ওপর ভর দিয়ে বাঁ দিকের পশ্চাদ অংশ কিছুটা উঁচু করতে হবে। উরু সোজা করে ওপরের দিকে রাখতে হবে এবং হাঁটু থাকবে ৯০ ডিগ্রি কোণে থেকবে
- এই ভঙ্গিমায় বুক মেঝের সমান্তরালভাবে রাখতে হবে এবং বিড়ালের মত দেখতে লাগবে। দীর্ঘ শ্বাস নিয়ে মাথা পেছনের দিকে সামান্য কাত করে নাভিকুণ্ডে চাপ দিতে হবে

হস্ত উত্তানাসন

শক্তির মাত্রা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। হজম শক্তি বাড়ায়। শরীরকে নমনীয় করে তোলে

কিভাবে করবেন

- দাঁড়ান এবং মাথার ওপরে হাত তুলুন। হাত দুটি সোজা রাখুন এর পর ধীরে ধীরে হাত দুটি পেছনের দিকে হেলিয়ে দিন ও কোমর কাত করে ক্রমশ পেছনের দিকে হেলে যান

ভ্রমরী প্রাণায়ম

এটি চাপ থেকে মুক্তি দেয় এবং উদ্বেগ, ক্রোধ ও উচ্চ রক্তচাপের মতো সমস্যা দূরীকরণে সাহায্য করে। গুণ গুণ শব্দের অনুরণন তৈরিতে মন এবং স্নায়ুতন্ত্রের ওপর ধীরে ধীরে প্রভাব ফেলে।

কিভাবে করবেন

- যে কোনোরকম ধ্যানমগ্ন অবস্থায় বসে চোখ দুটি বন্ধ রাখুন
- নাকের মাধ্যমে দীর্ঘশ্বাস নিন
- তর্জনি দিয়ে চোখ বন্ধ রাখুন, কনিষ্ঠ এবং মধ্যমা আঙুল দিয়ে মুখ বন্ধ করুন ও বুড়ো আঙুল দিয়ে কান বন্ধ রাখুন। নিয়ন্ত্রিতভাবে ধীরে ধীরে শ্বাস নিন এবং 'ওম' জপ করুন

যোগাভ্যাস এখন একটি জীবনশৈলী

- যোগাভ্যাসের প্রতিটি প্রণালী যা আমরা অনুশীলন করি তা মূলত এক বা একাধিক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। যদিও ভিন্ন দর্শন, ঐতিহ্য, বংশ এবং যোগের গুরু-শিষ্য পরম্পরা বিভিন্ন ঐতিহ্যগত বিদ্যালয় স্থাপনে নেতৃত্ব দিয়েছে
- জন যোগ, ভক্তি যোগ, কর্ম যোগ, পতঞ্জলি যোগ, হঠ যোগ, কুণ্ডলিনী যোগ, ধ্যান যোগ, মন্ত্র যোগ, লয় যোগ, রাজা যোগ, জৈন যোগ, বুদ্ধ যোগ ইত্যাদি

কিছু প্রচলিত যোগ অনুশীলন করা হয় :

- ইয়াম
- নিয়াম
- আসন
- প্রাণায়ম
- প্রত্যাহার
- ধর্ণা
- ধ্যান
- সমাধি
- বান্ধ
- মুদ্রা
- সাতকর্ম
- যুক্তাহার
- মন্ত্র-যপ
- যুক্ত-কর্ম

যোগ অনুশীলনের জন্য নির্দেশিকা

যোগ অনুশীলন করার সময় যোগ ব্যায়ামকারীর এই নির্দেশিকা অনুসরণ করা উচিত। সুস্থ শরীর ও মন নিয়ে শান্ত নিরিবিলি পরিবেশে যোগাভ্যাস করা উচিত

যোগাভ্যাস খালি পেটে অথবা হাল্কা খাবার খেয়ে করা উচিত। যদি কেউ দুর্বলতা অনুভব করেন, তাহলে হালকা গরম জলের সঙ্গে অল্প পরিমাণে মধু খেতে পারেন

শরীরের সহজভাবে চলাচলের সুবিধার্থে হাল্কা ও আরামদায়ক সুতির কাপড় ব্যবহার করা উচিত

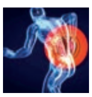
যদি দীর্ঘস্থায়ী রোগ/হৃদয়ের সমস্যা/ব্যাথা বেদনা থাকে তাহলে যোগ অনুশীলন করার পূর্বে অবশ্যই চিকিৎসক অথবা যোগা চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করা উচিত

অনুশীলন পর্ব অবশ্যই প্রার্থনা অথবা আবাহন-এর মধ্যে দিয়ে শুরু করা উচিত, এতে অনুশীলনের অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়, মনে প্রশান্তি যোগায়

শরীর এবং নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে সচেতনতার সঙ্গে ধীরে ধীরে স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে যোগাভ্যাস করা উচিত। কখনই শরীর শক্ত করে বেঁধে রাখা উচিত নয় অথবা কোনো সময়ে শরীরে ঝাঁকুনির প্রয়োজন নেই। একজনের ক্ষমতা অনুযায়ী অনুশীলন করা উচিত

ধ্যান/গভীর নীরবতা/সঙ্কল্প শান্তি পাঠ-এর সঙ্গে যোগ পর্ব শেষ করা উচিত

অনুশীলনের ২০-৩০ মিনিট পর স্নান করা উচিত। এমন কি অনুশীলন শেষের ২০-৩০ মিনিট বাদে খাবার খাওয়া উচিত

প্রধানমন্ত্রীর যোগসূত্র

- যোগ যে কোনো বিতর্ককে দূরে সরিয়ে রাখে। ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে যোগ কোনো বৈষম্য করে না
- যোগ আরো অনেকের সঙ্গে যুক্ত হতে সাহায্য করে। তাই যোগের অর্থই হল সামাজিক ঐক্য গড়ে তোলা
- যোগ কর্মসংস্থান ও অর্থনীতিরও সুযোগ তৈরি করে
- প্রশিক্ষিত যোগ প্রশিক্ষকের সংখ্যা বাড়িয়ে তোলার প্রয়োজন আছে
- বাণিজ্য ও উন্নয়নে বিলিয়ন বা ট্রিলিয়ন অর্থনীতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও যোগ সাহায্য করে
- ভারত ও আন্তর্জাতিক স্তরে যোগ প্রসারের চেষ্টাটি আজ সকলের কাছে সম্মানিত

যোগ শপথ !

আমি শপথ করছি যে, সকল সময় আমি একটি মানসিক ভারসাম্য বজায় রেখে চলবো। এটি সেই অবস্থা, যা আমার আত্মোন্নতিকে সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছে দেওয়ার উৎকৃষ্ট সম্ভাবনা তৈরি করবে। আমি শপথ করছি যে শান্তি, সংহতি ও সুস্থতার জন্য আমি আমার পরিবার, কর্মক্ষেত্র, সমাজ এবং বিশ্বে আমার প্রয়োজনীয় কর্তব্য পালন করবো।

কোভিড – ১৯ সময়কালে যোগের গুরুত্ব বেড়েছে

কোভিড – ১৯ মহামারির সময়কালে যোগের প্রয়োজনীয়তা যে কতখানি উল্লেখযোগ্য তা চিহ্নিত করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, বিগত বছরগুলিতে যোগ অনুশীলন শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়েছে। তাই দিনে একবার অন্তত প্রাণায়াম অবশ্যই করুন। প্রাণায়াম বা শ্বাস প্রশ্বাস নেওয়া ও ছাড়ার প্রক্রিয়া অনুশীলন আমাদের শ্বাসতন্ত্রকে শক্তিশালী করে। বর্তমান সময়ে এটি আরো প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। কারণ করোনা ভাইরাস আমাদের শ্বাসতন্ত্রকে মারাত্মকভাবে ক্ষতি করে। কোভিড – ১৯ সংক্রমণের সময় যোগাভ্যাস পারিবারিক বন্ধনকেও শক্তিশালী করেছে। ঘরে থাকার বাধ্যবাধকতার মধ্যে একটি নতুন ইতিবাচক মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছে।

গবেষণায় প্রকাশিত যে, কোভিড – ১৯ মোকাবিলায় যোগ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বিশেষ করে লকডাউন পর্বে মানসিক চাপ কমানোর ক্ষেত্রে সেকথা অবশ্যই বলতে হয়। শুধু তাই নয়, চিকিৎসা বিজ্ঞানও সুস্থ, সবল জীবনের জন্য যোগের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে। দিল্লি আইআইটি এই বিষয়টির উপর একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছে। অল ইন্ডিয়া মেডিকেল সায়েন্স – এইমস ঋষিকেশে একটি পরীক্ষা চালিয়ে দেখেছে। যৌগিক প্রাণায়াম ও গভীর শ্বাস – প্রশ্বাস অনুশীলনের ফলে দৃষ্টিশক্তি লোপ পেয়েছে (গ্লুকোমা আক্রান্ত) এমন রোগীদের সুস্থতা ২০ শতাংশ বেশি দ্রুত হয়। বিশ্বব্যাপী যোগ বিষয়ক নিবিড় গবেষণায় উঠে এসেছে এই তথ্য যে, মনোরোগে বা জীবন চর্চার বিশৃঙ্খলা সারাতে যোগ অপ্রতিরোধ্য। যোগ চর্চায় পিঠের পুরোনো ব্যথা ও বিভিন্ন অবসাদের সমস্যা দূর হয়।

রাখা। ৫ থেকে ৭ মিনিট এইভাবে রাখতে হবে। অন্য আরেকটি আসন যেমন ভুজঙ্গাসন শরীরে চাপ কমাতে খুব সহায়ক হতে পারে। যোগাভ্যাস করোনা থেকে রক্ষায় অত্যন্ত সহায়ক হতে পারে। নিয়মিত যোগ অনুশীলনের মাধ্যমে শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক গবেষণায় এটি প্রমাণিত হয়েছে শরীরে প্রতিটি কোষকে স্বাস্থ্যকর ও শক্তিশালী করে তোলে যোগাভ্যাস।

যোগাভ্যাস আমাদের বসুধৈব কুটুম্বকম-এর (সর্বজনীন সৌভ্রাতৃত্ব) প্রাচীন দর্শনের লক্ষ্য পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। ■

আগের চেয়ে এখন আরো বেশি মানুষ যোগের প্রতি আকৃষ্ঠ হচ্ছেন ?

ড. এইচ আর নগেন্দ্র

ড. এইচ আর নগেন্দ্র ভারতের ব্যাঙ্গালুরুর এস-ভ্যাস বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, যিনি পদ্মশ্রী পেয়েছেন। ২০১৫ সালে আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের যে কর্মসূচী শুরু হয়েছিল এবং তাতে তিনি নেতৃত্ব দেন।

বর্তমানে কম পরিশ্রম সম্পন্ন জীবনযাত্রায় ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে যোগ হল একটি সহজ, সফল এবং বিনামূল্যে সুরক্ষিত উপায়। তাছাড়া বৈজ্ঞানিকভাবেও একথা প্রমাণিত যে যোগ অনুশীলনে শরীরের প্রভূত উন্নতি হয়। যেমন, নির্মেদ, পেশীবহুল শরীর গঠন, শ্বাস - প্রশ্বাসের শক্তি বাড়ানো ও হৃদযন্ত্রের সক্ষমতা বৃদ্ধি, বিভিন্ন নেশা থেকে মুক্তি, চাপ কমানো, উদ্বেগ বা মানসিক চাপ, দীর্ঘ ব্যাথা বেদনা, রাতে ঘুম না আসার সমস্যা, এমন সব কিছুকে সরিয়ে সামগ্রিকভাবে একটি সুস্থ সবল হয়ে ওঠার উপায় হল যোগ। শারীরিক বিভিন্ন জটিল রোগ নিরাময়ে যোগ অভ্যাস যে একটি উৎকৃষ্ট উপায়, সে সম্পর্কে সারা বিশ্ব আজ উপলব্ধি করছে। তাই যোগের উৎপত্তিস্থল এই ভারতবর্ষের গন্ডি ছাড়িয়ে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে যোগ। ন্যাশনাল সেন্টার ফর কমপ্লিমেন্টারি অ্যান্ড ইন্ট্রিগ্রেটেড হেল্থ (এনসিসিআইএইচ) -এর রিপোর্ট অনুসারে যোগ থেরাপি ১ কোটি ৩০ লক্ষ বয়স্ক মানুষের সুস্থতা ও রোগ মুক্তির জনপ্রিয় মাধ্যম মনে করে।

রাষ্ট্রসংঘের ৬৯তম সাধারণ সভায় ২০১৪ সালের ১১ই ডিসেম্বর যোগ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করে। সেই বছর থেকেই ২১শে জুন দিনটি আন্তর্জাতিক যোগ দিবস হিসেবে পালন করা শুরু হয়েছে। যার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য হল যোগাভ্যাসের গুরুত্ব সম্পর্কে বিশ্বব্যাপী সচেতনতা বৃদ্ধি করা। আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের স্বীকৃতি ভারতের শক্তি বৃদ্ধির পাশাপাশি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি সম্মান (সফ্ট পাওয়ার) এবং স্বীকৃতি। যদিও আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের ঘোষণার আগে থেকেই প্রতি বছর যোগ দিবস পালন অনুষ্ঠানে হাজার হাজার মানুষের অংশগ্রহণ চোখে পড়ে। বর্তমানে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ক্রমবর্ধমান যা যোগের বাড়তে থাকা জনপ্রিয়তার প্রমাণ। এই বার্ষিক অনুষ্ঠানকে ঘিরে বিভিন্ন বিজ্ঞান ভিত্তিক আলোচনা সভা, সেমিনার, কনফারেন্স আয়োজিত হয়। যেগুলি যোগের তাৎপর্যপূর্ণ অবদানকেই তুলে ধরে।

আন্তর্জাতিক যোগ দিবস -এর দ্বিতীয় বার্ষিক অনুষ্ঠানে ভাষণ দেওয়ার সময় প্রধানমন্ত্রী, যোগ প্রতিষ্ঠানগুলিকে যোগের মাধ্যমে ডায়াবেটিস বা মধুমেহ নিরাময়ে কাজে লাগানোর জন্য উদ্যোগী হতে বলেন। যেটি আঞ্চলিক প্রশাসনগুলিকে সুন্দর জীবনের জন্য যোগাভ্যাসের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ক কর্মসূচী গ্রহণে উদ্যোগী করেছে। যার মধ্য দিয়ে জাতীয় স্তরে 'মধুমেহ নিয়ন্ত্রণে ভারত অভিযান' নামে একটি দেশব্যাপী পরিকল্পনা রূপায়ণ বাস্তবায়িত হয়েছে। এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য ভারতে বাড়তে থাকা মধুমেহ রোগ মোকাবিলায় যোগাভ্যাস যুক্ত জীবনশৈলী গড়ে তোলা। প্রায় চার হাজার মানুষের উপর পরীক্ষামূলকভাবে যোগাভ্যাস করিয়ে দেখা গেছে, তিন মাসে তাদের মধ্যে ৬৪ শতাংশ মানুষ মধুমেহ বিপদমুক্ত হয়েছেন। ঐ বছরেই জাতীয় স্তরে সার্ভে করে দেখা যায়, দেশের জনসংখ্যার ৯৯.৬ শতাংশ মানুষ যোগাভ্যাসকে একটি উপযোগী জীবনশৈলীতে পরিণত করেছেন। যোগ সম্পর্কে এই ইতিবাচক ক্রমবর্ধমান ধ্যান - ধারণা ও সচেতনতার সঙ্গে

আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের একটি সম্পর্ক রয়েছে তা বলা যায়।

যোগ বিষয়ে একটি দীর্ঘ সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে, যোগাভ্যাসের ইতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে মানুষের ধারণা বদলেছে। ভারতীয় নাগরিকদের এই সচেতনতা আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিশ্বজনীন হয়ে উঠেছে। যোগ চর্চা প্রসঙ্গে একটি বিস্তৃত সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে, যোগ চর্চা বিষয়টি মানুষের প্রেরণাদায়ক বিষয় হয়ে উঠেছে। কারণ সাধারণভাবে ভালো থাকার জন্য, স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে বা শরীর সচল ও স্বাভাবিক রাখতে রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বাড়াতে এবং আগ্রহ তৈরি করার ক্ষেত্রে যোগ গুরুত্বপূর্ণ। বিজ্ঞান পত্রিকাগুলির দিকে তাকালে দেখা যায় যে, ২০১৫র পর থেকে পশ্চিমী দেশগুলিতেও যোগের জনপ্রিয়তা অতিদ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে, বিশেষ করে আমেরিকা, জার্মানি, অস্ট্রেলিয়া এবং ব্রিটেনে। আমরা এক্ষেত্রে বিশেষ কিছু গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ তুলে ধরতে পারি, যা একথারই প্রমাণ। বলা হয় যুবকরাই হল ভবিষ্যৎ বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক। ২০১৮ সালে আন্তর্জাতিক মর্যাদা সম্পন্ন জার্ণাল ল্যান্সেট -এ উল্লেখ করা হয়েছে যে যুবকদের শিক্ষার ক্ষেত্রেও যোগ চর্চা সম্ভাব্য হিতকর। ২০১৯এ আমেরিকায় গোঠে ও তার সহকর্মীরা বলেন, যোগ সে দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় পরিপূরক স্বাস্থ্য পদ্ধতি বলে আমেরিকার বয়স্ক মানুষরা মনে করেন। আমেরিকায় ২০১২ সালে সে দেশের জাতীয় স্বাস্থ্য বিষয়ক এক সার্ভেতে এই বিষয়টি সামনে আসে যে, সে দেশের ১৩.২ শতাংশ বা ৩ কোটি ১০ লক্ষ মানুষ যোগাভ্যাসকে সুস্বাস্থ্য লাভ করার উপায় বলে মনে করেন। গত বছর ২০২০তে ব্রিটেনে ২৪৩৪ জন ব্যক্তির উপরে করা একটি সার্ভেতে প্রাপ্ত রিপোর্টেও একই তথ্য উঠে এসেছে। এই সব ক্ষেত্রে নাগরিকরা মনে করছেন যে, ভবিষ্যৎ স্বাস্থ্য সমস্যার মোকাবিলায় ও খরচ সাপেক্ষ চিকিৎসার হাত থেকে বাঁচতে যোগ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। ২০১৮ সালে জার্মানির একটি রিপোর্টে ড.হোলগার ক্রেমার জানিয়েচেন যে, সে দেশে যোগ থেরাপির ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল চলছে। ক্রেমার, জার্মানির স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে কিছু চিকিৎসা পদ্ধতির সঙ্গে যোগ চিকিৎসা বিকল্প সহায়ক হতে পারে বলে সম্ভবনার কথা জানান। ২০১৭য় অস্ট্রেলিয় মহিলাদের ওপর একটি বৃহৎ সার্ভে করা হয়। যেখানে দেখা গেছে যোগ ও ধ্যান অনুশীলন করেন এমন অস্ট্রেলিয় মহিলাদের শরীর, স্বাস্থ্য অন্যদের তুলনায় ভালো রয়েছে (নিরামিশাষী বা ভেগান খাদ্যাভ্যাসে যুক্তদের শারীরিক সক্ষমতা ও জীবনযাত্রা অনেক উৎকৃষ্ট)।

আন্তর্জাতিক যোগ দিবস প্রসঙ্গে আবারও একটি কথা বলি মানসিক সমস্যা সংক্রান্ত বিষয়ে যোগ খুবই উপযোগী। ভারত, ব্রিটেন, নাইজেরিয়া, ইতালি, ব্রাজিল, তুরস্ক, নিউজিল্যান্ড এই সকল দেশের একদল বিজ্ঞানী কোভিড – ১৯ অতিমারির সময় মানসিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ে যোগ অভ্যাসের সম্ভবনাময় গুরুত্বের বিষয়টিকে সমর্থন করেছে। ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, সানদিয়াগোর ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া, চোপড়া লাইব্রেরিস ফর ইন্ট্রিগ্রেডেট স্টাডিজ এবং হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণ করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে, সার্স - কোভ – ২ সংক্রমণ প্রতিরোধ ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু ধ্যান, যোগাসন ও প্রাণায়াম অনুশীলন খুবই কার্যকরী হতে পারে। কোভিড – ১৯ অতিমারি সংক্রমণ রুখতে লকডাউনের সময় যোগাভ্যাসের যে সুফল পাওয়া গেছে, তার প্রমাণ রয়েছে একাধিক বিজ্ঞান পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্টে। ভারতীয় লেখক পুজা এস ও তার সহকর্মীরা উল্লেখ করেছেন যে, যোগ একটি প্রভাব সৃষ্টিকারী আত্মপরিচালনার কৌশল যা, মানসিক চাপ, উদ্বেগ ও হতাশা কাটিয়ে কোভিড – ১৯ লকডাউন পর্বে তাদের সুস্থ ও স্বাভাবিক ছন্দে রেখেছে।

সবশেষে আমরা পাঠকদের এব্যাপারে মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই ২০২০র আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালন অনুষ্ঠানটি সামনে এনে। যখন কোভিড – ১৯ মহামারির কারণে বিশ্বজুড়ে লকডাউন চলছে, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার কড়া নিয়ম জারি হয়েছে। যোগ অনুশীলন কেন্দ্রগুলি ও অন্যান্য সাম্প্রদায়িক স্থান সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল, তা সত্ত্বেও ষষ্ঠ বার্ষিক আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের উদযাপন অনুষ্ঠান অনলাইনেও সফলভাবেই অনুষ্ঠিত হয়েছে। ■

যোগ আসন (মুদ্রা) এবং প্রাণায়াম (শ্বাস – প্রশ্বাস) শ্বসনতন্ত্রের অনুশীলন, সার্স – কোভ – ২ সংক্রমণ ও চিকিৎসায় এক কার্যকরী সংযোজন

আমার শহর, আমার স্বপ্ন

“যখন শহর বদলায়, তখন দেশও বদলায়।” ২০১৬র ২৫শে জুন মহারাষ্ট্রের পুণেতে দ্য স্মার্ট সিটি মিশন প্রকল্পের সূচনা হয়েছিল। যার লক্ষ্য ছিল শহরে বসবাসকারীদের সর্বোচ্চ স্তরে পরিষেবা এবং স্বাচ্ছন্দ্য পৌঁছে দেওয়া

রাঁচির ধুরবাতে ৬৫৬ একর জমিতে দ্রুত গতিতে কাজ চলছে। রাস্তা, পানীয় জল, বিদ্যুৎ, নিকাশী, সাইকেল লেন, ফুটপাত প্রভৃতির কাজ এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে। গুজরাটের আমেদাবাদ থেকে ৯২০ কিলোমিটার দূরে ধলেরা স্মার্ট সিটির কাজ এখন বিভিন্ন পর্যায়ে। অনেক বড় সংস্থা এখানে বিনিয়োগ করেছে।

পুণে ও বারাণসী সহ ১০০টি শহর গড়ে তোলার জন্য ৫,১৫১টি প্রকল্পে ১.৪১ লক্ষ কোটি টাকার প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। ১.৭৪ লক্ষ কোটি টাকার দরপত্র দেওয়া হয়েছে। অনেক প্রকল্প শেষ হওয়ার পথে। অনেক জায়গায় কাজ চলছে পুরোদমে। এসবই ২০১৬য় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সূচিত স্মার্ট সিটি প্রকল্পের একটি ঝলক মাত্র।

স্মার্ট সিটি – এক স্বপ্নের শহর

পুনর্নবীকরণ শক্তির ব্যবহার, দ্রুত গতির ইন্টারনেট, ঝাঁ চকচকে বাড়ি, দ্রুত গতির যানবাহনের কারণে যেখানে জীবনযাপন সহজ ও সস্তা শুধু নয়, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের সঙ্গে যুক্ত অত্যাধুনিক সুবিধাগুলিও যেখানে সহজলভ্য। স্মার্ট সিটি বলতে এমনই একটি শহর মনে মনে কল্পনা করেন নিশ্চই। আজকের দিনে লোকেরা যেমন স্মার্ট ফোন, স্মার্ট টিভি স্মার্ট গাড়ির বিষয়ে আলোচনা করে, এখন ঐ রকমই একটি স্মার্ট শহরও তার প্রয়োজন। সেই শহর হবে এমনই যেখানে মূল সুবিধাগুলির সাথে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ থাকেবে আবার তা সবুজে ঢাকাও থাকবে। আধুনিক সুবিধার সঙ্গে মনোরম পরিবেশও মিলবে জীবনে।

স্মার্ট শহরে বুনিয়াদী সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে সেটিকে আত্মনির্ভরও করে তোলা হচ্ছে। এই ব্যাপকতর বিকাশের মাধ্যমে মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ও রোজগারের রাস্তা খুলে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, “এমন শহর যা নাগরিকদের প্রয়োজন ও প্রত্যাশার

“

এটা আমাদের দায়িত্ব শহরগুলিকে উন্নত করা এবং এমন পর্যায়ে সেগুলিকে নিয়ে যাওয়া যাতে খুব অল্প সময়ে সর্বোচ্চ স্তরে কোনো কিছুর অভাব দূর করা সম্ভব হয় এবং এক্ষেত্রে যে আগ্রহ তৈরি হয়েছে, উন্নয়নের ক্ষেত্রে তাকে কাজে লাগিয়ে একটি নতুন অভিমুখ তৈরি করা। আমরা এই পথেই চিন্তা - ভাবনা করেছি

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

”

শহরের সুযোগ সুবিধাগুলি

- শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সর্বোৎকৃষ্ট পরিকাঠামো
- পর্যাপ্ত জল সরবরাহ
- ২৪ ঘন্টা বিদ্যুৎ
- নারী, শিশু ও বয়স্কদের জন্য নিরাপত্তা
- সবুজ পরিবেশ
- সুশাসন, বিশেষ করে ই-গভর্নেন্স ও বেসরকারী যৌথ উদ্যোগ
- তথ্য প্রযুক্তি বন্দোবস্ত
- আবর্জনা নিষ্কাশনে উপযুক্ত বন্দোবস্ত
- উন্নত যানবাহন পরিষেবা
- গরীবদের জন্য সস্তায় আবাসন

কোভিড – ১৯ সময়কালে স্মার্ট সিটির পরিকাঠামো উন্নয়ন

কোভিড – ১৯ সময়কালে ৫০টিরও বেশি স্মার্ট সিটির কম্যান্ড সেন্টার, কোভিড – ১৯ ওয়ার রুমে পরিণত হয়েছে। ব্যাঙ্গালুরু স্মার্ট সিটিতে ২৪ ঘন্টার মধ্যে এই কোভিড – ১৯ মডেল ওয়ার রুম তৈরি হয়

- তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের সাহায্যে মৃদু সংক্রমিত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করার ব্যবস্থা
- স্মার্ট সিটি মিশন এ বিষয়টি নিশ্চিত করেছে যে কোভিড – ১৯ সংকট মোকাবিলায় তারা সামনের সারিতে এসে পরিস্থিতি মোকাবিলার সুযোগ পেয়েছে

স্মার্ট সিটি মিশনের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ

- ১১৪টি শহরের জীবনযাত্রার মান কেমন এবং সেগুলির ফলাফল পরিমাপ করে সেখানকার পুরসভাগুলির পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রেও সূচক কেমন, সেগুলির মূল্যায়ন করা
- ২০১৮'র ৯ই জুলাই ইন্ডিয়ান স্মার্ট সিটি ফেলোশিপ ও ইন্ডিয়ান স্মার্ট সিটি ইন্টার্ণশিপ প্রোগ্রাম চালু হয়েছে। এপর্যন্ত ২৮০টি শহরের স্থানীয় প্রশাসকরা ১৪,২৪০ জনের ইন্টার্ণশিপ তালিকা পাঠিয়েছে। তার মধ্যে ৯৩২ জন ছাত্র বর্তমানে এই ইন্টার্ণশিপে যুক্ত রয়েছে। ১৯৫ জন ছাত্রের ইন্টার্ণশিপ শেষ হয়েছে
- স্মার্ট সিটি প্রকল্পে ওয়েবসাইটের পুনর্বিন্যাস করে সেটিকে এক জানালা (সিঙ্গল উইন্ডো) ব্যবস্থায় পরিণত করা হয়েছে আবাসিকদের সুবিধার্থে
- ক্লাইমেট স্মার্ট সিটি অ্যাসেসমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক (সিএসসিএএফ) দেশের ১০০টি স্মার্ট সিটিতেই এই ব্যবস্থা চালু হয়েছে সেখানকার উন্নতি ও অগ্রগতির ধারা অক্ষুন্ন রাখতে

তুলনায় দু'কদম এগিয়ে থাকবে।" স্মার্ট সিটি মিশনের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য হল এই শহরের স্বাচ্ছন্দ্য ও সক্ষমতা বাড়ানো যাতে স্মার্ট সুবিধাগুলির মাধ্যমে যারা স্মার্ট হতে চায়, তারা তা পায়। এই প্রকল্প বিনিয়োগকারীদের উন্নতি ও প্রগতির প্রতি আকৃষ্ট করতে বিশেষ পদক্ষেপ। এর লক্ষ্য ভারতের প্রতিটি শহরকে স্মার্ট করে তোলা।

স্মার্ট সিটির প্রয়োজনীয়তা ...

ভারতের বর্তমান জনসংখ্যার ৩১ শতাংশ মানুষ শহরে বসবাস করেন। ২০১১র জনগণনা রিপোর্ট অনুযায়ী দেশের জিডিপির ৬৩ শতাংশ আসে তাদের কাছ থেকেই। আনুমানিক হিসেব অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে ভারতবর্ষে শহরাঞ্চলে বসবাসকারীদের সংখ্যা ৪০ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে এবং দেশের জিডিপিতে তাদের অবদান বৃদ্ধি পেয়ে ৭৫ শতাংশে পৌঁছবে। এজন্যই সামগ্রিক উন্নয়নের কারণে প্রাতিষ্ঠানিক, সামাজিক, আর্থিক পরিকাঠামো গড়ে তোলা প্রয়োজন। এই সব বিষয়গুলি দরকার জীবনযাত্রার গুরুত্বপূর্ণ মানোন্নয়নের জন্য। মানুষকে বিনিয়োগে আকৃষ্ট করার জন্য বিকাশ ও প্রগতির পূর্ণ্যচক্র স্থাপন করা প্রয়োজন। স্মার্ট সিটির স্থাপনা এই পথে চলারই একটি পদক্ষেপ।

২০০৭এ গুজরাটে এর সূচনা হয়...

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০০৭এ প্রথম তার এই স্মার্ট সিটির ভাবনা প্রকাশ করেন। যখন তিনি গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। আমেদাবাদের সবরমতী নদীর ধারে ২০১১ সালে গুজরাট ইন্টারন্যাশনাল ফিন্যান্সিয়াল টেক (জিআইএফটি) শহরের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। এটি ভারতের প্রথম স্মার্ট সিটি ও আন্তর্জাতিক আর্থিক পরিষেবা কেন্দ্র (আইএফএসসি) যেটি চার লেনের রাজ্য ও জাতীয় সড়কের সঙ্গে যুক্ত। গুজরাট ইন্টারন্যাশনাল ফিন্যান্সিয়াল টেক সিটির সঙ্গে সংযোগ ঘটাতে ডবল করিডর মেট্রো রেল তৈরি হচ্ছে। যা জিআইএফটি –র সাথে আমেদাবাদ ও গান্ধী নগরের বিভিন্ন প্রান্তকে যুক্ত করবে ও নিকটস্থ বিমানবন্দরকেও সংযুক্ত করবে। একটি ইন্টেলিজেন্স বিল্ডিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এখানে রয়েছে। যেখানে ২৪ ঘন্টায় বিদ্যুৎ, জল, টেলিফোন সংযোগ, পাইপলাইন গ্যাস ও প্রত্যেক বাড়িতে অপটিক্যাল ফাইভার সার্ভিস পরিষেবা রয়েছে। ভারতের এই শহর দেশের মধ্যে প্রথম যেখানে জেলা শীতল ব্যবস্থা (ডিস্ট্রিক্ট কুলিং সিস্টেম) চালু রয়েছে। জিআইএফটি শহর প্রকল্পের কাজ বর্তমানে চালু রয়েছে। প্রথম পর্যায়ে স্মার্ট সিটি প্রকল্পের অধীনে ১০০টি শহরকে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বেছে নেওয়া হয়েছে। ■

ইতিহাসের পাতা থেকে

দেশ যখন বুঝতে পারলো গণতন্ত্রের গুরুত্ব

১৯৭৫ সালের ২৫শে জুন মধ্যরাত্রে ঘোষিত জরুরী অবস্থা ২৬শে জুন সকাল থেকেই জারি হয়। এই এক ঐতিহাসিক ঘটনা, যা আমাদের শিক্ষা দিয়েছে গণতন্ত্রের প্রতি আমাদের আত্মনিবেদিত হতে হবে। আমাদের সংকল্পকে শক্তিতে পরিণত করতে হবে দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে সকল সময়ে অটুট রাখার জন্য। ৪৬ বছর আগে এই দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী ঘটনা দেশকে গণতন্ত্রের গুরুত্ব অনুভব করতে সাহায্য করেছে। এমন ঘটনা দেশের সংসদীয় ইতিহাসে কেউ কখনও কল্পনা করতে পারেনি। কিন্তু এই ঘটনা আমাদের উৎসাহিত করেছে গণতন্ত্রের প্রতি আরো বেশি শক্তি নিয়ে নিবেদিত হতে এবং এমন ঘটনা যাতে আর না ঘটে সেই সংকল্প নিতে

এ কথা কেউ ভুলবে না যে, ভারতের শক্তির উৎস এর গণতন্ত্র। জনগণের শক্তি এবং দেশের প্রতিটি নাগরিকের শক্তি। তাই যখনই এর উপর কোনো আক্রমণ এসেছে, তখনই দেশের জনগণ গণতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখতে উদ্যোগী হয়েছে। যখন জরুরী অবস্থা জারি হয়, তখন শুধুমাত্র এই নয় যে সকল রাজনৈতিক নেতা এর বিরোধিতা করেছেন বা প্রতিবাদে সামিল হয়েছেন, অথবা তাদের কারাগারে থাকতে হয়েছে, বরং জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত ক্ষোভের বহিপ্রকাশও ঘটেছে।

ভরা পেটে থাকা এক জনের পক্ষে খাবারের গুরুত্ব, তা বোঝা সম্ভব নয়, কিন্তু একজন অভুক্ত মানুষ জানেন খাবারের গুরুত্ব কতখানি। একইভাবে গণতান্ত্রিক অধিকারগুলির মূল্য কতখানি, তা তখনই বোঝা যায়, যখন কেউ তার থেকে সেটি কেড়ে নেয়। জরুরী অবস্থার সময় মানুষ অনুভব করতে শুরু করেন কিছু একটা কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এতে সকলে গভীর যন্ত্রণা অনুভব করেন। একটি সমাজ পরিচালনার জন্য একটি সংবিধান, আইন, নিয়মকানুন, অধিকার ও কর্তব্য পালন প্রয়োজন হয়। কিন্তু ভারতের সৌন্দর্য এটাই যে এদেশের একজন নাগরিক গর্বের সঙ্গে বলেন, যে নিয়মকানুন তো আছেই। কিন্তু গণতন্ত্রই হল আমাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য। আমরা সেই মানুষ যারা এই পরম্পরা ও ঐতিহ্য নিয়ে বেড়ে উঠেছি। জরুরী অবস্থার

জরুরী অবস্থা এক নজরে

- ১৯৭৫ সালের ২৫শে জুন মধ্যরাতে জরুরী অবস্থা জারি করা হয়। ২৬শে জুন সকালে রেডিওর মাধ্যমে সারা দেশ তা জানতে পারে। জরুরী অবস্থা জারির কারণ হিসেবে দেশের অভ্যন্তরীণ গন্ডগোল ও বিশৃঙ্খলার উল্লেখ করা হয়
- জরুরী অবস্থা চালু হওয়ার পর ১৯৭৫ সালের ২২শে জুলাই ৩৮তম সংশোধনীর মাধ্যমে আদালতের বিচারবিভাগীয় পর্যালোচনার অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়। দু'মাস পর আবার ৩৯তম সংশোধনী এনে বলা হয়, আদালত প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশ দিতে পারবে না
- ৪০ ও ৪১তম সংশোধনীর পর পুনরায় ৪২তম সংশোধনী আনা হয়। এর সবথেকে বিতর্কিত অংশ হল রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিকে মৌলিক অধিকারের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে । কারণ এই সংশোধনী অনুযায়ী নাগরিকদের সংবিধান প্রদত্ত মৌলিক অধিকারগুলি থেকে বঞ্চিত করা হয়
- জরুরী অবস্থা জারির পর সংসদের উভয় কক্ষেই সেটি উপস্থাপিত হয়। কিন্তু সেখানে কোনো রকম বিরোধিতা ছাড়াই তার মেয়াদ ছ'মাসের জন্য বাড়ানো হয়। জরুরী অবস্থা জারি হয়েছিল ১৯৭৫এ, যা ২১ মাস বলবৎ ছিল ও চারবার এই সময়সীমা বাড়ানো হয়েছিল
- ২১ মাস পর ১৯৭৭এর ২১শে মার্চ জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। সারা দেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তাতে নতুন সরকার গঠিত হয়েছিল। মোরারজি দেশাই দেশের নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন
- নতুন সরকার সংবিধান সংশোধনী এনে আদালতের ক্ষমতা ফিরিয়ে দেয়, যা জরুরী অবস্থার সময় কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। বিষয়টিকে সংশোধনীতে অভ্যন্তরীণ অস্থিরতার সঙ্গে সশস্ত্র বিদ্রোহর পরিস্থিতিতে জরুরী অবস্থা জারি করার যেতে পারে বলে উল্লেখ করা হয়। এর মাধ্যমে কোনো সরকার যাতে আবার এর অপব্যবহার না করে তা নিশ্চিত করা হয়

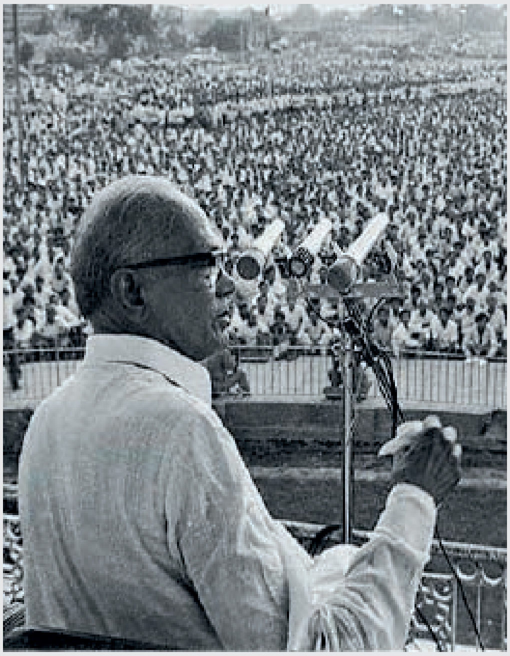

২৫শে জুন মধ্যরাত্রে জরুরী অবস্থা জারির পর থেকে দেশের বহু বর্ষীয়ান নেতা, সাংবাদিকদের গ্রেপ্তার করা শুরু হয়। যাদের মধ্যে জয়প্রকাশ নারায়ণ, অটল বিহারী বাজপেয়ী, এল কে আডবাণী, জর্জ ফার্নান্ডেজ, চৌধুরী চরণ সিং, মোরারজি দেশাই, নানাজি দেশমুখ, মধু দন্ডবতে, রামকৃষ্ণ হেগড়ে, সিকন্দার ওয়াক্ত, এইচ ডি দেবে গৌড়া, অরুণ জেটলি, রবিশঙ্কর প্রসাদ, প্রকাশ জাভড়েকর ও রামবিলাস পাশোয়ানদের জেলবন্দী করা হয়। প্রায় ১১ লক্ষ মানুষকে এই জরুরী অবস্থার সময় জেলে ঢোকানো হয়েছিল

সময় জনগণের এই ভাবাবেগ ধ্বংস করা হয়েছিল। যার ফল হিসেবে ১৯৭৭ এর সাধারণ নির্বাচন যখন হল, তখন দেখা গেল জনগণ তাদের নিজেদের স্বার্থকে নয়, গণতন্ত্রের স্বার্থকেই প্রাধান্য দিয়েছে। নিজেদের স্বার্থে নয় বরং গণতন্ত্রের স্বার্থেই এটা হয়েছিল। তারা তাদের নিজের স্বার্থ সরিয়ে রেখেছিলেন গণতন্ত্রের স্বার্থেই ভোট পড়েছিল। ধনী, দরিদ্র নির্বিশেষে একজোট হয়ে প্রত্যেকে তাদের ঐক্যবদ্ধ মতামত দিয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, "শুধু প্রত্যেককে গণতন্ত্রের প্রতি ভক্তি অটুট রাখার তাৎপর্য স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। সেই সময়ে যখন গণমাধ্যমের কণ্ঠরোধ করা হয়েছে, প্রত্যেক ব্যক্তি আতঙ্কের মধ্যে কাটিয়েছে ও গ্রেপ্তার হয়েছে। কিন্তু নির্বাচনে তারা তাদের মতামতের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিয়েছে, তারা গণতন্ত্রের পক্ষে। গণতন্ত্রকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে তাঁরা ভোট দিয়েছেন। এটাই তো এদেশের ভোটদাতাদের আসল শক্তি। জাতি, ধর্ম, ভাষা, বর্ণ নির্বিশেষে দেশবাসী ভোট দিয়েছে দেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য।"

সংবিধান সংশোধন ছাড়া জরুরী অবস্থা জারি করা অসম্ভব ছিল

জরুরী অবস্থা চলাকালীন সংবিধানে বিভিন্ন ধারা বদল করা হয়। যা পরবর্তীকালে মোরারজি দেশাই

গণতন্ত্রের প্রতি সদাসতর্কতা জরুরি

গণতন্ত্র কেবল একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা নয়, বরং একটি মূল্যবোধ। তাই, গণতন্ত্রের প্রতি সদাসতর্ক থাকা প্রয়োজন। আর এই কারণেই গণতন্ত্রকে আঘাত করার কিছু ঘটনা মনে করা দরকার, যাতে দেশ সঠিক দিশায় এগিয়ে যেতে পারে। গণতন্ত্র-প্রেমী কোনও ভারতীয়ই ১৯৭৫ সালের ২৫শে জুন রাতের ঘটনা কখনই ভুলতে পারবেন না। সেদিন রাতে সারা দেশ কারাগারের রূপ নিয়েছিল। এমনকি, চেষ্টা করা হয়েছিল, বিরোধীদের কন্ঠস্বর দমনের। জয়প্রকাশ নারায়ণের মতো সে সময় দেশের বিশিষ্ট জননেতাদের কারাগারে বন্দী করা হয়েছিল। শুধু তাই নয়, জরুরি অবস্থার থাবা থেকে বিচার-ব্যবস্থাও রক্ষা পায়নি। গণমাধ্যমের ওপর নেমে এসেছিল কঠোর শাসন। গণমাধ্যমই হোক বা অন্য কোনও ক্ষেত্র, গণতন্ত্রের প্রতি সচেতনতা গড়ে তোলার প্রয়াস অব্যাহত রাখতে হবে। ভারতরত্ন সম্মানে ভূষিত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী জরুরি অবস্থার সময় কারাবন্দী হয়েছিলেন। জরুরি অবস্থার প্রথম বর্ষপূর্তিতে তিনি তাঁর মানসিক অবস্থা কবিতার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছিলেনঃ-

झुलसाता जेठ मास,
शरद चाँदनी उदास,
झुलसाता जेठ मास,
शरद चाँदनी उदास,
सिसकी भरते सावन का,
अंतर्घट रीत गया,
एक बरस बीत गया,
एक बरस बीत गया ।।

सीखचों में सिमटा जग,
किंतु विकल प्राण विहग,
सीखचों में सिमटा जग,
किंतु विकल प्राण विहग,
धरती से अम्बर तक,
धरती से अम्बर तक,
गूंज मुक्ति गीत गया,
एक बरस बीत गया,
एक बरस बीत गया ।।

पथ निहारते नयन,
गिनते दिन पल-छिन,
पथ निहारते नयन,
गिनते दिन पल-छिन,
लौट कभी आएगा,
लौट कभी आएगा,
मन का जो मीत गया,
एक बरस बीत गया ।।

সরকার সংশোধন করে। এই বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ কারণ জরুরী অবস্থার সময় সুপ্রিমকোর্টের ক্ষমতাকে খর্ব করার জন্য সংবিধানের ৪২তম সংশোধনী আনা হয়েছিল । ঐ একই সংশোধনীতে এটাও উল্লেখ রয়েছে যে, সংবিধানের ২০ ও ২১ নম্বর ধারার আওতায় প্রদেয় মৌলিক অধিকারগুলি জরুরি অবস্থার সময়েও লঙ্ঘন করা যেতে পারে না। দেশে প্রথমবার এমন একটি আইনি সংস্থান করা হয়েছিল, যেখানে মন্ত্রিসভার লিখিত সুপারিশের ভিত্তিতেই কেবল ভারতের রাষ্ট্রপতি জরুরি অবস্থার কথা ঘোষণা করতে পারেন। সেই সঙ্গে এটাও সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে, জরুরি অবস্থা কার্যকর হলেও একবারে এর মেয়াদ ছ'মাসের বেশি হবে না। এইভাবে মোরারজি দেশাই সরকার এটা নিশ্চিত করেছিল যে, দেশে যেন আর কখনও ১৯৭৫ সালের মতো জরুরি অবস্থার পুনরাবর্তন না হয়।

দেশের নতুন প্রজন্মকে জরুরি অবস্থার সময় বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে অবশ্যই সচেতন হতে হবে। কারণ, সাধারণ মানুষের দৃঢ় প্রত্যয়ের কারণেই গণতন্ত্র অক্ষত রয়েছে। দেশের মানুষ সুযোগ পেলেই গণতান্ত্রিক অধিকারগুলির প্রয়োগ করেছেন। আর, এটাই একটি দেশের কাছে বড় শক্তি। গণতান্ত্রিক অধিকারের সেরা দৃষ্টান্ত ভারতের সাধারণ মানুষ জরুরি অবস্থার সময় দেখেছেন তাই গণতান্ত্রিক অধিকারের দিকগুলি সম্পর্কে দেশবাসীকে বারবার সচেতন করতে হবে। সাধারণ মানুষের অধিকারগুলি আমাদের উপলব্ধি করতে হবে। গণতন্ত্র-প্রেমীরা কিভাবে লড়াই চালিয়েছেন এবং সাধারণ মানুষের ধমনীতে কিভাবে গণতন্ত্র জীবিত রয়েছে, তার প্রকাশ ঘটে নির্বাচন আয়োজনের মাধ্যমে। মানুষের হৃদয়ে গণতন্ত্রের প্রতি যে উদ্দীপনা রয়েছে, তা প্রকৃতপক্ষেই ভারতের এক শাশ্বত ঐতিহ্য। জরুরি অবস্থার বর্ষপূর্তি আমাদের ভারতীয় ঐতিহ্যের পরম্পরাকে আরও মজবুত করে। ■

জরুরি অবস্থা

স্বাধীনতার ওপর কুঠারাঘাত

এ সূর্যপ্রকাশ
প্রবীণ সাংবাদিক ও লেখক

জরুরি অবস্থার সময় এ সূর্যপ্রকাশ বেঙ্গালুরুতে ইংরাজি দৈনিক ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর লেখা 'দ্য এমার্জেন্সিঃ ইন্ডিয়ান ডেমোক্রেসিস ডার্কেস্ট আওয়ার' বইটি হিন্দি, ইংরাজি, গুজরাটি, কন্নড়, তেলেগুর মতো বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। পাঠক মহলে এই বইটি অত্যন্ত সমাদৃত। তিনি প্রসার ভারতী বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেছেন।

আমরা গত বছরের একটা সময় লকডাউনের পরিস্থিতিতে কাটিয়েছি। কোভিড-১৯ এর মতো ভয়ঙ্কর মহামারী থেকে সুরক্ষার জন্যই এই লকডাউন কার্যকর করা হয়েছিল। অবশ্য, ভারতীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে আরও একটি লকডাউনের কথা উল্লেখ রয়েছে। জরুরি অবস্থার এই লকডাউনের মেয়াদকাল ছিল ১৯৭৫ সালের ২৫শে জুন থেকে ১৯৭৭ সালের ২১শে মার্চ। দীর্ঘ ২১ মাস জরুরি অবস্থার দরুণ সারা দেশ যেন কারাকক্ষে পরিণত হয়েছিল। সেসময় মানুষের মৌলিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছিল এবং বিচার-ব্যবস্থার ওপর আঘাত নেমে এসেছিল। বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের গণতান্ত্রিক ইতিহাসে জরুরি অবস্থার এই ২১ মাস এমন এক কালো অধ্যায়, যা ইতিহাসের পাতা যতবারই দেখা হবে, ততবারই অন্ধকারাচ্ছন্ন সময় হিসাবে থেকে যাবে। এর পাশাপাশি, এমন অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে, যা উদাহরণের পরিবর্তে শোষণের দৃষ্টান্ত হিসাবে ব্যাখ্যা করাই ভালো। কারণ, শোষণের এরকম ঘটনা আগে কখনও ঘটেনি, আগে কখনও দেখা যায়নি। এমনকি, জরুরি অবস্থা কাটিয়ে ওঠার পর কখনও শোনাও যায়নি।

'অভ্যন্তরীণ অস্থিরতা'র অজুহাত দেখিয়ে এমন একটি আদেশ আনা হয়েছিল, যা যাবতীয় সুরক্ষাবিধি অগ্রাহ্য করে মন্ত্রিসভার অনুমোদন ছাড়াই কার্যকর হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল আইন লঙ্ঘন। কিন্তু, কেউই এ ব্যাপারে গুরুত্ব দেননি। ১৯৭৫ সালের ২৫শে জুন রাতে জরুরি পরিস্থিতির চিত্রনাট্য লেখা হয়েছিল। এ ব্যাপারে মন্ত্রীরাও সম্পূর্ণ অন্ধকারে ছিলেন। আসলে সরকার যখন কোনও সিদ্ধান্ত নেয়, তা আইনের শাসন মেনেই তৈরি হয়। অবশ্য, জরুরি অবস্থার ক্ষেত্রে তা মেনে চলা হয়নি। সরকারি আইন অনুযায়ী, জরুরি অবস্থা কার্যকর করার জন্য সিদ্ধান্ত নিতে প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিসভার বৈঠক ডাকেন। কিন্তু, দুর্ভাগ্যের বিষয়, সেসময় কিছুই মেনে চলা হয়নি। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পরদিন (২৬শে জুন) সকাল ৬টায় মন্ত্রিসভার বৈঠক ডেকে জরুরি অবস্থা জারি করার সিদ্ধান্তের ব্যাপারে মন্ত্রীদের অবহিত করেন। সেদিনই আরও একটি আদেশ জারি করা হয়েছিল, যেখানে গণমাধ্যমের ওপর বিধিনিষেধ আরোপিত হয়। সেসময় ছিল মুদ্রণ মাধ্যমের যুগ। নতুন দিল্লির বাহাদুর শাহ্ জাফর মার্গে সমস্ত সংবাদপত্রের কার্যালয়ে ২৫শে জুন রাত থেকে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছিল। এর পেছনে উদ্দেশ্য ছিল জরুরি অবস্থার খবর যাতে কোনোভাবেই প্রকাশ করা না যায়। স্বৈরাচারী মনোভাব এবং অপ্রত্যাশিত সিদ্ধান্তের প্রভাব বেঙ্গালুরুতেও পড়েছিল। সেই সময় আমি বেঙ্গালুরুতে ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস সংবাদপত্রে কাজ করি। সেখানেও সংবাদ মাধ্যমের কণ্ঠরোধ করা হয়েছিল। সংবাদপত্রের ওপর এই শোষণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তাৎকালীন বেঙ্গালুরু পুলিশ ইন্সপেক্টর জেনারেলকে। আসলে একজন উর্দিধারী আধিকারিককে আমাদের পত্রিকার সম্পাদক নিয়োগ করা হয়েছিল। সম্পাদকের দায়িত্ব নেওয়া উর্দিধারী আধিকারিক খবরের কাগজে

কি খবর ছাপা হবে বা কোন খবর ছাপা হবে না, সে ব্যাপারে এমনকি কোন ছবি বা শব্দ রাখা হবে এবং কোনগুলি বাদ যাবে – সে ব্যাপারে যাবতীয় সিদ্ধান্ত নিতেন। প্রেস কাউন্সিল আইন বাতিল করা হয়েছিল। এমনকি, বহু সাংবাদিককে কারাবন্দী করা হয়েছিল। আমার আরও একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে। তৎকালীন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রীর পক্ষ থেকে সেদিন সকালে ডিএভিপি এবং আকাশবাণীতে ফোন আসে। বলা হয়, সেখানে কর্মরত অনুবাদকদের শাস্ত্রী ভবনে উপস্থিত হতে হবে। প্রায় ১০-১৫ জন এরকম অনুবাদক, যাঁরা কি কাজ করতে হবে, সে ব্যাপারে কিছুই জানতেন না, তাঁদেরকে ওয়ার্ল্ড ইয়ুথ সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে দুপুর ২টো অবধি একটি ঘরে বন্দী করে রাখা হয়। ঐ অনুবাদকদের ইংরাজিতে মুদ্রিত কংগ্রেসের ইস্তাহার ১৫টি ভাষায় তর্জমা করতে দেওয়া হয়। কাজ শেষে অনুবাদকদের বাড়ি ফিরতে প্রায় সেদিন মাঝ রাত হয়ে যায়।

বিশিষ্ট কণ্ঠ শিল্পী কিশোর কুমারকে নিয়েও একটি ঘটনা ঘটে। একদিন সরকারের পক্ষ থেকে কণ্ঠ শিল্পীকে ডেকে বলা হয়, জরুরি অবস্থা নিয়ে একটি জিঙ্গল গাইতে হবে। কিন্তু, কিশোর কুমার তা গাইতে অস্বীকার করেন। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়ে তৎকালীন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষগুলিকে আদেশ জারি করে বেতার ও দূরদর্শনে কিশোর কুমারের গানের সম্প্রচার বন্ধ করার নির্দেশ দেন।

জরুরি অবস্থা কার্যকর করার সময় তিহার জেলে ১ হাজার ২৭৩ জন কারাবন্দীকে রাখার জায়গা ছিল। কিন্তু সরকার দিল্লি এলাকা থেকে ৪ হাজারেরও বেশি রাজনৈতিক নেতানেত্রী এবং সমাজসেবীকে গ্রেপ্তার করে তাঁদের তিহার জেলে পাঠিয়ে দেয়। সে সময় জেল সুপারিনটেন্ডেন্ট বিরাট সংখ্যক কারাবন্দীর বিষয়টি শাহ কমিশনকে জানান। তাঁকে বলা হয়, রাজনৈতিক কারাবন্দীদের জন্য অ্যাসবেস্টর্স ছাউনি দিয়ে বন্দীকক্ষ গড়ে তুলে সেখানে তাঁদের রেখে দিতে। এমনকি, মেন্টেন্যান্স অফ ইন্টারনাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট (এমআইএসএ)-এর আওতায় আমলাদেরকেও জেলা ভরার হুমকি দেওয়া হয়েছিল।

আপনি নিশ্চই এই ঘটনার কথাও শুনে থাকতে পারেন যে, জরুরি অবস্থার সময় লক্ষ্য পূরণে জোর করে নির্বীজকরণ করা হয়েছিল। বর্তমানে ক্ষমতাসীন কেন্দ্রীয় সরকারের এমন অনেক ব্যক্তি রয়েছেন, যাঁদের জরুরি অবস্থার সময় কারাবন্দী করা হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সে সময় ২১ মাস আত্মগোপন করেছিলেন এবং এমআইএসএ – এর আওতায় যাঁদের কারাবন্দী করা হয়েছিল, তাঁদের পরিবারকে সাহায্যের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। বর্তমান কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকর জরুরি অবস্থার সময় ১৭ মাস কারাবন্দী ছিলেন। এমনকি, জরুরি অবস্থার সময় বর্তমান আইন ও ন্যায় বিচার মন্ত্রী শ্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ এবং আরএসএস – এর সাধারণ সচিব দত্তাত্রেয় হোসাবালে কারাবন্দী হয়েছিলেন। প্রয়াত অরুণ জেটলি ও রামবিলাস পাসোয়ানের মতো নেতারাও সে সময় জেলে গিয়েছিলেন। সংবিধান সংশোধন করে বিচার-ব্যবস্থাকে পঙ্গু করে দেওয়া হয়। ১৯৭৭ সালে গোয়েন্দা সংস্থা ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো (আইবি) ইন্দিরা গান্ধীকে জানায় যে, সমগ্র দেশ এখন অনেক বেশি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছে। সময় মেনে ট্রেন চালু হয়েছে। কর্মচারীরাও নির্দিষ্ট সময় অফিসে আসছেন। এরপর, ইন্দিরা গান্ধী সাধারণ নির্বাচন আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেন। এই নির্বাচনে তাঁর দলের শোচনীয় পরাজয় ঘটে। উত্তর ও মধ্য ভারতে লোকসভার ৩৫০টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস দল কেবল ২টি আসনে জয়ী হয়। এর একটি রাজস্থানে, অন্যটি মধ্য প্রদেশে। মোরারজি দেশাই যখন প্রধানমন্ত্রী পদে দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তখন তিনি জরুরি অবস্থার সময় সংবিধান সংশোধন করে যে সমস্ত ভুল-ত্রুটি করা হয়েছিল, তা সংশোধনের উদ্যোগ নেন। বিচার ব্যবস্থার পাশাপাশি, মৌলিক নাগরিক অধিকারগুলিকে পুনরায় বলবৎ করা হয়। এমনকি, সংসদ ও গণমাধ্যমের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়। আমরা যে লড়াই করেছি, সে সময় যা দেখেছি এবং যে কষ্ট সহ্য করেছি, তাকে নির্দ্বিধায় দ্বিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম বলে গণ্য করা যেতেই পারে।

জরুরি অবস্থা

জরুরি অবস্থার যন্ত্রণা কেবল তাঁরাই উপলব্ধি করতে পারেন, যাঁরা এই যন্ত্রণা পেয়েছেন। আজ যে কেউ সংবাদ পত্র-পত্রিকায় বিশেষ প্রবদ্ধ লিখতে পারেন, ট্যুইটার ও অন্যান্য সামাজিক মাধ্যমগুলিতে বিভিন্ন উদ্বেগ সম্পর্কে নিজেদের সওয়াল করতে পারেন। এমনকি, সরকারের সমালোচনাও করতে পারেন। তাই এটা ভাবা উচিৎ, আমরা এই অধিকার কোথা থেকে পেয়েছি? আজ যাঁরা দেশের শাসন ক্ষমতায় রয়েছেন, তাঁরাও জরুরি অবস্থার শিকার হয়েছিলেন। আজ এরাই আমাদের সংবিধান, আমাদের ব্যবস্থাকে স্বাভাবিক ছন্দে নিয়ে এসেছেন, যাতে দেশে আর কখনও জরুরি অবস্থা জারি করা না যায়।

বর্তমান সময়ে এটা অকল্পনীয়। আজ যে কেউ সংবাদ পত্র-পত্রিকায় বিশেষ প্রবন্ধ লিখতে পারেন, ট্যুইটার ও অন্যান্য সামাজিক মাধ্যমগুলিতে বিভিন্ন উদ্বেগ সম্পর্কে নিজেদের সওয়াল করতে পারেন। এমনকি, সরকারের সমালোচনাও করতে পারেন। তাই এটা ভাবা উচিৎ, আমরা এই অধিকার কোথা থেকে পেয়েছি? আজ যাঁরা দেশ পরিচালনা করছেন, তাঁরা আমাদের সংবিধান, আমাদের প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরিয়ে এনেছেন। এই প্রাণশক্তি তাঁদের কাছ থেকে এসেছে, যাঁরা জরুরি অবস্থার সময় বিভিন্ন বাধা-নিষেধের বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ করেছিলেন। ■

(এখানে উল্লিখিত বক্তব্য লেখকের নিজস্ব। নিউ ইন্ডিয়া সমাচার পত্রিকার পরামর্শদাতা সম্পাদক সন্তোষ কুমারকে একথা বলেছেন এ সূর্যপ্রকাশ)

এক তরুণ তুর্কি থেকে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর পদে

পি ভি নরসীমা রাও ১৯৯১ সালে নবম প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচক্ষণতার দরুণ তিনি অত্যন্ত সমাদৃত হয়েছিলেন। তাঁর এই চিন্তাভাবনার ফলেই কঠিন সময়েও দেশের অর্থনীতির হাল ধরে ভারতকে অগ্রগতির পথে চালিত করেছিলেন

জন্ম : ২৮শে জুন, ১৯২১ / মৃত্যু : ২৩শে ডিসেম্বর, ২০০৪

পি ভি নরসীমা রাও ১৯২১ সালের ২৮শে জুন তৎকালীন হায়দরাবাদের করিমনগর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তরুণ বয়সেই সে যে কোনও ধরনের অন্যায়ের বিরুদ্ধে গর্জে উঠতেন। ১৯৩৫ সালে এরকম একটি ঘটনা ঘটে। সে সময় হায়দরাবাদের নিজাম কলেজ চত্বরে বন্দে মাতরম গাওয়া নিষিদ্ধ করে দেন। এই স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে ১৯৩৮ সালের ১৬ই নভেম্বর ঔরাঙ্গাবাদ ইন্টারমিডিয়েট কলেজের পড়ুয়ারা কলেজ চত্বরে বন্দে মা তরম গান গাওয়া শুরু করেন। নিজামের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে বন্দে মাতরম গেয়ে যে ছাত্রছাত্রীরা কড়া প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ১৭ বছরের তরুণ নরসীমা রাও-ও ছিলেন। এক ভদ্রস্থ পরিবারিক প্রেক্ষাপট থেকে উঠে এসে দেশের সরকারের প্রধান পদে দায়িত্ব গ্রহণের সুদীর্ঘ যাত্রাপথে তিনি বহু দশক জনসেবা করেছেন এবং জনকল্যাণমূলক কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন।

১৯৯১ সালে সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়ানোর ব্যাপারে তিনি মনস্থির করেন। এমনকি, সে বছর তিনি লোকসভা নির্বাচনেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেননি। কিন্তু, তাঁর ভাগ্যে অন্য কিছু লেখা ছিল। এরপর, দেশের প্রধানমন্ত্রী পদে দায়িত্ব গ্রহণের জন্য তিনিই সর্বসম্মতভাবে উপযুক্ত প্রার্থী হয়ে ওঠেন। দক্ষিণ ভারত থেকে তিনিই ছিলেন দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী পদে দায়িত্ব গ্রহণের আগে তিনি নয় বছর অন্ধ্রপ্রদেশ সরকারের মন্ত্রী ছিলেন। পরে, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হন। দীর্ঘ দিন ধরে তিনি ছিলেন এক বিশিষ্ট সাংসদ ও ক্যাবিনেট পর্যায়ের মন্ত্রী। বহুভাষী নরসীমা রাও ১০টি ভারতীয় এবং ৬টি বিদেশি ভাষায় কথা বলতে পারতেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক এবং বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী।

অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে তিনি রাজ্যে ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে বিপ্লব নিয়ে এসেছিলেন। লাইসেন্সরাজ ব্যবস্থার আওতায় জারি হওয়া একাধিক নিষেধাজ্ঞা তিনি পর্যায়ক্রমে বাতিল করেছিলেন। ভারতীয় শিল্পকে আরও বেশি প্রতিযোগিতামূলক করে তুলতে তিনি লালফিতের ফাঁস আলগা করেছিলেন। ১৯৯২ সালে সেবি আইন চালু করা এবং কম্প্যুটার-ভিত্তিক বাণিজ্যিক লেনদেন প্রতিষ্ঠান হিসাবে ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ স্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। পাঞ্জাবে সন্ত্রাসের আঁতুরঘর সমূলে উৎখাত করতে এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন দমনে একাধিক সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

নরসীমা রাও-এর কথায় 'সমগ্র বিশ্বে পরিবর্তন ঘটেছে। তাই, সেই অনুযায়ী দেশেও পরিবর্তন জরুরি'। 'পূবে তাকাও' নীতির মাধ্যমে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে ভারতের বৈদেশিক সম্পর্কে তিনি এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছিলেন। এ ধরনের ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও 'অ্যাক্ট ইস্ট' পলিসি শুরু করেছেন।

কিন্তু, দুর্ভাগ্যের বিষয় এক শক্তিশালী অর্থনীতি হিসাবে ভারতের রূপান্তরের স্থপতি হিসাবে নরসীমা রাও কখনই তাঁর প্রাপ্য সম্মান পাননি। এমনকি, তাঁর মৃত্যুর পরও এই বৈষম্য অব্যাহত থেকেছে। তাঁর পরিবারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে নতুন দিল্লির পরিবর্তে তাঁকে হায়দরাবাদে সমাহিত করা হয়। রীতি অনুযায়ী, প্রয়াত সমস্ত প্রধানমন্ত্রীর শেষকৃত্য যমুনা নদীর তীরেই হয়ে থাকে এবং পরে অন্ত্যেষ্টি-স্থলটি স্মারকে পরিণত করা হয়। বন্দে মাতরম গাওয়া নিষিদ্ধ করতে নিজামের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে তরুণ নরসীমা রাও-এর কথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর মাসিক বেতার অনুষ্ঠান 'মন কি বাত' – এ স্মরণ করে বলেন, "তরুণ বয়স থেকেই নরসীমা রাও সর্বদাই অন্যায়ের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছেন। অতি সাধারণ পরিবার থেকে তাঁর উঠে আসা, শিক্ষার প্রতি তাঁর অগ্রাধিকার, শেখার ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ ও আন্তরিকতা সহ তাঁর সুদক্ষ নেতৃত্ব – সবকিছুই স্মরণ করার মতো ঘটনা"। ■

৭ বছরের অঙ্গীকার – নতুন ভারতের কাহিনীর এক ঝলক

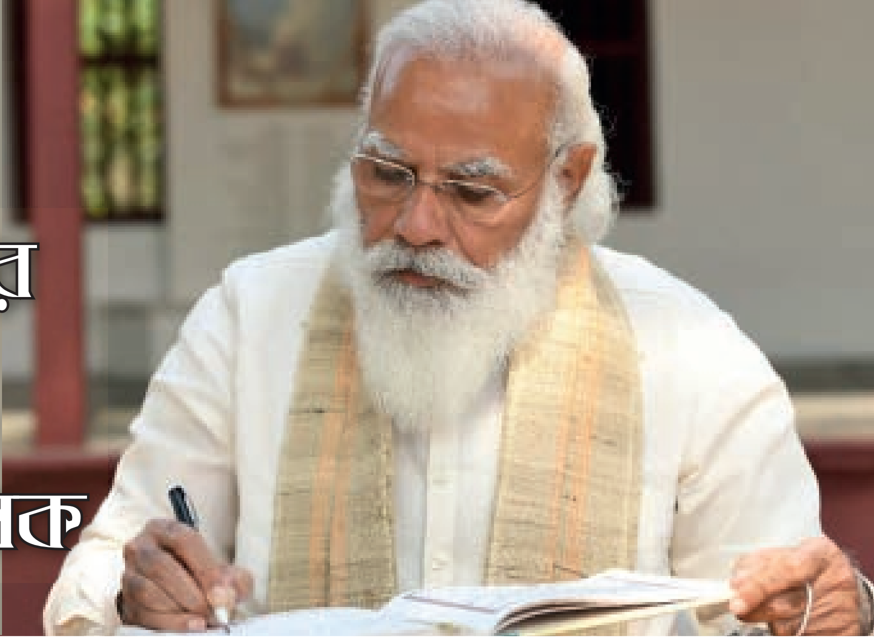

কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন বর্তমান সরকারের কার্যকালের ৭ বছরের মেয়াদ এ বছরের ৩০শে মে পূর্ণ হয়েছে। 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিসওয়াস' – এই আদর্শ নিয়ে ঘটনাবহুল দীর্ঘ যাত্রাপথে জীবনের সবক্ষেত্রেই পরিবর্তন ঘটেছে। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার ২০১৪ সালে দেশ পরিচালনার রাশ হাতে নেয়। গত ৭ বছরে এই সরকার এমন অনেক ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছে, যার ফলে জীবনের সর্বক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় পরিবর্তন ঘটেছে, স্বাধীনতার সময় থেকে গত ৭০ বছরে এরকম পরিবর্তন চোখে পড়েনি। নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে লক্ষ্য পূরণের পেছনে নিহিত রয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আন্তরিকতা। যিনি সরকারের সমস্ত প্রকল্প ও কর্মসূচির পরিকল্পনা প্রণয়ন থেকে শুরু করে কার্যক্ষেত্রে রূপায়ণ পর্যন্ত সর্বত্রই যুক্ত থেকেছেন। দেশের অগ্রগতি ও উন্নয়নের যাত্রাপথে কয়েকটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করা যাক:

স্বাধীনতার পর ৭০ বছরে দেশে কেবল ৩.৫ কোটি গ্রামীণ পরিবারের কাছে পাইপবাহিত জলসংযোগ সুবিধা ছিল। কিন্তু, গত ২১ মাসে ৪.৫ কোটি গ্রামীণ পরিবারে পরিশ্রুত পানীয় জল সংযোগ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

দেশে গত ৭ বছরে ডিজিটাল পদ্ধতিতে রেকর্ড আর্থিক লেনদেন হয়েছে। করোনা মহামারীর সময়ে ডিজিটাল লেনদেন অত্যন্ত কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে। মহাকাশ প্রযুক্তিতে নতুন কৃতিত্ব অর্জন করে ভারত গত ৭ বছরে রেকর্ড সংখ্যক কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে পাঠিয়েছে। এমনকি, সড়ক নির্মাণেও রেকর্ড অগ্রগতি হয়েছে, যা আগে কখনও হয়নি।

এখন না কেবল উত্তর-পূর্ব ভারতে বরং জম্মু ও কাশ্মীরেও আস্থার বাতাবরণ গড়ে উঠেছে।

শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রেখে আপসে বহু পুরনো সমস্যার মীমাংসা হয়েছে। অতীতের ভঙ্গুর নীতির পরিবর্তে নতুন ভারত এখন বাহ্যিক চাপের কাছে নতিস্বীকার করতে রাজি নয়। এমনকি, জাতীয় সুরক্ষার প্রশ্নেও আপসহীন মনোভাব নিয়ে চলে।

সরকারের কাজকর্মে সেবার মানসিকতা সর্বদাই প্রাধান্য পেয়েছে, তা সে মহামারীর সময় দরিদ্র মানুষকে খাবার বিতরণই হোক বা তাঁদের কাছে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পৌঁছে দেওয়া! তাই, এই প্রথমবার সাধারণ মানুষ উপলব্ধি করেছেন যে, তাঁরাও দেশের অগ্রগতির যাত্রাপথে অবিচ্ছেদ্য অংশ। সমাজের দরিদ্র, প্রান্তিক এবং বঞ্চিত শ্রেণীর মানুষেরা এখন প্রতিবাদের ভাষা খুঁজে পেয়েছেন। বর্তমান সরকারের মেয়াদকালের এই ৭ বছরে একদিকে যেমন দরিদ্র, কৃষক ও দুঃস্থ মানুষকে উন্নয়নের মূলস্রোতে সামিল করে তাঁদের জীবনযাত্রায় মানোন্নয়ন ঘটেছে, অন্যদিকে তেমনই ভারতকে বিশ্বের একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করা হয়েছে। গত ৭ বছরে ভারতের সাফল্যের কাহিনী এখানে প্রকাশ করা হল......

সহজে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধা

অর্থনীতির মেরুদন্ডই হ'ল শিল্প ক্ষেত্র। দেশে বিনিয়োগ-বান্ধব পরিবেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক হ'ল সহজে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধা। সুসংবদ্ধ ও সুপরিকল্পিত সংস্কারমূলক উদ্যোগ গ্রহণ করে সরকার উন্নয়নের লক্ষ্যে নিজের অঙ্গীকার প্রমাণ করেছে।

বিশ্ব ব্যাঙ্কের ২০২০-র 'সহজে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধা' সূচকে ভারত ২০১৮'র ৭৭তম স্থান থেকে ১৪ ধাপ ওপরে উঠে ৬৩তম স্থানে পৌঁছেছে।

দুর্নীতি দমন

০২

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সুদক্ষ নেতৃত্বে ভারত নিজেকে দুর্নীতির কবল থেকে মুক্ত করেছে। সরকারি কেনাকাটার ক্ষেত্রে জেম পোর্টাল, ডিবিটি-র মাধ্যমে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টগুলিতে নগদ অর্থ হস্তান্তর, লোকপালের মতো প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্যোগগুলি দুর্নীতি দমনে সাহায্য করেছে। বেনামী লেনদেন প্রতিরোধে এবং কালো টাকার লেনদেন রুখতে একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এমনকি, সৎ করদাতাদের জন্য ফেসলেস অ্যাসেসমেন্ট চালু হয়েছে

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ওপর গুরুত্ব

০৩

প্রাণবন্ত ও উচ্চাকাঙ্খী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষই দেশের অগ্রগতির চালিকাশক্তি। তাই, তাঁদের আশা-আকাঙ্খা যখন পূরণ হয় তখন স্বাভাবিকভাবেই দেশ এগিয়ে যায়। নিজের মালিকানাধীন গৃহের স্বপ্ন পূরণে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষকে সাহায্য করতে সরকার প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার মাধ্যমে গৃহ ঋণের ওপর ২ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা ভর্তুকি দিচ্ছে। মেট্রো রেল পরিষেবার পাশাপাশি, আরআরটিএস পরিষেবা, মেট্রো-নিও এবং মেট্রো লাইট প্রযুক্তি দ্বিতীয় শ্রেণীর শহরগুলিতে কাজে লাগানো হয়েছে। সরকারি বাস পরিবহণ পরিষেবার প্রসারে সাহায্য করতে ২০২১-২২ সালের সাধারণ বাজেটে ১৮ হাজার কোটি টাকার তহবিল সংস্থানের প্রস্তাব করা হয়েছে। যাতায়াত ব্যবস্থায় মানোন্নয়নের ফলে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ-সুবিধা বাড়বে। বাড়ির-ক্রেতাদের স্বার্থ সুরক্ষায় রেরা আইন কার্যকর করা হয়েছে

স্বাস্থ্য

০৪

সর্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবা নিশ্চিত করতে সরকার একাধিক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ নিয়েছে। এই লক্ষ্যে ২০২১-২২ এর সাধারণ বাজেটে স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দের পরিমাণ প্রায় ১৩৭ শতাংশ বাড়িয়ে ২ লক্ষ ২৩ হাজার ৮৪৬ কোটি টাকা করা হয়েছে। এর মধ্যে কোভিড-১৯ টিকা খাতে ৩৫ হাজার কোটি টাকার পৃথক সংস্থান রয়েছে। জাতীয় ডিজিটাল স্বাস্থ্য মিশনের পাশাপাশি, ব্লকস্তর থেকে শহরাঞ্চল পর্যন্ত নতুন স্বাস্থ্য পরিকাঠামো গড়ে তুলতে এবং বর্তমান পরিকাঠামোর মানোন্নয়নে একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। আয়ুষ্মান ভারত যোজনার আওতায় প্রায় ৫০ কোটি দরিদ্র মানুষ এখন বার্ষিক ৫ লক্ষ টাকার নগদ বিহীন চিকিৎসা পরিষেবার সুযোগ পাচ্ছেন। এমনকি, ৭ হাজার ৭৫২টি জনঔষধি কেন্দ্রের মাধ্যমে বাজারদরের তুলনায় ৯০ শতাংশ কম দামে ওষুধ বিক্রি করা হচ্ছে। যক্ষ্মা মুক্ত ভারত অভিযান, মিশন ইন্দ্রধনুষ, মাতৃত্ব বন্দনা যোজনার মতো কর্মসূচিগুলি স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে নতুন গতিসঞ্চার করেছে

০৫

পরিকাঠামোর মানোন্নয়ন

নতুন ভারতের উন্নয়নে গতিসঞ্চার করতে রেল, সড়ক, মহাসড়ক এবং ইন্টারনেট পরিষেবা ক্ষেত্রে নতুন পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সুদক্ষ নেতৃত্বে ভারতের অগ্রগতিতে সার্বিক পরিকাঠামো ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন করা হয়েছে

০৬

সহজে জীবনযাপন

প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনা, জন ধন যোজনা, জীবন বীমা, জল জীবন মিশন, সকলের জন্য আবাসন, আবাসনের ক্ষেত্রে ঋণ মকুব, প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ ডিজিটাল স্বাক্ষরতা অভিযান, বিদ্যুৎ সংযোগ এবং সড়ক যোগাযোগ ক্ষেত্রে একাধিক কার্যকর নীতি গ্রহণের ফলে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা আরও সহজ হয়ে উঠেছে

০৭

সর্বাগ্রে দেশ

বৈদেশিক নীতি হোক বা জাতীয় নিরাপত্তা – প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সর্বদাই 'সর্বাগ্রে দেশ' এই নীতিতে বিশ্বাস করেন। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আপসহীনতার মনোভাব, সংবিধানের ৩৭০ ধারা রদ, এক দেশ-এক নির্বাচনের মতো উচ্চাকাঙ্খী পরিকল্পনাগুলি বাস্তবায়নের পথে

নারী শক্তি

০৮

- শিক্ষা, বিজ্ঞান, রাজনীতি, শিল্প এবং খেলাধুলো সহ স্ট্যান্ডআপ ইন্ডিয়া, সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা, তিন তালাক প্রথা রদ, বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও, প্রজননক্ষম প্রযুক্তির প্রয়োগ, মাতৃত্বকালীন সবেতন ছুটির মেয়াদ বাড়িয়ে ২৪ সপ্তাহ করার মতো একাধিক নীতি গ্রহণ করে মহিলাদের ক্ষমতায়ন করা হচ্ছে। উজ্জ্বলা কর্মসূচির আওতায় ৮ কোটি মহিলাকে রান্নার গ্যাসের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। মহিলারা যাতে একটি সহায়তা কেন্দ্র থেকেই যাবতীয় সাহায্য পান, তা নিশ্চিত করতে ওয়ান-স্টপ সেন্টার চালু করা হয়েছে।
- মাতৃত্বকালীন ছুটির সময়সীমা ১২ সপ্তাহ থেকে বাড়িয়ে ২৬ সপ্তাহ করা হয়েছে। নারী পোর্টাল চালু হয়েছে এবং মহিলা অপরাধীদের বিরুদ্ধে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহের জন্য জাতীয় স্তরে একটি ডেটাবেস বা তথ্য ভান্ডার গড়ে তোলা হয়েছে। কেবল বিশেষ পরিস্থিতিতেই গর্ভপাতের সীমা বাড়িয়ে ২৪ সপ্তাহ করা হয়েছে। মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধ নিয়ন্ত্রণ মোকাবিলায় সরকার বালিকাদের ধর্ষণের ক্ষেত্রে ১২ বছর বয়সী অপরাধীদের মৃত্যুদন্ড এবং দু'মাসের মধ্যে ধর্ষণের মামলাগুলির দ্রুত বিচার প্রক্রিয়া শেষ করার মতো কিছু কঠোর ও সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছে

যুবাদের জন্য সুযোগ-সুবিধা

০৯

- যুবরাই ভারতের সর্ববৃহৎ মূলধন। তাই, সরকার নতুন জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০ প্রণয়ন, উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে গবেষণামূলক কাজের প্রসার, স্কিল ইন্ডিয়া - স্কিল, রিস্কিল এবং আপ-স্কিল, প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনা, প্রধানমন্ত্রী - যুবা যোজনা এবং স্টার্ট আপ ইন্ডিয়ার মতো কর্মসূচি গ্রহণ করে যুবাদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধা দিচ্ছে

জনসংখ্যার ৬৫ শতাংশই ৩৫ বছরের নীচে

১০

দরিদ্র মানুষের কাছে উন্নয়নের সুযোগ পৌঁছে দেওয়া

দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর মানুষের কাছে উন্নয়নের সুযোগ-সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার মধ্যেই এর তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। তাই, সরকার সাধের গৃহ, আদিবাসী মানুষের জন্য সুযোগ-সুবিধা, কোভিড-১৯ মহামারীর সময় ৮০ কোটি মানুষকে বিনামূল্যে খাদ্যশস্য সরবরাহ, প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ রোজগার অভিযানের মাধ্যমে ৮ কোটি প্রবাসী শ্রমিককে আর্থিক সাহায্যের মতো সুবিধা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। এখন বৈধ সুফলভোগীরা 'এক দেশ, এক রেশন কার্ড' ব্যবস্থার মাধ্যমে দেশের যে কোনও জায়গা থেকে রেশন সংগ্রহ করতে পারছেন। এমনকি, পিএম-স্বনিধি কর্মসূচির মাধ্যমে সরকার রাস্তার হকারদের জন্য ১০ হাজার টাকার কার্যকরি মূলধন ঋণ সহায়তা চালু করেছে

১১

রূপান্তরমূলক আর্থিক অগ্রগতি

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভারতকে ৫ লক্ষ কোটি টাকার অর্থনীতিতে পরিণত করার লক্ষ্য স্থির করেছেন। এই লক্ষ্য পূরণে 'এক দেশ, এক কর ব্যবস্থা' চালু হয়েছে এবং উৎপাদন ক্ষেত্রকে আরও বেশি উৎসাহিত করতে ১৩টি ভিন্ন ভিন্ন শিল্প ক্ষেত্রের জন্য উৎপাদন সংযুক্ত উৎসাহ ভাতা কর্মসূচি চালু হয়েছে। এই প্রথমবার ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প সংস্থাগুলির জন্য আর্থিক সঙ্কটের সময় ৬ লক্ষ কোটি টাকার বেশি সহায়তা দেওয়া হয়েছে। কোভিড-১৯ মহামারীর সময় যখন অর্থনীতিতে সঙ্কট ঘনিয়ে এসেছে, তখন সরকার জিডিপি-র ১৫ শতাংশের সমতুল আর্থিক প্যাকেজ দিয়ে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প সংস্থাকে সাহায্য করেছে। এর পরিণতি-স্বরূপ করোনার সময় প্রথম ত্রৈমাসিকে জিডিপি-র বিকাশ হার যখন ২৩.৯ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল, সেই সময় থেকে আর্থিক অগ্রগতির হার ঘুরে দাঁড়িয়ে তৃতীয় ত্রৈমাসিকে আশা-ব্যঞ্জক অবস্থায় পৌঁছয়। অন্যদিকে, প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ সর্বকালীন রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছেছে। আত্মনির্ভর ভারতের পথ অনুসরণ করে অর্থ-ব্যবস্থায় এখন এক নতুন গতির সঞ্চার হয়েছে

১২

কৃষকরা খুশি হলেই সমৃদ্ধ ভারত গড়ে উঠবে

কৃষিজ পণ্য উৎপাদন বাবদ খরচের দেড় শতাংশ হারে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে বৃদ্ধি বা ২০২২ সালের মধ্যে কৃষক সমাজের আয় দ্বিগুণ করা অথবা পিএম কিষাণ সম্মাননিধির আওতায় গত ১০ বছরে কৃষকদের অ্যাকাউন্টগুলিতে সরাসরি ৭ লক্ষ কোটি টাকা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। আর, এগুলি সবই কৃষক কল্যাণে সরকারের দৃঢ় অঙ্গীকারের প্রতিফলন। এমনকি, মৎস্যচাষ, প্রাণীসম্পদ বিকাশ এবং ডেয়ারি ক্ষেত্রের জন্য একটি পৃথক মন্ত্রক চালু করা হয়েছে। স্বাধীনতার সময় থেকে এখনও পর্যন্ত সর্ববৃহৎ প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনা চালু হয়েছে। দুধের উৎপাদন বাড়াতে শ্বেত বিপ্লব শুরু হয়েছে

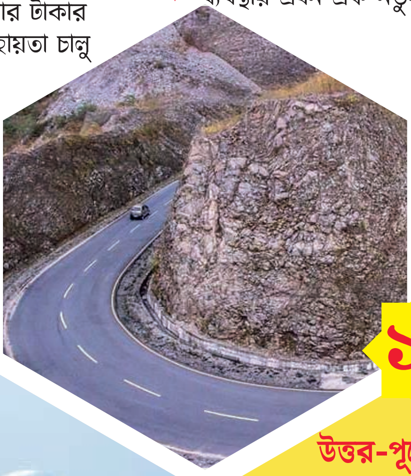

১৩

উত্তর-পূর্বের উন্নয়নে অগ্রাধিকার

আর্থিক দিক থেকে সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যপূর্ণ উত্তর-পূর্ব ভারতে অভাবনীয় অগ্রগতির ফলে অনেক পরিবর্তন ঘটে চলেছে। বগিবিল সেতু নির্মাণ, সড়ক পরিকাঠামোর উন্নয়ন, বোড়ো চুক্তি স্বাক্ষর, উদ্বাস্তু সমস্যার নিরসনে ব্রু (রিয়াং) চুক্তি এবং এনএলএফটি (ত্রিপুরা) চুক্তিগুলি সমগ্র এই অঞ্চলে অত্যন্ত ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে এসেছে

১৪

সামাজিক পরিবেশ

সরকারের রূপান্তরমূলক নীতিগুলির কেন্দ্রস্থলে রয়েছে সামাজিক ন্যায় বিচার ও ক্ষমতায়নের প্রতি অগ্রাধিকার। এই লক্ষ্যে সরকার মহিলা, দুঃস্থ, তপশিলি জাতি/উপজাতির ছাত্রছাত্রী, পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর মানুষকে সাহায্যের জন্য একাধিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এছাড়াও, সংখ্যালঘুদের উন্নয়নে সমান সুযোগ-সুবিধা, দিব্যাঙ্গজনদের কল্যাণে অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলা, অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের মূলধন সহায়তা এবং রূপান্তরকামীদের অধিকার সুরক্ষায় সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ

পরিসংখ্যান সম্পর্কিত তথ্য আর্থিক অগ্রগতির চালিকাশক্তি

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে পরিসংখ্যান সম্পর্কিত তথ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই, প্রশাসন থেকে নীতি প্রণয়ন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে জনকল্যাণ, এমনকি উন্নয়নমূলক কর্মসূচির প্রতিটি ক্ষেত্রেই পরিসংখ্যান সম্পর্কিত তথ্যের প্রাসঙ্গিকতা অনস্বীকার্য। এ ধরনের তথ্য গবেষণামূলক কাজে প্রয়োগ করা হয় এবং অর্থনীতিতে গতিসঞ্চার করে। দেশ যেখন ২৯শে জুন পঞ্চদশ জাতীয় পরিসংখ্যান দিবস উদযাপন করছে, তখন সমীক্ষাকারীদের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের বিভিন্ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানার বিষয়টি অত্যন্ত কৌতুহল জাগায়। তথ্য সংগ্রহের জন্য সমীক্ষাকারীদের বহুবার চরম প্রতিকূল ভৌগোলিক পরিবেশে কাজ করতে হয়েছে

"পরিসংখ্যানের পেছনে অবশ্যই একটি সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য থাকবে। এর একটি উদ্দেশ্য হ'ল বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি এবং অপরটি মানবকল্যাণ তথা জাতীয় উন্নয়ন", বলে মন্তব্য করেছিলেন ভারতীয় পরিসংখ্যান ক্ষেত্রের জনক প্রশান্ত চন্দ্র মহালানবিশ।

তিনি পরিসংখ্যানকে নতুন ধরনের প্রযুক্তি হিসাবে মনে করতেন, যা মনুষ্য প্রচেষ্টার প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রয়োগযোগ্য। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, উদ্দেশ্যকে বিবেচনায় রেখে সুপরিকল্পিত উপায়ে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। পরিসংখ্যানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অধ্যাপক মহালনবিশের অগ্রণী ভূমিকার প্রভাব এখনও দেশের বড় মাপের সমীক্ষাগুলিতে সমান বিদ্যমান।

কোনও এলাকায় হিমঘর অথবা জনস্বাস্থ্য কেন্দ্র বা সাধারণ মানুষের জন্য মৌলিক সুযোগ-সুবিধা গড়ে তোলার মতো প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কিনা সে সম্পর্কে নীতি-প্রণেতারা কিভাবে সিদ্ধান্ত নেন, তা অনেকাংশেই আমাদের কাছে অজানা। এর প্রত্যুত্তরে বলা যেতে পারে, হিমঘর বা জনস্বাস্থ্য কেন্দ্র অথবা মৌলিক সুযোগ-সুবিধার মতো প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি সমীক্ষার ভিত্তিতে স্থির হয়। তাই, সমীক্ষা থেকে যে তথ্য এবং মতামত পাওয়া যায়, তা স্থানীয়

মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলি উপলব্ধি করতে সাহায্য করে। জনকল্যাণের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত প্রশ্নের জবাব দেওয়ার দায়িত্ব পালন করে পরিসংখ্যান ও কর্মসূচি রূপায়ণ মন্ত্রকের জাতীয় পরিসংখ্যান কার্যালয়। এই কার্যালয়ের অধীন সারা দেশে বিস্তৃত নেটওয়ার্কের মাধ্যমে জনকল্যাণ সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা হয়। প্রশাসনিক কাজকর্ম থেকে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড, শিল্প ক্ষেত্র থেকে বাজার, এমনকি স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শহর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে আর্থিক বৈষম্য দূরীকরণের মতো জনকল্যাণমূলক কর্মসূচিগুলির রূপরেখা প্রণয়ন ও তার রূপায়ণে এ ধরনের তথ্যের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তাই, সঠিক তথ্য ও পরিসংখ্যান সামঞ্জস্যপূর্ণ অগ্রগতি বজায় রাখতে সাহায্য করে।

সরকার কৃষি, গ্রাহক মূল্য সূচক, উৎপাদন, মুদ্রাস্ফীতি, স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে নির্দিষ্ট সময় অন্তর সমীক্ষা চালায়। পরিসংখ্যান ও কর্মসূচি রূপায়ণ মন্ত্রক সমীক্ষা থেকে পাওয়া যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করে। ভারতীয় পরিসংখ্যান ব্যবস্থায় বড় মাপের সমীক্ষা পরিচালনার ক্ষেত্রে জাতীয় নমুনা সর্বেক্ষণের এক গৌরবময় অধ্যায় রয়েছে। জাতীয় নমুনা সর্বেক্ষণ কার্যালয় এখনও পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের আর্থ-সামাজিক বিষয়ে ৭৮ রাউন্ডেরও বেশি বড় মাপের সমীক্ষা চালিয়েছে। এই সমীক্ষাগুলি দেশে নীতি প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। নমুনা সমীক্ষা কার্যালয়, সমীক্ষা থেকে পাওয়া তথ্যের গুণমান সুনিশ্চিতকরণে বিশেষ পরিদর্শন, নজরদারি এবং মূল্যায়নের মতো সুচিন্তিত নীতি অনুসরণ করে। এজন্য তথ্য সংগ্রহের কাজে যুক্ত ব্যক্তিদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

পি সি মহালানবিশ: ভারতীয় পরিসংখ্যান ক্ষেত্রের জনক

ভারতীয় উপমহাদেশে জনকল্যাণের ক্ষেত্রে পরিসংখ্যানের গুরুত্বকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্য অধ্যাপক প্রশান্ত চন্দ্র মহালানবিশ চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। আধুনিক সরকারি পরিসংখ্যান ব্যবস্থায় প্রায়োগিক গবেষণাকে এক অবিচ্ছেদ্য অংশ করে তোলার পেছনে নিহিত রয়েছে অধ্যাপক মহালানবিশের বিচক্ষণ মস্তিষ্ক। প্রতি বছর ২৯শে জুন তাঁর জন্মবার্ষিকী জাতীয় পরিসংখ্যান দিবস হিসাবে উদযাপিত হয়। জাতীয় পরিসংখ্যান দিবস উদযাপনের উদ্দেশ্য হ'ল সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে যুবসম্প্রদায়কে আর্থ-সামাজিক নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে পরিসংখ্যান দপ্তরের ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন করে তোলা।

সরকার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আবাসন ও পরিকাঠামো সম্পর্কিত যে কোনও জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি শুরু করার পূর্বে পরিসংখ্যান ও কর্মসূচি রূপায়ণ মন্ত্রকের পরিচালিত সমীক্ষা থেকে পাওয়া তথ্য পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ ও একত্রীকরণ করে থাকে। তথ্য সংগ্রহে পরিসংখ্যান দলের কর্মীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। এজন্য তাঁদের ডেটা ওয়ারিয়র বা তথ্য-যোদ্ধা হিসাবে গণ্য করা হয়।

আর্থ-সামাজিক পরিকল্পনা ও নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে তথ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ভুল তথ্য যেহেতু বিভ্রান্তিকর পরিণাম দেয় তাই বিশ্বাসযোগ্য তথ্যের ব্যবহার ও প্রয়োগ সর্বদাই অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এমনকি, নীতি প্রণয়নে ত্রুটি দীর্ঘমেয়াদী-ভিত্তিতে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে কুপ্রভাব ফেলে। শুধু তাই নয়, অনেক ক্ষেত্রেই এ ধরনের কুপ্রভাব অজানা থেকে যায়। এই প্রেক্ষিতে তথ্য সংগ্রহকারীদের জন্য স্থানীয় ভাষায় প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়, যাতে তথ্য সংগ্রহের সময় কোনও ঘাটতি না থাকে এবং যে উদ্দেশ্য

মহালানবিশের জন্মবার্ষিকী স্মরণে ২৯শে জুন জাতীয় পরিসংখ্যান দিবস হিসাবে উদযাপিত হয়

- ২০০৭ সাল থেকে প্রতি বছর অবিস্মরণীয় পরিসংখ্যানবিদ প্রশান্ত চন্দ্র মহালানবিশের জন্মবার্ষিকী জাতীয় পরিসংখ্যান দিবস হিসাবে উদযাপিত হয়ে আসছে

- ১৮৯৩ সালের ২৯শে জুন কলকাতায় তাঁর জন্ম হয়। কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে পদার্থ বিজ্ঞানে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। এরপর তিনি উচ্চ শিক্ষার জন্য লন্ডন পাড়ি দেন
- বৃহদায়তন নমুনা সমীক্ষার ক্ষেত্রে কার্যকর পদ্ধতি উদ্ভাবনের জন্য তিনি অত্যন্ত সুবিদিত। নমুনা সংগ্রহের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি অনুযায়ী বিরাট সংখ্যক জনসংখ্যার মধ্যে ব্যাপক সমীক্ষা চালানো হয়ে থাকে
- সমীক্ষা থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, বিভিন্ন কর্মসূচি ও নীতি প্রণয়ন করা হয়। ব্যাপক সমীক্ষার মাধ্যমে চাষযোগ্য জমি ও শস্যের পরিমাণ নিরূপণে প্রথমবার এই পদ্ধতি ১৯৩৭ সালে বাংলায় পাট চাষের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছিল

তথ্য সংগ্রহ প্রক্রিয়া এক নিরবচ্ছিন্ন কাজ

পুরনো পদ্ধতি অনুযায়ী ১০ বছর অন্তর নিম্নলিখিত সমীক্ষার কাজ পরিচালিত হত:

১. গ্রাহকদের ব্যয় এবং কর্মসংস্থান সহ বেকারত্ব – দু'বার
২. সামাজিক খাতে ব্যয় (স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতি) – দু'বার
৩. অসংগঠিত ক্ষেত্রে উৎপাদন – দু'বার
৪. অসংগঠিত ক্ষেত্রের পরিষেবা – দু'বার
৫. ভূমি ও গবাদি পশু প্রতিপালন – একবার
৬. ওপেন রাউন্ড – একবার
৭. বিশেষ সমীক্ষা
৮. গ্রাহকদের বার্ষিক ব্যয় এবং কর্মসংস্থান সহ বেকারত্ব – সমীক্ষা

নতুন এবং অভিনব পদ্ধতি

বর্তমানে এনএসও গুণগতমানের তথ্য সরবরাহে বার্ষিক সমীক্ষা পরিচালনা করে থাকে। এই বিষয়টি বিবেচনায় রেখে এনএসএসও ২০১৭'র এপ্রিল থেকে প্রচলিত কাগজ-কলম দিয়ে ফর্মে তথ্য পূরণের পরিবর্তে এখন নির্দিষ্ট সময় অন্তর শ্রমিক বাহিনীর সমীক্ষার জন্য কম্প্যুটার অ্যাসিসটেড পার্সোনাল ইন্টারভিউয়িং (সিএপিআই) পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। এছাড়াও, এনএসও-র অন্যান্য নতুন উদ্যোগগুলির মধ্যে রয়েছে – আনইনকর্পোরেটেড সেক্টর এন্টারপ্রাইসগুলির বার্ষিক সমীক্ষা, সময়ের সদ্ব্যবহার সম্পর্কিত সমীক্ষা এবং পরিষেবা ক্ষেত্রে বার্ষিক সমীক্ষা। এমনকি, এনএসও তথ্য সংগ্রহ এবং ফলাফল প্রকাশের মধ্যে সময় সাশ্রয় করতে নতুন প্রযুক্তির প্রয়োগ শুরু করেছে। তথ্য সংগ্রহ থেকে ফলাফল প্রকাশ পর্যন্ত প্রতিটি প্রক্রিয়ায় নতুন ও উদ্ভাবনমূলক প্রযুক্তির প্রয়োগ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে।

নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে, তা যেন পুরোপুরি সফল হয়। এছাড়াও, তথ্য সংগ্রহের সময় তথ্যের গুণমান বজায় রাখতে এবং তথ্য সংগ্রহ প্রক্রিয়ায় নজরদারি চালাতে উচ্চ পদস্থ আধিকারিকরা তদারকির কাজ করেন এবং সংগৃহীত তথ্য খুঁটিয়ে দেখে থাকেন।

তথ্য সংগ্রহ – এক শ্রমসাধ্য কাজ

তথ্য সংগ্রহের কাজ অত্যন্ত চ্যালেঞ্জপূর্ণ। কারণ, অধিকাংশ সময়ে এই কাজে যুক্ত ব্যক্তিদের চরম ভৌগোলিক পরিবেশ, প্রতিকূল আবহাওয়া এবং অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে কাজ করতে হয়। এমনকি, প্রত্যন্ত ও দূরবর্তী আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রামগুলিতে প্রথমেই স্থানীয় মানুষের মনে আস্থার সঞ্চার করে তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু করতে হয়। তথ্য সংগ্রহের কাজে যুক্ত এরকম একজন তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেছেন এভাবে, "আমার মনে পড়ছে, যখন আমি আন্দামান ও নিকোবরে তথ্য সংগ্রহের কাজে গিয়েছিলাম, তখন আমাদের দলটিকে সমীক্ষার জন্য একাধিক ছোট ছোট দ্বীপে যেতে হয়েছিল। এরকম এলাকায় সমীক্ষা চালানো অত্যন্ত জটিল ও চ্যালেঞ্জপূর্ণ। আমাদেরকে জাহাজে করে একটি জায়গায় পৌঁছে দেওয়া হত। এরপর, সেখান থেকে আরও একটি ছোট নৌকায় আমাদের অন্য কোনও ছোট দ্বীপে নিয়ে যাওয়া হত। তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রত্যন্ত ও দূরবর্তী ঐ দ্বীপটিতে আমাদের কয়েকদিন তাবু খাটিয়ে থাকতে হত। অধিকাংশ সময়েই 'তথ্য-যোদ্ধাদের' দেশের কল্যাণে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করতে হয়েছে"। এমনকি, অনেকবার এরকম ঘটেছে, তথ্য সংগ্রহকারীদের স্থানীয় মানুষের রোষের মুখে পড়তে হয়েছে বা অপমানিত হতে হয়েছে। এরকম এক তথ্য-যোদ্ধা তাঁর অভিজ্ঞতার কথা ভাগ করে নিয়ে বলেছেন, "যে ব্যক্তির কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে, অধিকাংশ সময় তাঁর কাছ থেকে খারাপ আচরণ পেয়েছি। কিন্তু এ সত্ত্বেও আমাদের মতো তথ্য-যোদ্ধাদের মনোবলে কোনও ঘাটতি দেখা দেয়নি। কারণ আমরা জানি, অর্থনীতির অগ্রগতিতে তথ্য সংগ্রহের গুরুত্ব কতখানি। তাই, স্বাভাবিকভাবেই আমাদের কাজে বাধা-বিপত্তির কোনও প্রভাব পড়েনি"। তথ্য-যোদ্ধাদের সংগৃহীত তথ্য অর্থনৈতিক সমীক্ষা তৈরির কাজে ব্যবহার করা হয়, যা পক্ষান্তরে আর্থিক নীতি প্রণয়নে সরকারকে দিশা দেখায়। ■

হুল দিবস : ৩০শে জুন

স্বাধীনতার জন্য গণআন্দোলনের সূচনা

২০০ বছরেরও বেশি ব্রিটিশদের যাতাকল থেকে ভারতের স্বাধীনতা সহজে আসেনি। এই স্বাধীনতার পেছনে নিহীত রয়েছে এক সুদীর্ঘ সংগ্রামের কাহিনী। এই সংগ্রামে সামিল হয়ে অসংখ্য মানুষ প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। এই সংগ্রামে যুক্ত এমন অনেকেই ছিলেন, যাঁদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে। এমনকি, আরও অনেকে ছিলেন, যাঁরা ইতিহাসের পাতায় বিলীন হয়েছেন। তাঁদের বীরত্বের কাহিনী যখন শোনানো হয়েছে, তখন মানুষ হতবাক হয়েছেন

১৮৫৭'র বিদ্রোহকে ভারতের স্বাধীনতার প্রথম লড়াই বলে গণ্য করা হয়। কিন্তু, এরও দু'বছর আগে ১৮৫৫'র ৩০শে জুন আরও একটি বিক্ষোভের ঘটনা ঘটেছিল। এই বিক্ষোভে নিজেদের অধিকারের জন্য আদিবাসী সাঁওতালরা মরণপন লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাই, তাঁদের বীরত্বের প্রতি সম্মান জানাতে ঝাড়খন্ড অঞ্চলটিকে সাঁওতাল পরগনা নাম দেওয়া হয়েছে। সাঁওতালি ভাষায় 'হুল' শব্দের অর্থ হ'ল 'বিদ্রোহ'। প্রতি বছর ৩০শে জুন দিনটি তাই ১৮৫৫'র বিদ্রোহকে স্মরণ করে হুল দিবস হিসাবে পালিত হয়। এটা অত্যন্ত আশ্চর্যের ঘটনা যে, সাঁওতাল বিদ্রোহ যাকে কাল মার্কস ভারতের প্রথম সংগঠিত গণআন্দোলন হিসাবে তাঁর গ্রন্থ ইন্ডিয়ান হিস্ট্রিতে উল্লেখ করেছিলেন, কালের নিয়মে তা প্রায় বিস্মৃতির আড়ালে চলে গিয়েছিল।

তাই, আজাদি কা অমৃত মহোৎসবের এই পর্বে সাঁওতাল বিদ্রোহ ও তার বীর সংগ্রামীদের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। ছয় জন সাঁওতাল ভাইবোন – সিধু, কানু, চাঁদ ও ভৈরব এবং এদের দুই বোন ফুলো ও ঝানো'কে স্মরণ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, "যে বীরত্ব ও সাহসিকতার সঙ্গে সাঁওতাল বিদ্রোহে অগণিত বীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তাঁদের অদম্য ইচ্ছাশক্তির কারণেই ব্রিটিশ শাসনের ভীত নড়ে গিয়েছিল। এই বিদ্রোহে হাজার হাজার আদিবাসী প্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন। কিন্তু, তাঁরা কোনোভাবেই অন্যায়ের কাছে মাথা নত করেননি"।

সিধু, কানু, চাঁদ ও ভৈরবঃ এদের বীরত্বের কাহিনী ব্রিটিশ ঐতিহাসিকরাও উল্লেখ করেছেন

ঝাড়খন্ড খনিজ ও বনজ সম্পদে সমৃদ্ধ। ১৮৫৫ সালে এই অঞ্চলটি বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির অধীনে ছিল। আদিবাসীরা ঝাড়খন্ডের প্রত্যন্ত ও দূরবর্তী এলাকাগুলিতে বসবাস করতেন। সেই সময় সমগ্র বাণিজ্যিক লেনদেন হত জিনিসপত্র বিনিময়ের মাধ্যমে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যখন তাদের কর্তৃত্ব কায়েম করার জন্য এখানে এসে পৌঁছয়, তখন তারা নগদের বিনিময়ে কর সংগ্রহ শুরু করে। কিন্তু আদিবাসী মানুষ, যাঁরা টাকার জন্য মহাজনদের ওপর নির্ভর করতেন, তাঁদের পক্ষে ঋণ শোধ করার ক্ষমতা ছিল না। এজন্য আদিবাসীদের জমি বলপূর্বক হস্তগত করে নিলামে ব্যক্তি মালিকাধীন পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দেওয়া হত। ব্রিটিশদের এই শোষণের বিরুদ্ধে চার জন ভাই সিধু, কানু, চাঁদ ও ভৈরব জোরালো প্রতিবাদ শুরু করেন। সে সময় নিকটবর্তী গ্রামগুলি থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হত। প্রায় ৬০ হাজার আদিবাসী যুবক-যুবতী ৩০শে জুন রাতে পাঁচকাঠিয়ায় তির-ধনুক, শেকল ও বল্লমের মতো পরম্পরাগত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ব্রিটিশদের শোষনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে একত্রিত

দুই বোন – ফুলো ও ঝানো

সাঁওতাল বিদ্রোহে ফুলো ও ঝানো – এই দুই বোন সামিল হয়েছিলেন। সাঁওতালি ভাষায় গানের একটি লাইন : ফুলো জানো আম দো তির রে তালরার রেম সাকিদা

এর অর্থ হ'ল – ফুলো ও ঝানো হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছিলেন। এটা বলা হয় যে, অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে অসীম সাহসী এই দুই বোন পাকুড়ের কাছে সংগ্রামপুরে ব্রিটিশদের ছাউনিতে ঢুকে পড়েন এবং তাঁদের হাতে থাকা কুঠার দিয়ে ২১ জন ব্রিটিশ সেনাকে হত্যা করেন। সাঁওতাল বিদ্রোহে এই দুই বোন শহীদ হন। কিন্তু তাঁরা সাহসিকতার এমন এক চিরন্তন কাহিনী রেখে গেছেন, যা আজও আমাদের বীরত্বের ঘটনাগুলিকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। চার ভাই সিধু, কানু, চাঁদ ও ভৈরবের সঙ্গে সঙ্গে তাল মিলিয়ে ফুলো ও ঝানো দুই বোন ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে মরণপন সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। একদিকে চার ভাই যখন বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়ে অন্যদের অনুপ্রাণিত করছেন, তখন দুই বোন জনসাধারণের মধ্যে বিদ্রোহের বীজ ছড়িয়ে দেওয়ার কাজ করে গেছেন। এর অর্থ হ'ল – ফুলো ও ঝানো হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছিলেন। এটা বলা হয় যে, অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে অসীম সাহসী এই দুই বোন পাকুড়ের কাছে সংগ্রামপুরে ব্রিটিশদের ছাউনিতে ঢুকে পড়েন এবং তাঁদের হাতে থাকা কুঠার দিয়ে ২১ জন ব্রিটিশ সেনাকে হত্যা করেন। সাঁওতাল বিদ্রোহে এই দুই বোন শহীদ হন। কিন্তু তাঁরা সাহসিকতার এমন এক চিরন্তন কাহিনী রেখে গেছেন, যা আজও আমাদের বীরত্বের ঘটনাগুলিকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। চার ভাই সিধু, কানু, চাঁদ ও ভৈরবের সঙ্গে সঙ্গে তাল মিলিয়ে ফুলো ও ঝানো দুই বোন ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে মরণপন সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। একদিকে চার ভাই যখন বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়ে অন্যদের অনুপ্রাণিত করছেন, তখন দুই বোন জনসাধারণের মধ্যে বিদ্রোহের বীজ ছড়িয়ে দেওয়ার কাজ করে গেছেন।

হয়েছিলেন। তাঁরা ব্রিটিশদের এই শোষণের কবল থেকে নিজেদের মুক্ত করতে দৃঢ় সংকল্প নিয়েছিলেন। সাঁওতালদের এই বিদ্রোহের আগুন দাবানলের মতো আশেপাশের অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে তা এক প্রকার যুদ্ধের চেহারা নেয়। ঝাড়খন্ডের পাকুড় ডিভিশন ছাড়াও তৎকালীন বাংলার মুর্শিদাবাদ ও পুরুলিয়াতেও বিদ্রোহের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। এদিকে ১৮৫৫'র ৯ই জুলাই চাঁদ ও ভৈরবকে হত্যা করা হয়। সহযোদ্ধা দুই ভাইয়ের হত্যার ঘটনায় স্বভাবতই বিষন্ন ও ক্রুদ্ধ সিধু ও কানু ২৬শে জুলাই রাতে ভবিষ্যৎ রণকৌশল নিয়ে আলোচনার জন্য গ্রামে ফিরে আসেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ব্রিটিশ সেনারা হঠাৎ আক্রমণ চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করে। এটা কথিত আছে যে, সিধু ও কানু'কে ঘোড়ার সঙ্গে বেঁধে মাটিতে আছড়ে পাঁচকাঠিতে নিয়ে আসা হয়। এরপর, সেখানে তাঁদের গাছে ঝুলিয়ে ফাঁসি দেওয়া হয়। ব্রিটিশরা প্রায় ২০ হাজার আদিবাসীকে নির্মমভাবে হত্যা করে সাঁওতাল বিদ্রোহ দমনের চেষ্টা করেছিল। আদিবাসীরা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে শ্লোগান দিয়েছিলেন 'আমার নীতি হয় বাঁচবো, নয় মরবো, কিন্তু ব্রিটিশ তোমরা আমাদের ভিটে-মাটি ছেড়ে চলে যাও। এটা আমাদের বাস্তুভূমি'। প্রখ্যাত ব্রিটিশ ঐতিহাসিক উইলিয়াম উইলসন হান্টার তাঁর গ্রন্থ 'দ্য অ্যানালস্ অফ রুরাল বেঙ্গল' – এ লিখেছিলেন, ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে এমন একজন সৈনিক ছিলেন না, যিনি আদিবাসীদের নির্মমভাবে হত্যার জন্য লজ্জিত হননি। ■

কোভিড-১৯ বিপর্যয় সত্ত্বেও মানবদরদীদের প্রয়াস আশার আলো দেখাচ্ছে

করোনা মহামারীর মধ্যেও সাধারণ মানুষের সহযোগিতা ও স্বেচ্ছায় মানুষকে সাহায্য করার ঘটনা রয়েছে, যা দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। শারীরিক দিক থেকে অক্ষম হওয়া সত্ত্বেও সন্তদেব সিং চৌহান তাঁর বেতনের ৩০ শতাংশ পিএম-কেয়ার্স তহবিলে দান করছেন। অন্যদিকে, কর্ণাটকের কালাবুর্গীর চিকিৎসক মালহার রাও মল্লে মাত্র ২০ টাকার বিনিময়ে দরিদ্র রোগীদের চিকিৎসা পরামর্শ দিচ্ছেন।

চৌহানের উদারতা অনেক প্রশংসা পেয়েছে

শারীরিক দিক থেকে প্রায় ৮৫ শতাংশ অক্ষম সন্ত দেব সিং চৌহান কোভিড-১৯ এর সময় মানবসেবার কাজে যোগ দিয়েছেন। গত বছর করোনা মহামারীর প্রথম ঢেউ-এর সময় তিনি ২০২০-র মার্চ থেকে ২০২১-এর ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পুরো এক বছরের জন্য তাঁর বেতনের ৩০ শতাংশ পিএম-কেয়ার্স তহবিলে দান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। দেশে কোভিড-১৯ দ্বিতীয় ঢেউ-এর সময় আক্রান্তের সংখ্যা অপ্রত্যাশিতভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার প্রেক্ষিতে তিনি আরও একবার চলতি বছরের এপ্রিল মাস থেকে বেতনের একাংশ পিএম-কেয়ার্স তহবিলে দান করে আসছেন। নতুন দিল্লির এইমস্ চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে গ্রুপ-সি পদের কর্মী চৌহান আগামী বছর মার্চ পর্যন্ত পিএম-কেয়ার্স তহবিলে বেতনের একাংশ দান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। উত্তর প্রদেশের মৌ জেলায় বাহাদুরপুর গ্রামের প্রকৃত বাসিন্দা চৌহান প্রত্যেক নাগরিককে কোভিড-১৯ এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সরকারের প্রচেষ্টায় পূর্ণ সহযোগিতার জন্য সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন। তাঁর এই মহৎ উদ্দেশ্য সম্পর্কে চৌহান বলেছেন, “আমি অত্যন্ত সহজ-সরলভাবে জীবনযাপন করি। তাই, বেতনের একাংশ দান করলেও বাকি টাকাতেই আমার খরচ মিটিয়ে ফেলতে পারবো। কোভিড-১৯ রোগীদের সুস্থ করে তোলা এবং সুনাগরিক হিসাবে কর্তব্য পালন করাই আমার উদ্দেশ্য। এজন্য আমি আমার বেতনের একাংশ পিএম-কেয়ার্স তহবিলে দান করছি”।

সত্তরোর্ধ ডাঃ মালহার দরিদ্র রোগীদের কাছে ভগবান হয়ে উঠেছেন

ডাঃ মালহার শ্রীমদ্ভগবত গীতার দ্বারা অনুপ্রাণিত। সত্তরোর্ধ এই চিকিৎসক উদারতার এক জীবন্ত দৃষ্টান্ত। চিকিৎসা খাতে খরচ বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও ডাঃ মালহার মাত্র ২০ টাকার বিনিময়ে রোগীদের চিকিৎসা দিয়ে থাকেন। ১৯৭৪ সালে এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জনের পর তিনি চিকিৎসা শুরু করেন। যখন তিনি চিকিৎসা পেশায় কর্মজীবন শুরু করেন তখন পরামর্শের জন্য নিতেন মাত্র ৩ টাকা। এমনকি, গত বছরের অক্টোবর পর্যন্ত তিনি চিকিৎসা পরামর্শের জন্য নিয়েছেন মাত্র ১০ টাকা। আগে তিনি সারা দিন রোগী দেখতেন। কিন্তু এখন বার্ধক্যজনিত কারণে ডাঃ মালহার দিনে কেবল কয়েক ঘণ্টাই রোগী দেখতে পারেন। সুদীর্ঘ চার দশকের কর্মজীবনে ডাঃ মালহার ১৪২টি রক্তদান শিবির এবং ৬২টি স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির আয়োজন করেছেন। চিকিৎসা খাতে খরচ বৃদ্ধি পাওয়ায় দরিদ্র মানুষের সামর্থ্য না থাকায় তাঁরা গুণগতমানের চিকিৎসা পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হন। কিন্তু, ডাঃ মালহার এখনও নাম মাত্র টাকার বিনিময়ে পরামর্শ দিয়ে অসংখ্য মানুষের হৃদয় জয় করছেন। ■

নরেন্দ্র মোদী @narendramodi

আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ সুরক্ষায় সহায়তা !

কোভিড-১৯-এর দরুণ বহু শিশু বাবা-মা-কে হারিয়েছে। সরকার এই সমস্ত শিশুর দায়িত্ব গ্রহণ করবে, মর্যাদার সঙ্গে জীবন-যাপন নিশ্চিত করবে এবং তাদের সুযোগ-সুবিধা দেবে। পিএম কেয়ার্স তহবিলের মাধ্যমে এই সমস্ত শিশুর শিক্ষা ও অন্যান্য সহায়তা সুনিশ্চিত করা হবে। pib.gov.in/PressReleseDet...

রাজনাথ সিং @rajnathsingh

প্রধানমন্ত্রী শ্রী @narendramodi'র নেতৃত্বে এনডি সরকারের সাত বছর পূর্ণ হয়েছে। এই সাত বছরে জনসেবা, জনকল্যাণ, বিকাশ, সুশাসন এবং সংস্কারের ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায় রচিত হয়েছে। দরিদ্র থেকে দরিদ্রতম ব্যক্তির ক্ষমতায়ণের সমস্ত প্রচেষ্টা প্রধানমন্ত্রী জির দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করে কার্যকর হচ্ছে। #7YearsOfSeva

অমিত শাহ @AmitShah

প্রধানমন্ত্রী @narendramodi সর্বদাই এটা সুস্পষ্ট করেছেন যে, তাঁর লক্ষ্য এবং সরকারের উদ্দেশ্যই ১৩৫ কোটি ভারতীয় সেবা করা। 'সেবা'র মানসিকতা সর্বদাই প্রতিটি পদক্ষেপে সরকারের কাছে আলোর দিশারী হয়ে থেকেছে।

Office Of Nitin Gadkari

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী @nitin_gadkari জির প্রচেষ্টার ফলে কোভিড পরবর্তী সময়ে দ্রুত ছড়িয়ে পড়া ব্ল্যাক ফাঙ্গাসের চিকিৎসার জন্য ওয়ার্ধায় জেনটেক লাইফ সাসেঙ্গেস সংস্থা Amphotericin B Emulsion ইনজেকশন উদ্ভাবন করেছে। এখনও পর্যন্ত ভারতে একটি সংস্থা এধরণের ইনজেকশন আমদানি করতো।

মুক্তার আব্বাস নাকভি @naqvimukhtar

#HunarHaat লক্ষ লক্ষ শিল্পী, হস্তশিল্পী ও কারু শিল্পীকে কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিয়েছে। আগস্টের শেষ সপ্তাহ থেকে সারা দেশে হুনার হাট আয়োজন করা হবে। #HunarHaat'র মূল ভাবনা হবে "স্বদেশী ও স্বাবলম্বন"। স্বাধীনতার ৭৫ তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে অমৃত মহোৎসবের অঙ্গ হিসেবে হুনার হাট আয়োজিত হবে।

প্রহ্লাদ যোশী @JoshiPralhad

প্রধানমন্ত্রী @narendramodi জি সর্বদাই দেশের বাণিজ্য সম্ভাবনার প্রসারে অগ্রাধিকার দিয়ে এসেছেন। দেশের প্রধানমন্ত্রী পদে দায়িত্ব গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তিনি #EaseOfDoingBusiness -এ উৎসাহিত করতে বিভিন্ন নীতিতে একাধিক পরিবর্তন করেছেন। এর ফলে, দেশে কোভিডের সময় কয়েক বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ হয়েছে।

Modi 2.0 is 2: India fighting Covid with all its might: PM

High demand for PM life insurance cover in FY21

FALAKNAAZ SYED
MUMBAI, MAY 23

On its own momentum

Financial Year	Cumulative no. of persons enrolled	YoY enrolment	% Increase	Premium	Claims received (numbers)	Total amount of claims paid	Claims ratio (%)
2016-17	3.1			1,023	62,166	1,243	122
2017-18	5.33	2.23	72%	1,758	98,163	1,963	112
2018-19	5.92	0.59	11%	1,953	145,763	2,915	149
2019-20	6.96	1.04	18%	2,296	190,175	3,803	166
2020-21	10.27	3.31	48%	3,389	250,351	5,007	148

Figures in ₹crore

14 states see recovery rate of 90% or above

Our planet won't be the same after Covid: Modi

HT Correspondent

Track infection spread among youth: PM

Prime Minister says Coronavirus challenge remains as long as infection exists even at minor scale

CMs not allowed to speak: Didi

DC CORRESPONDENT
KOLKATA, MAY 20

PM warns against black fungus, mourns fatalities

RNI No. :
DELBEN/2020/78825
June: 16-30, 2021

New India SAMACHAR
Fortnightly

RNI Registered No DELBEN/2020/78825, Delhi Postal License No DL(S)-1/3548/2020-22, WPP NO U (S)-96/2020-22 posting at BPC, Meghdoot Bhawan, New Delhi - 110 001 on 13-17 advance Fortnightly (Publishing Date June 06, 2021, Pages - 48)

বন্দে মাতরম্

জাতীয়তাবাদের ঋষি

বিপ্লবী ও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পাশাপাশি বহু সাহিত্যিক, লেখক ও কবি তাঁদের লেখনির মাধ্যমে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে অনুপ্রাণিত করেছেন। মহান সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এমনই একজন। যিনি 'বন্দে মাতরম্'-এর স্রষ্টা। কংগ্রেসের একাধিক সম্মেলনে বন্দে মাতরম্ গাওয়া হয়েছে। বহু দেশবাসী ও নেতা-নেত্রীর কাছে বন্দে মাতরম্ বীরত্বের উৎস হয়ে উঠেছে। ক্ষুদিরাম বসু, ভগৎ সিং, রাজগুরু এবং শুকদেবের মত বিপ্লবীরা ফাঁসির মঞ্চে জীবন উৎসর্গ করার পূর্বে বন্দে মাতরম্ ধ্বনি তুলেছিলেন। 'জাতীয়তাবাদের ঋষি' হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সুবিদিত। মহান এই সাহিত্যিকের ১৮৪তম জন্মবার্ষিকীতে বিনম্র শ্রদ্ধা...

জন্ম - ২৭শে জুন, ১৮৩৮
মৃত্যু - ৮ই এপ্রিল, ১৮৯৪

বন্দে মাতরম্ !
সুজলাং সুফলাং
মলয়জশীতলাং
শস্যশ্যামলাং
মাতরম্!
বন্দে মাতরম্ !
শুভ্র জ্যোৎস্না পুলকিত যামিনীম্
ফুল্লকুসুমিত দ্রুমদল
শোভিনীম্
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীম্
সুখদাং বরদাং মাতরম্!
বন্দে মাতরম্
বন্দে মাতরম্ ।।

Bengali

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বন্দে মাতরম্-এর সুর সংযোজন করেছিলেন। ১৮৯৬-এ কংগ্রেসের অধিবেশন এই গান গাওয়ার মধ্য দিয়ে শুরু হয়। বন্দে মাতরম্ গানটির প্রতি মোহিত হয়ে মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন, "মাতৃভূমির বন্দনার জন্য কবি সম্ভাব্য সব বিশেষণ ব্যবহার করেছেন। এখন এটা আমাদের দায়িত্ব মাতৃভূমি সম্পর্কে কবি যে কথা বলেছেন তা বাস্তবায়িত করা"।

Editor
Jaideep Bhatnagar, Principal Director General, Press Information Bureau, New Delhi

Published & Printed by: Satyendra Prakash, Principal Director General, BOC on behalf of Bureau of Outreach and Communication

Published from Bureau of Room No–278, Bureau of Outreach and Communication, 2nd Floor, Soochna Bhawan, New Delhi -110003

Printed at Viba Press Pvt Ltd. C-66/3, Okhla Ind Area Phase-II, New Delhi 20